

খুদ্ধক নিকায়ে
খেরগাথা অট্ঠকথা
(তিন থেকে পাঁচ নিপাত)



অনুবাদক :
শ্রীমৎ শাসনজ্যোতি ভিক্ষু



কল্পতরু বই পিডিএফ প্রকল্প

কল্পতরু মূলত একটি বৌদ্ধধর্মীয় প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান। ২০১৩ সালে “হৃদয়ের দরজা খুলে দিন” বইটি প্রকাশের মধ্য দিয়ে এর যাত্রা শুরু।

কল্পতরু ইতিমধ্যে অনেক মূল্যবান ধর্মীয় বই প্রকাশ করেছে। ভবিষ্যতেও এ ধারা অব্যাহত থাকবে। কল্পতরু প্রতিষ্ঠার বছর খানেক পর “kalpataruboi.org” নামে একটি অবাণিজ্যিক ডাউনলোডিং ওয়েবসাইট চালু করে। এতে মূল ত্রিপিটকসহ অনেক মূল্যবান বৌদ্ধধর্মীয় বই pdf আকারে দেওয়া হয়েছে। সামনের দিনগুলোতে ক্রমান্বয়ে আরো অনেক ধর্মীয় বই pdf আকারে উক্ত ওয়েবসাইটে দেওয়া হবে। যেকেউ এখান থেকে একদম বিনামূল্যে অনেক মূল্যবান ধর্মীয় বই সহজেই ডাউনলোড করতে পারেন। আমাদের একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে, বর্তমান আধুনিক প্রযুক্তির যুগে লাখো মানুষের হাতের কাছে নানা ধরনের ধর্মীয় বই পৌঁছে দেওয়া এবং ধর্মজ্ঞান অর্জনে যতটা সম্ভব সহায়তা করা। এতে যদি বইপ্রেমী মানুষের কিছুটা হলেও সহায় ও উপকার হয় তবেই আমাদের সমস্ত শ্রম ও অর্থব্যয় সার্থক হবে।

আসুন ধর্মীয় বই পড়ুন, ধর্মজ্ঞান অর্জন করুন!
জ্ঞানের আলোয় জীবনকে আলোকিত করুন!

This book is scanned by Bijito Bhante

খୁদ্দক নিকায়ে
থেরগাথা অট্ঠকথা
(তিন থেকে পাঁচ নিপাত)

অনুবাদক :
শ্রীমৎ শাসনজ্যোতি ভিক্ষু

পরিবেশনায় :
প্রজ্ঞাবংশ একাডেমী

প্রথম প্রকাশ :
বিনাজুরী শান্তিনিকেতন বুদ্ধ বিহারের
শুভকঠিন চীবর দান উপলক্ষে-
১৩/১১/২০১০ইং ২৫৫৪ বুদ্ধবর্ষ ।

প্রকাশক :
শ্রীমৎ তিলোকাবংশ থের
পরিচালক- মোগলটুলী শাক্যমুণি বুদ্ধ বিহার ।

কম্পিউটার কম্পোজ :
শ্রীমৎ শাসনজ্যোতি ভিক্ষু ।

সহযোগীতায় :
প্রজ্ঞাবংশ একাডেমী ও
গহিরা অঙ্কুরীঘোনার দায়ক-দায়িকাবন্দ

গ্রন্থসম্বন্ধ :
অনুবাদক কর্তৃক সংরক্ষিত

Bengali Translation of **KUDDAK NIKAYE THERO GATHA ATTAKATA** (3-5 nipat), by **VENERABLE SHASANAJYOTI BHIKKHU**. Published by Venerable Tilokabangsha Thero, Shasanbumi Shakhamuny Buddha vihar, Mogaltuli, Chittagong. First Edition: 13/11/2010. Distributed by: Pragyabangsha Academy.

উৎসর্গ

বঙ্গীয় বৌদ্ধ সমাজের অনন্য সাংঘিক ব্যক্তিত্ব,
ষষ্ঠ সঙ্গীতিকারক, অভিধর্ম বিশারদ, পালি-
বাংলা অভিধান সহ ত্রিপিটকীয় বহু গ্রন্থের
অনুবাদক বিদর্শনাচার্য প্রয়াত ভদন্ত
শান্তরক্ষিত মহাথেরো ও সমাজ জাগরণের
অগ্রদূত, মৈত্রী প্রদীপ প্রয়াত ভদন্ত গিরিমানন্দ
মহাথেরো সহ যোগসিদ্ধ পুরুষ আর্যশ্রাবক
পরমপূজনীয় মদীয় উপাধ্যায় ভদন্ত সাধনানন্দ
মহাথেরো (বনভাস্তে) ও আমার পরমার্থিক
জীবনের মূলভিত্তি রচয়িতা মদীয় দীক্ষাগুরু,
ত্রিপিটকীয় বহু গ্রন্থের অনুবাদক, পণ্ডিত
অভিধায় বিমণ্ডিত ভদন্ত প্রজ্ঞাবংশ মহাথেরো
মহোদয়গণের প্রতি অসীম কৃতজ্ঞতায় অত্র
থেরগাথা অট্ঠকথা গ্রন্থখানি উৎসর্গিত হলো ।

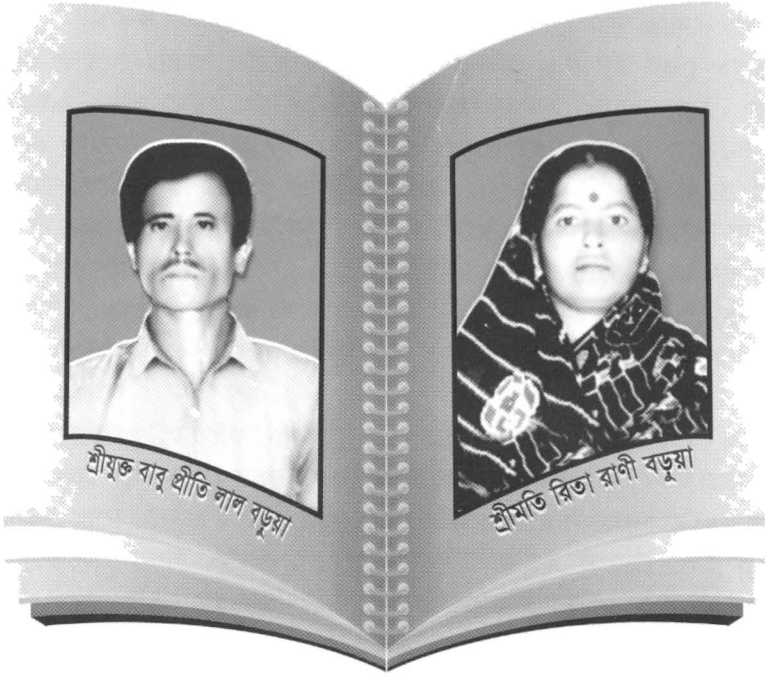
প্রণতঃ

শ্রীমৎ তিলোকাবংশ থেরো

পরিচালক- মোগলটুলী শাক্যমুণি বুদ্ধ বিহার ।

)

সমর্পন



যাঁদের অপার মহিমায়, অপত্য স্নেহে ও অভয়াশ্রয়ে আমি লালিত, পালিত ও বর্ধিত হয়েছি এবং যাঁদের মহাশুণকীর্তি দিবা-রাত্রি অনুক্ষণ শতাধিক বৎসর বর্ণনায় অনুপ্রমাণও আমার পক্ষে দূরবর্ণনীয় সেই ব্রহ্মতুল্য পিতা-মাতার গুণাবলী স্মরণ করে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ সহ তাঁদের নিরোগ দীর্ঘায়ু ও সুখময় জীবন কামনায় পুণ্য নিবেদন করছি।



ইতি
অনুবাদক

প্রকাশকের কথা

বন্যার জল সরে গেলেও যেমন অনেক দিন ধরে এখানে সেখানে, গর্তে-ফাটলে, ঝোপে-ঝাঁপে নানা স্থানে কিছু কিছু জল দৃষ্ট হয়। তা থেকে যেকোন ব্যক্তি বন্যার আধিক্যতা খুব সহজে অনুমান করতে পারে। তেমনি ভাবে ভারতের বুকে আড়াই হাজার বছর পূর্বে যে ধর্মপ্রাবন হয়েছিল তার অনুমান করা সম্ভব একমাত্র ত্রিপিটক থেকে। কিন্তু বড়ই বিষাদের বিষয় আমরা বাংলা ভাষা-ভাষী বঙ্গীয় বৌদ্ধরা সেই অনুমান বা সুভাগ্য থেকে অজো বঞ্চিত। বলা অপ্ৰাসঙ্গিক হবে না যে, এই দেশের বৌদ্ধরা একদিকে যেমন সংখ্যালঘু তেমনি পাশ্চাত্য সভ্যতার আলোয় তেমন উদ্ভাসিতও নয়। এছাড়াও বৌদ্ধশাস্ত্র নিয়ে গবেষণাদি করার জন্য যে সরকারী আর্থিক সহযোগীতা প্রয়োজন তা নাই বললেও চলে।

এরূপ হাজারো প্রতিকূলতায় অতীতে যারা ত্রিপিটকাদি অনুবাদ, প্রকাশ-প্রচারাদি সহ তমাচ্ছন্ন বৌদ্ধ সমাজকে আলোকবর্তিকা দেখিয়েছেন, সুপ্ত জাতির প্রাণে সোনার কাঠি ছুঁয়ে দিয়ে জাতিকে জাগিয়ে দিয়েছেন তাদের মধ্যে-রেঙ্গুণে বৌদ্ধ মিশন প্রেসের প্রতিষ্ঠতা, ষষ্ঠ সঙ্গীতিকারক, অগ্রমহাপণ্ডিত, বীর্যস্তু শ্রীমৎ প্রজ্ঞালোক মহাস্থবির, পণ্ডিত শ্রীমৎ বংশদ্বীপ মহাস্থবির, আর্যশ্রাবক শ্রীমৎ জ্ঞানীশ্বর মহাস্থবির, পণ্ডিত শ্রীমৎ ধর্মতিলক মহাস্থবির, পণ্ডিত শ্রীমৎ ধর্মাধার মহাস্থবির, সাহিত্যরত্ন শ্রীমৎ শীলালংকার মহাস্থবির, অভিধার্মিক শ্রীমৎ শান্তরক্ষিত মহাস্থবির মহোদয়গণ অন্যতম। এছাড়াও বর্তমানে বৌদ্ধ সমাজের গৌবোজ্জ্বল নক্ষত্র, অনন্য সাংঘিক ব্যক্তিত্ব পরমপূজনীয় গুরুদেব মদীয় ধর্মপিতা পণ্ডিতপ্রবর প্রজ্ঞাবংশ মহাথের মহোদয় বহু সাংঘিক প্রতিষ্ঠানাদি নির্মাণ থেকে শুরু করে ত্রিপিটক গ্রন্থ অনুবাদ সহ সমাজ ও জাতির জন্য যেই অবদান রেখে যাচ্ছেন তা অবর্ণনীয়। তাঁরই বদান্যতায় অর্ধশতাধিক কুলপুত্র শাসনে দীক্ষিত হয়ে ধ্যান সাধনার পাশাপাশি ত্রিপিটক শাস্ত্র অধ্যয়ন ও অনুবাদাদি সহ শাসনিক উন্নতি কল্পে স্বীয় জীবন আত্মোৎসর্গ করে যাচ্ছেন। তাদের একনিষ্ঠ সাধনায় বঙ্গাঙ্গরে ত্রিপিটক অনুবাদ যেভাবে তরাস্থিত হচ্ছে মনে হয় অচিরেই ত্রিপিটক ও এর অটুটকথা, টিকা, টিপ্পনী ইত্যাদির অনুবাদকার্য সুসম্পন্ন হবে। এতে কোন সন্দেহ নাই।

কিন্তু অতীব পরিতাপের বিষয় যাদের আত্মত্যাগে ও একনিষ্ঠায় সমাজের এক প্রাপ্ত হতে অপর প্রাপ্তে আমূল পরিবর্তন এসেছে, জাতি-সমাজ মস্তক উন্নত করে দাঁড়াতে শিখেছে; তাঁদের অবদান কালে কালে স্থানে স্থানে অস্বীকৃত হয়েছে এবং বর্তমানেও এরূপ অকৃতজ্ঞতার প্রমাণ সমাজে নিতান্ত বিরল নহে।

নীতিশাস্ত্র গ্রন্থে উল্লেখ আছে-

যম্‌হি পদেশে ন মানো ন পেমং ন চ বন্ধবা,
ন চ বিজ্জাগমো কোচি ন তথ উপ্‌পজাতি ॥

যে সব দেশেতে নাই মানীর সম্মান,
যেথা প্রেম বান্ধবাদি নাহি বিদ্যমান;
যে দেশে নাহি হয় শাস্ত্র আলোচনা,
সে দেশে গুণীজন কভু জন্মে না ।

প্রিয় পাঠক-পাঠিকাগণ, আসুন! আমরা জীবনের শত প্রতিকূলতার মাঝেও নিজেকে ধর্মাশ্রয়ে ধর্মজ্ঞানে সমৃদ্ধ গড়ে তুলি। গুণীজনকে জীবতকালেই যথোপযুক্ত পূজা-সম্মান করি। এবং অপরের বিন্দুপ্রমাণ ত্যাগেও কৃতজ্ঞ হই। কারণ কৃতজ্ঞহীন জাতি কদাপি উন্নতির চরমশিহরে উঠতে পারে না।

প্রসঙ্গত : ত্রিপিটকাদি সন্দ্বহস্থ প্রকাশ-প্রচারাদির অভিলাষ আমার আজকের নয়। ইহা আমার একান্তই স্বভাবজাত। ইতি পূর্বেও সরচিত 'প্রবন্ধাবলী প্রসঙ্গ বৌদ্ধিক বিচিন্তা' 'বুদ্ধের জীবন ও দর্শন' সহ ব্যক্তিগত ভাবে 'পরমার্থিক জীবন চর্যা, হস্তসহায়, বিদর্শন ভাবনা অভ্যাস প্রভৃতি ছোট-বড় গ্রন্থ জনস্বার্থে প্রকাশ করেছি। এছাড়াও 'সচিত্র ধর্মপদ, অভিধর্মের ধর্মসঙ্গী প্রভৃতি গ্রন্থ প্রকাশে আর্থিকভাবে অংশগ্রহণ করি। অত্র "থেরগাথা অট্ঠকথা" গ্রন্থের অনুবাদক আয়ুস্মান শাসনজ্যোতি ভিক্ষু অতীব আমার স্নেহজন। তার পালি ভাষা শিক্ষাকালীন যতদূর সম্ভব উৎসাহ অনুপ্রেরণা যুগিয়েছি। আয়ুস্মান শাসনজ্যোতি একদিন কথোপকথনে অত্র গ্রন্থটির তৎকর্তৃক অনুদিত হয়েছে তা আমার কাছে প্রকাশ করলে আমিও আয়ুস্মানের কথায় সাগ্রহে সানন্দে সাধুবাদের সহিত গ্রন্থটি প্রকাশে সম্মত হই। কারণ বুদ্ধবচন বা ত্রিপিটক সংশ্লিষ্ট গ্রন্থাদি যত সম্ভব পারা যায় জনসমাজে প্রচার করলে উভয়ের দুঃখ মুক্তির হেতু উৎপন্ন হয়। প্রিয় পাঠক-পাঠিকাগণ অত্র গ্রন্থটি পাঠে জানা যাবে কিষ্কিণ্ণ পুণ্যকর্ম করেও একজন মানুষ কিভাবে অপ্রেমেয় ভোগ-ঐশ্বর্য্য থেকে শুরু করে নির্বাণামৃতও অধিগত করতে পারে।

পরিশেষে আয়ুস্মানের উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি, নিরোগ দীর্ঘায়ু কামনা সহ আপনাদের সকলের প্রতি মৈত্রী ও পুণ্য নিবেদন করছি।

ইতি

শ্রীমৎ তিলোকাবংশ থের
পরিচালক-মোগলটুলী শাক্যমুণি বুদ্ধ বিহার
অগ্রাবাদ, চট্টগ্রাম।

পটভূমি

প্রিয় ভাজন আয়ুত্মান শাসনজ্যোতি ভিক্ষু বৃহদাকার “থেরোগাথা অট্ঠকথার” মূলপালি ভাষাকে বাংলায় ভাষান্তর করতে গিয়ে তৃতীয়, চতুর্থ এবং পঞ্চম অধ্যায় (তিকা, চতুষ্ক ও পঞ্চক নিপাত) পর্যন্ত অনুবাদ করেছেন। এতে সর্বমোট ৪০ জন থেরো অরহতের জীবন সংশ্লিষ্ট বিষয়ে আলোকপাত করে শব্দার্থ সমূহের যথার্থ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ হয়েছে। অনুবাদের গদ্যাংশের ভাষা প্রাঞ্জল, মার্জিত এবং হৃদয়গ্রাহী বলা চলে। পালি গাথা সমূহ বাংলা পদ্যছন্দে অনুবাদ করলে মূলের সৌন্দর্যতা রক্ষা পায়। অনুবাদক সেই সৌন্দর্যতা রক্ষায় প্রয়াসী হয়েছেন। তবে বাংলা গদ্যে সাধু ও চলিতের মিশ্রণ দোষণীয় বলে যেই আইন প্রচলিত আছে, তার যথার্থতা নিয়ে এক্ষেত্রে প্রশ্ন করা নিরর্থক। মূলতঃ ভাষা হচ্ছে মনের ভাব প্রকাশের বাহন মাত্র। মুখে যখন এই ভাষা ব্যবহার হয় তখন সাধু-চলিত মিশ্রিত হলে শুনতে শ্রুতিকটু হয়তো হতে পারে। কিন্তু মনের ভাব অন্যের বোধগম্য হতে এই মিশ্রণ বিঘ্ন ঘটায় কি? লেখ্য-ভাষার ক্ষেত্রেও একই প্রশ্ন এসে যায়। বাংলা গদ্যে সাধু চলিতের মিশ্রণ বর্জনে সবাইকে সচেষ্ট থাকতে দেখা যায়। কিন্তু পদ্যের ভাষায় এ বিষয়ে উদারতা দেখেছি বহু খ্যাতিমান কবির কবিতায় পর্যন্ত। আয়ুত্মান শাসনজ্যোতি পালি গাথাকে বাংলা পদ্যে অনুবাদ করতে গিয়ে সাধু-চলিতের মিশ্রণ দোষণীয় ভীতির কারণে পয়ার ছন্দের মাত্রায় মিল রাখতে অক্ষম হয়েছে কিছু কিছু ক্ষেত্রে। ফলে ছন্দ চ্যুতির অনিবার্যতায় পদ্যানুবাদ কোন কোন ক্ষেত্রে শ্রুতি মাধুর্যতা কিঞ্চিৎ হারিয়েছে।

অনুবাদের এসকল ত্রুটি-বিচ্যুতি সত্ত্বেও এ কারণেই অনুবাদককে ধন্যবাদ জানাতে হয় যে, তরুন বয়সের দৃষ্টি-তাগিদে পালি ত্রিপিটক সংশ্লিষ্ট এই অট্ঠকথা সাহিত্য ভাণ্ডার সমৃদ্ধি লাভ করলো তারুণ্যের এই উদ্দীপনায়। ইহা একান্ত সত্য যে- “এই বাংলা-ভারত উপমহাদেশে অট্ঠকথা অনুবাদে নবীনের মধ্যে তার প্রয়াসই প্রথম”। এক্ষেত্রে অনুবাদকের একটি বিষয়ে মনযোগ আকর্ষণ করতে চাই। বিষয়টি হচ্ছে, ইতিমধ্যে কোন কোন অনুবাদক অনুবাদে সামান্য অগ্রসর হয়েই অনীহা ভাবের শিকার হয়ে পড়েছেন। কেন এমনটি হচ্ছে? ভাষার চর্চায় বিরতি দিলে এমন অবসাদে অবশ্যই আক্রমণ করবে। তদুপরি অনুবাদের শ্রম

স্বীকারে ‘আমার দ্বারা অপ্রকাশিত বুদ্ধবাণী বর্তমান ও ভাবী কল্যাণে প্রকাশিত হয়ে বুদ্ধ শাসন রক্ষার সহায়ক হচ্ছে বিধায় আমার শ্রম অবশ্যই সার্থক হচ্ছে’ -এমন মহৎ ভাবনায় আপন প্রাণকে অবশ্যই প্রতিনিয়ত উজ্জীবিত রাখতে হবে। পালি বর্তমানে নিত্যদিনের প্রয়োজনে প্রচলিত মুখের বুলিতে ব্যবহার্য ভাষা নহে। কয়েক হাজার বছরের প্রাচীনত্বের ধারক এবং অভিধানেও দুষ্প্রাপ্য শব্দের সম্ভার নিয়ে এই পালি ভাষাকে বর্তমানের ভাষায় ভাষান্তর অবশ্যই কষ্টসাধ্য শ্রমসাধ্য ব্যাপার। আর এ কারণেই অতীতে একক উদ্যোগের পরিবর্তে লন্ডন পালি টেক্স সোসাইটির মতো যৌথ উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছিল। এমন উদ্যোগই যুগ-যুগান্তর অবলীলাক্রমে টিকে থাকে। আমার হৃদয় ও হাতের পরশে আজ যারা পালি অনুবাদে অগ্রসর হয়েছেন আমি তাদের সবাইকে বিষয়টি গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করার অনুরোধ জানাই।

মনে রাখা দরকার মূলপিটকীয় গ্রন্থ অনুবাদের চেয়ে অট্ঠকথা অনুবাদ কঠিনই বটে। অট্ঠকথার গল্প গুলো বাদ দিলে প্রতিটি শব্দ ও বাক্যাংশের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ একে দূরূহ, অপরদিকে নেহায়াত অরুচিকর। এমতাবস্থায় একাধিক জন ছোট ছোট পর্বে ৫/১০ পৃষ্ঠার অনুবাদ কাজে হাত দিয়ে পড়ে সবাই মিলে আলোচনা পর্যালোচনা করে অস্পষ্ট দুর্বোধ্য বিষয় গুলোকে সহজ প্রাঞ্জল উপস্থাপনার প্রচেষ্টা অবশ্যই সুফল বয়ে আনবে সর্বক্ষেত্রে। প্রাচীন ভাষার ভাব, হৃদ ও সৌন্দর্যকে আধুনিক ভাষায় উপস্থাপন করতে উপরোক্ত যৌথ প্রয়াস যেমন উপাদেয়, ঠিক একই ভাবে অতীতে যেই সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, ভৌগলিক ও শিক্ষা-সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটে প্রাচীন পুস্তকে ধারিত বিষয়গুলো উপস্থাপন করা হয়েছে। সে সকল বিষয় আধুনিক অনুবাদকে অবশ্যই অনুধাবন করে ভাষান্তরে অর্থোদ্ধার করতে হবে। আর তখনই অনুবাদকের অনুবাদ হবে সহজ, প্রাঞ্জল এবং অতীতের যথাযথ উপস্থাপন।

ক্রমহীন একুশটি নিপাতে বিভক্ত প্রায় সাড়েনয়শো পৃষ্ঠার বিশাল এই ‘থেরোগাথা অট্ঠকথা’ গ্রন্থটির সূচনায় আমার পূর্বোক্ত ধারণার সমর্থন পাওয়া যায় এভাবেই-

“যা তা সুভূতি আদীহি কতকিচ্ছেহি তাদিহি।

থেরেহি ভাসিতা গাথা থেরীহি চ নিরামিসা ॥

উদাননাদ বিধিনা গম্ভীরা নিপুণা সুভা।

সুএৎতাপটি সংযুক্তা অরিয়ধম্ম পকাসিকা ॥
থেরোগাথাতি নামেন থেরীগাথাতি তাদিনো ।
যা খুদ্ধক নিকায়ম্‌হি সঙ্গাযিংসু মহেসযো ॥
তাসং গম্ভীরএগানেহি ওগাহেতব্বভাবতো ।
কিঞ্চাপি দুক্করা কাতুং অথসংবণ্ণনা মযা ॥
সহসং বণ্ণনং যস্মা ধরতে সথু সাসনং ।
পুব্বাচরিয় সীহানং তিট্ঠতেব বিনচ্ছযো ॥
তস্মা তং অবলম্বিত্বা ওগাহেত্বান পঞ্চপি ।
নিকায় উপনিস্সাযং পোরাণট্ঠ কথা নযং ॥
সুবিসুদ্ধং অসংকিণ্ণং নিপুণথ বিনিচ্ছযং ।
মহাবিহারবাসীনং সমযং অবিলোমযং ॥
যাসং অথো দুবিএৎএৎযো অনুপুব্বিকথং বিনা ।
তাসং তঞ্চ বিভাবেত্তো দীপযত্তো বিনিচ্ছযং ॥”

থেরোগাথা অট্ঠাকথাচার্য মহোদয় সুভূতি থেরোগণের দ্বারা থেরো থেরীগাথাতি নিয়ে যা করে গেছেন সে সমুদয় সংগ্রহের উদান (প্রীতিগাতা), সিংহনাদ (আপন বীর্য-পরাক্রমতা) ইত্যাদিতে আর্যধর্ম প্রকাশক বক্তব্য গুলোকে তিনি অবলম্বন করেছেন এই অর্থকথা গ্রন্থ রচনা কালে । পূর্বের মহোদয়গণ কর্তৃক থেরোগাথা-থেরীগাথা নামে খুদ্ধকনিকায় সংগৃহীত এসকল বিষয় অতিশয় গম্ভীর জ্ঞান সংযুক্ত । তাই ইহাদের অর্থ সমূহের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ সত্যিকার অর্থে দুষ্কর কার্যই বটে । এ কারণে পূর্বের সুদক্ষ আচার্যগণের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণকে অবলম্বন করে “ইহা বুদ্ধ শাসনের ধারক”-এই জ্ঞানেই প্রাচীন বিষয় সমূহের অর্থ উদ্ধার করা হয়েছে । এই অর্থ উদ্ধার একক চেষ্টায় নহে, মহাবিহার বাসী, ভিক্ষুগণের সমন্বিত চেষ্টারই ফসল ইহা । যে সকল শব্দের অর্থ দুর্বোধ্য প্রতীয়মান হয়েছে তা পূর্বাপর বর্ণনা সমূহের (আনুপুর্ব্বিকথং) সাথে মিল রেখেই অর্থোদ্ধার করা হয়েছে এবং দীপান্তরে (জম্বুদ্বীপ ও সিংহলদ্বীপ) পূর্বাপর যেভাবে ধারণ করা হয়েছে সেই বিধানই এখানে অনুসরণ করা হয়েছে ।

সেই কবে হাজার বছর আগের অর্থকথাচার্যগণ যেখানে সিংহলের মহাবিহার বাসী দক্ষ ভিক্ষুগণের সমন্বিত প্রচেষ্টায় বুদ্ধ শাসনকে ধারণের

চেতনায় উজ্জীবিত হয়ে মূল ত্রিপিটক সহ বিশাল অট্ঠকথা সাহিত্য ভাণ্ডার সৃষ্টিতে অগ্রসর হয়েছিলেন, সেখানে হাতেগনা কয়েকজন বঙ্গীয় পালি ভাষাভিজ্ঞদের বিচ্ছিন্ন প্রয়াস কতটুকু সার্থক অনুবাদে অগ্রসর হতে পারবেন, তা প্রশ্ন সাপেক্ষ বৈ-কি।

মহাবীর্যশ্রুত অগ্রমহাপণ্ডিত প্রজ্ঞালোক মহাস্থবির চট্টগ্রামের বড়ুয়া সমাজে বসে সিংহলের মহাবিহার প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখেছিলেন। অনেক প্রচেষ্টায় ও তাঁর সেই স্বপ্ন চট্টগ্রামের বৃক্কে বাস্তবায়ন না হওয়ায় তিনি গেলেন রেঙ্গুণে। সেখানে কান্দুগ্লে আপার পেয়ারী স্ট্রীটের ধর্মদূত বিহারে বসে অষ্টম সংঘরাজ ভদন্ত শীলালংকার মহাস্থবির, বিনয়াচার্য আর্যবংশ মহাস্থবির, বিনয়াচার্য জিনবংশ মহাস্থবির, পণ্ডিত ধর্মতিলক মহাস্থবির প্রমুখ দশ-বারো জন মেধাবীর এক অনুবাদক সংঘের জন্ম দিলেন। বিলাত থেকে বাংলা মুদ্রণযন্ত্র আমদানী করে বৌদ্ধ মিশন প্রেস প্রতিষ্ঠা করলেন আজ থেকে ৬০/৭০ বছর আগে। বঙ্গীয় বৌদ্ধ সমাজে এতো বড়ো সাফল্য ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তিত্ব দ্বারা অর্জন সম্ভব হয়নি। হু-হু করে একের পর এক ত্রিপিটকের বুদ্ধবাণী বাংলা ভাষা ও সাহিত্য ভাণ্ডারে জমা হচ্ছিল। আর তেমন সুবর্ণ মুহূর্তে রেঙ্গুনবাসী বড়ুয়া পাপীষ্টদের ইর্ষাকাতরতার আগুনে জ্বলে পুড়ে সব ছারখার হয়ে গেল। হৃদয় বিদারক এদৃশ্যের বর্ণনা অনেক বিশাল। তার বর্ণনা ভদন্ত প্রজ্ঞালোকের অস্তিম জীবনের একান্ত সেবক ভদন্ত শাসনবংশ মহাথেরোর মুখে যা শুনেছি তা এখানে তুলে ধরা প্রয়োজন ছিল। কিন্তু, আয়ুত্মান শাসনজ্যোতি ভিক্ষু আজ কক্সবাজার জেলার রামুর রাং-উ রাংকূট বনাশ্রম বৌদ্ধ তীর্থ বিহারের যেই দুঃখপূর্ণ পরিস্থিতিতে আমার কাছে তার অনূদিত থেরোগাথা অট্ঠকথার অনুবাদ অংশ নিয়ে উপস্থিত হলো, সেই অস্থির পরিবেশে এই অনুবাদ গ্রন্থের উপর পরিপূর্ণ ভূমিকা লিখে দেয়ার মাত্র দুই দিন সময় দেয়াও আমার পক্ষে এখন দুঃসাধ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। রামুর দশ-বারো জন ভিক্ষু আর গৃহীর চরম বিদ্বেষ আর অকৃতজ্ঞতার আগুনে কেবল যেন আমি একাই জ্বলছি মাত্র ৪/৫ জন অক্ষম দুর্বল শিষ্য এবং ভূমিহীন অর্থহীন কিছু দুঃখী মানুষ নিয়ে।

রাং-উ রাংকূট বৌদ্ধ তীর্থটি আড়াই হাজার বছরের ঘটনা বহুল ইতিহাস আর ঐতিহ্যের ধারক হলেও ইহার সমৃদয় ভূমি এখনো সরকারী খাস আর বন বিভাগের আওতাধীন থাকায় বড়ুয়া-হিন্দু-মুসলমান যে যেই

ভাবে পারে জোর দখলের শিকার করে ফেলেছে সেই ১৯৩২ খৃস্টাব্দ থেকে। ১৯৬৬ খৃস্টাব্দ থেকে বর্তমান পর্যন্ত অবশিষ্ট ভূমি রক্ষায় বিগত ৪৪টি বছর ধরে আমার গুরুদেব ভদন্ত প্রজ্ঞাজ্যোতি মহাস্থবির ও তৎ শিষ্যদ্বয় ভদন্ত চন্দ্রজ্যোতি মহাস্থবির এবং আমি অবিরাম চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। অথচ রামুর রাজা, কক্সবাজার এলাকার ধর্মরক্ষাকর্তা নামে আত্ম-জাহিরকারী ভিক্ষু মহোদয় ও তৎ শিষ্যদের গুটিকয় এবং তাদের কিছু পোষ্যদের চোখে আমরা হল্যাম এ অঞ্চলে বহিরাগত। তাই তাদের সুচির পোষিত ইর্ষা-বিদ্বেষের আগুনের লেলিহান শিখায় বসে আছি যেন আমি নিতান্ত একা। অনেকেই বলেন আপনার হাজার হাজার ভক্ত অনুরাগীরা এখন কোথায়? এ প্রশ্নের উত্তর সংক্ষেপে এভাবেই দেয়া যায়- “তাদের কাছে আমি ঘাটের নৌকা; যতক্ষণ নিজের প্রয়োজন ততক্ষণই কেবল আমার পাশে থাকবে।”

পূজ্য বনভাস্ত্রে বলেছেন, তিনি চাক্মা সমাজের সন্তান হয়ে চাক্মা সমাজেই থেকে গিয়ে- “ঘরে বসে তেরো” হয়েছেন। আর বড়ুয়া সমাজের প্রতিভাবান ভিক্ষুরা বড়ুয়া সমাজ ছেড়ে বাইরে যাওয়াতে- “নড়ে চড়ে বারোই” থেকে গেলেন। শ্রদ্ধেয় ভাস্ত্রের কাছে আমার প্রার্থনা- বড়ুয়াদেরকে আশীর্বাদ করুন তারা যেন স্বজাতি বিদ্বেষ আর অকৃতজ্ঞতার অভিশাপ থেকে মুক্ত হয়ে “ঘরে বসে তেরোই” বানাতে পারেন তাদের প্রতিভাবান সন্তানদের।

ভবতু সর্ব মঙ্গল্যম্!

২৫৫৪ বুদ্ধবর্ষের
শুভপ্রবারণা পক্ষ
১১/১০/২০১০ খৃঃ

শ্রীমৎ প্রজ্ঞাবংশ ভিক্ষু
রাং-উ রাংকুট বনাশ্রম বৌদ্ধ তীর্থবিহার,
রামু, কক্সবাজার।

সুমেরুতুল্য উত্তাল শত বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম করে বহু আয়াসে “থেরগাথা অর্থকথা”র কিয়দাংশ (তিন থেকে পাঁচ নিপাত) মৎকর্তৃক বাংলায় অনূদিত হল ধর্মরাজ বুদ্ধের পরিনির্বাণের ২৫৫৩ বৎসরাতিত্নান্তে। অপরাপর নিপাত সমূহেরও অনুবাদ কার্য চলতেছে। বঙ্গভাষা ভাষী ও বৌদ্ধধর্মালম্বীদের পক্ষে “থেরগাথা অর্থকথা” একটি অমূল্যরত্ন যার সাথে পরিচিত না হলে দান-শীল-ভাবনার মোহনীয়তা, ভিক্ষুজীবনের বৈশিষ্ট্য এবং দ্বিপদোত্তম ভগবান বুদ্ধের অতুলনীয় কীর্তিত্ব বিষয়ে সম্পূর্ণ অজ্ঞ থাকতে হয়। বাংলা ভাষায় অত্র গ্রন্থের অনুবাদ পূর্বে হয়েছে কিনা তা আমার অজ্ঞাত।

বৌদ্ধযুগে রচিত কাব্যগ্রন্থ সমূহের মধ্যে “থেরগাথা ও থেরগাথা অর্থকথা” অন্যতম। নির্বাণগত স্থবির, মহাস্থবিরদের এই সমস্ত অতীতের সাহিত্য ক্ষেত্রে এক উজ্জ্বলতম অবদান। কঠোর প্রব্রজ্যা জীবনকেন্দ্রিক ঘটনা এবং সন্ন্যাস জীবনপূর্ণ কাহিনী অপূর্বরূপ ধারণ করেছে ছন্দের আবরণে। সামগ্রিক জীবনের পরিণতিই উপন্যাস রূপ লাভ করেছে। অন্য কথায় উপন্যাস সামগ্রিক জীবনের প্রতিচ্ছবি। এই ক্ষেত্রে থেরগাথা অর্থকথাও যেন একেকটি উপন্যাসের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পল্ট (Plot). বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ উক্তি করেছেন- “উপন্যাস যদি লিখতে চাও জাতক পড়, জাতক পড়।” অত্রগ্রন্থ সম্পর্কেও রবীন্দ্রনাথের এই কথা প্রযোজ্য। কেননা এই গ্রন্থে অধ্যাত্ম তত্ত্ব বিশ্লেষণের সঙ্গে সঙ্গে প্রাকৃতিক রূপ বর্ণনা সাহিত্যের বৃহৎ একটি অংশকে বিশেষভাবে পরিপুষ্ট করেছে। নৈসর্গিক সৌন্দর্য্য বর্ণনার এমন সহজ ও সুন্দর প্রকাশ ত্রিপিটক ব্যতীত পৃথিবীর যে কোন সাহিত্যে সুদূর্লভ। এই গ্রন্থে তপঃসিদ্ধ বুদ্ধশিষ্যদের কণ্ঠে প্রাকৃতিক রূপ বর্ণনার বহু সুন্দর ও সাবলীল অপদান গাথা উচ্চারিত হয়েছে।

তথাগতের নির্দেশানুযায়ী শ্রাবকসংঘ সাধনায় প্রবিষ্ট হয়ে জীবনের মহত্তম জ্ঞান লাভ করার পর নির্বাণ মুক্তির আনন্দে যে সকল উচ্ছ্বাস গাথা আবৃত্তি করেছেন তাতে প্রাকৃতির পরিবেশ সাধক পুরুষদের পক্ষে যে কতখানি উপযুক্ত এবং এখান থেকেও সত্য লাভের জ্ঞান আহরণ করা যে কত সম্ভব তার সহজ প্রকাশ সুন্দর ভাবে ব্যক্ত হয়েছে এই “থেরগাথা অর্থকথা”। শান্ত নদীতটে, রমণীয় বনখণ্ডে, পর্বত কন্দরে গিরি শিখরে

সমাধি মগ্ন হয়ে যোগীপুরুষ প্রাকৃতিক রূপ পরিবর্তনের মধ্যে যে কী গভীর আনন্দ অনুভব করেন “থেরগাথা অর্থকথা” গ্রন্থে তার মনোরম বর্ণনা দেওয়া হয়েছে ।

পঞ্চম নিপাতে গিরিমানন্দ স্থবির গাথা বর্ণনায় উক্ত হয়েছে- স্থবির সমাধিতে মগ্ন হলে অন্তরের অন্তর্ভুক্তি বার বার তাঁর সাধনার পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায় । তিনি কঠোর সংযমের দ্বারা নিমিলিত নেত্রে ধ্যান করে চলছেন । এমন সময় হঠাৎ তাঁর প্রজ্ঞাচক্ষু খুলে গেল । তিনি চোখ খুলে দেখেন আকাশে মেঘের সঞ্চারণ হয়েছে, চারিদিকে অস্পষ্ট অন্ধকার । তদ্বক্তে স্থবির দেবতাদের প্রীতিভরে অনুরোধ জানালেন-

বসসতি দেবো যথা সুগীতং ছন্না মে কুটিকা সুখা নিবাতা,
তসসং বিহারামি বৃপসন্তো অথ চে পথযসি পবস্স দেব ।
বসসতি দেবো যথা সুগীতং ছন্না মে কুটিকা সুখা নিবাতা,
তসসং বিহারামি সন্তচিত্তো অথ চে পথযসি পবস্স দেব ।
বসসতি দেবো... পে... বীতরাগো ।
বসসতি দেবো... পে... বীতদোষো ।
বসসতি দেবো... পে... বীতমোহো ।

হে দেব! (মেঘ!) আমার চিত্ত উপশান্ত হয়েছে, আমি এখন সুখে অবস্থান করছি । তুমি গর্জন সহকারে বারিবর্ষণ কর । আমি বীতরাগ, বীতদোষ ও বীতমোহময় চিত্তে নির্বাণের সত্য অনুভব করছি । হে দেব! তুমি যত ইচ্ছা বর্ষণ কর । বর্ষার এই বর্ষণধারা আমার কাছে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের ন্যায় শ্রুতিমধুর মনে হচ্ছে ।

বীতরাগ ও বীতমোহ ভিক্ষু দৃষ্টিতে বর্ষাঋতুর নির্ঝর ধারা সঙ্গীতশব্দের ন্যায় প্রতিভাত হয়েছে । প্রকৃতির এই মনোরম রূপলীলা তাঁর অন্তরে বিপুল আনন্দের সঞ্চারণ করেছে । যোগসিদ্ধ পুরুষ বৃষ্টিধারার মধ্যে যেরূপ প্রত্যক্ষ করেছেন গভীর আনন্দ গীতির মধ্যে তারই মনোজ্ঞ প্রকাশ ঘটেছে উক্ত অপদানে ।

প্রিয় পাঠক, এবিষয়ে ও অন্যান্য তত্ত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে অত্রগ্রন্থের একক নিপাতে বিশদ ভাবে আলোচনা করা হবে, তদ্বক্তে এস্থলে লেখনির স্পৃহা সংবরণ করতে বাধ্য হলাম । তবে আমার পক্ষে এইটুকু বললে

যথেষ্ট হবে যে- “থেরগাথা অট্ঠকথা” বিবিধ তথ্যে পরিপূর্ণ একটি অমূল্য বৌদ্ধগ্রন্থ ।

বৃহদায়তন এই ‘থেরগাথা অর্থকথা’ গ্রন্থটি ক্রমহীন ২১টি নিপাতে বিভক্ত । ইহা অর্থকথা আচার্য বিদগ্ধপণ্ডিত সুভূতি মহাথেরো মহোদয়ের অনন্য অবদান । তিনি সুনিপুন প্রজ্ঞায় কোন্ কারণে স্থবির পুঙ্গবগণ গাথা সমূহ ভাষণ করেছেন তা বিশেষভাবে বর্ণনা করতঃ বিস্তৃত ভাবে গাথাসমূহের ব্যাখ্যা করেছেন । তদ্ব্যতীত গ্রন্থের নামকরণ করা হয়েছে ‘থেরগাথা অট্ঠকথা’ । আচার্য মহোদয় বস্তুতঃ ভগবান বুদ্ধ ও তৎ শ্রাবকের প্রতি নিজের শ্রদ্ধা প্রকট করে বৌদ্ধধর্মের অভ্যুদয়ের জন্য পালি সাহিত্যের যে অমূল্য নিধি প্রদান করেছিলেন তার মধ্যে অগ্রগণ্যও একটি । এছাড়াও গুপ্তযুগে বৌদ্ধধর্মের সবচেয়ে উজ্জ্বল নক্ষত্র দিগ্বিজয়ী মহাপণ্ডিত অনুবুদ্ধ অভিধা মণ্ডিত শ্রীমৎ বুদ্ধঘোষ মহাস্থবির মহোদয়ের অবদান বৌদ্ধ সাহিত্যেজগতে সর্বাংশে বিদ্যমান বিশেষ করে অর্থকথা রচনায় । যেমন- সমস্তপাসাদিকা (বিনয়পিটকের অর্থকথা), কংখাবিতরণী (পাতিমোক্খের অর্থকথা), সুমঙ্গলবিলাসিনী (দীর্ঘনিকায়ের অর্থকথা), পপঞ্চসূদনী (মধ্যমনিকায়ের অর্থকথা), সারথপ্পকাসিনী (সংযুক্তনিকায়ের অর্থকথা), মনোরথপূরণী (অঙ্গুত্তরনিকায়ের অর্থকথা), পরমথজোতিকা (খুদ্ধকনিকায়ের খুদ্ধক পাঠ ও সুত্তনিপাতের অর্থকথা), অট্ঠসালিনী (ধর্মসঙ্গীর অর্থকথা), সম্মোহবিনোদনী (বিভঙ্গের অর্থকথা), পঞ্চপ্পকরণট্ঠকথা (অভিধর্মপিটকের অবশিষ্ট পাঁচটি গ্রন্থের অর্থকথা), জাতকট্ঠবগ্ননা (জাতকের অর্থকথা) এবং ধম্মপদট্ঠকথা (ধর্মপদের অর্থকথা) । আচার্য বুদ্ধঘোষের রচনার বিশাল ভাণ্ডার ও উৎকর্ষতা দেখে পালি সাহিত্যের ইতিহাসে তাঁর সময়কে একটি যুগ বলা চলে । তিনি পালি সাহিত্যকে যেভাবে সমৃদ্ধ করেছিলেন তা যেকোন সাধারণ মানুষের পক্ষে সাধ্যাতীত ।

১৯৩৫ খৃষ্টাব্দে অগ্রমহাপণ্ডিত শ্রীমৎ প্রজ্ঞালোক মহাস্থবির কর্তৃক “থেরগাথা” বাংলায় অনূদিত হয়ে রেঙ্গুণ বৌদ্ধ মিশন প্রেসে মুদ্রিত হয় । মাননীয় মহোদয়ের ‘থেরগাথা’ গ্রন্থটি আজো সর্বস্তরের পাঠক মহলে সমভাবে সমাদৃত । অগ্রগ্রন্থের অনুবাদ কার্যেও আমাকে উহা হতে বিশেষ ঋণ গ্রহণ করতে হয়েছে । এই গ্রন্থটিও যদি শ্রদ্ধেয় ভাণ্ডার দ্বারা অনূদিত হত তাহলে ইহা নির্দোষ হত এতে কোন সন্দেহ নেই । কেননা থেরগাথা

অর্থকথায় বর্ণিত স্থবিরগণের পারমার্থিক ভাবধারা এতই পরিস্ফুট যে, আমার ন্যায় অযোগ্য অর্বাচীনের হাতে পড়ে কতদূর যে এর অর্থ বিপর্যয় ঘটেছে, তা পালি ভাষাভিজ্ঞ জ্ঞানীমাত্রই অনুধাবন করতে পারবেন। যেহেতু আমার ভাষা জ্ঞান নিতান্ত সীমাবদ্ধ। বিশেষতঃ সেই প্রাচীন কালের ভাবধারায়পূর্ণ পালিভাষা হতে সহস্র সরল চলতি বাংলায় রূপান্তরিত করতে যথাসাধ্য প্রয়াস পেলেও ভাষার দৈন্য ও ভুল প্রমাদ থাকার অবকাশ যথেষ্টই আছে।

পালি অপদান গাথা ও মূল গাথা সমূহের পদ্যানুবাদ যথাসম্ভব মূলের সাথে সামঞ্জস্য রাখার চেষ্টা করেছি। আশা করি এতে মূলের স্বাদ গ্রহণে সুবিধা হবে। অথচ- আধুনিক রুচি-বাগীশদের রুচি অনুসরণে পুণ্যময় পবিত্র গ্রন্থ স্থায়ী সংস্কার অসিতে সংহার করার সাহস করিনি। ক্ষেত্র বিশেষে যতদূর সম্ভব পাদটীকা সংযোজন সহ গ্রন্থান্তে নির্ঘণ্টও সংযোজন করেছি। অনুবাদ কার্যে আমাকে অনুক্ষণ দুর্বলের সাগর অতিক্রমের ন্যায় সতর্কতা অবলম্বন করতে হয়েছে। যাতে বুদ্ধ বচন আমার ক্রটিতে কোন অংশে বিকৃত না হয়। তবে সর্বোত্তরের পাঠক-পাঠিকাগণের জ্ঞাতার্থে বলছি, মনোযোগের সহিত ‘বিস্তৃতার্থ’ না পড়লে মূলগাথার প্রকৃত ভাব বা অর্থ যথায়তভাবে বুঝতে সক্ষম হবেন না।

উল্লেখ্য যে- যাঁদের অবদান হেতু আমি এরূপ দূরসাধ্য ব্রতে হস্তক্ষেপন করে মাত্র ৩৪দিনের মধ্যে সমাপন করতে সক্ষম হই, তাঁদের মধ্যে আমার মহান কল্যাণমিত্র, প্রব্রজ্যা ও উপসম্পদা গুরু, অতুলনীয় প্রতীভাধর, মহাসতিপট্টানসূত্র ও অট্টকথা, বিনয়পিটকের পরিবারপাঠো, ভিক্ষুণী বিভঙ্গ সহ বিভিন্ন পিটকীয় গ্রন্থের অনুবাদক, দিশতাধিক প্রবন্ধ লিখক, বিদর্শনাচার্য্য পণ্ডিতপ্রবর ভদন্ত প্রজ্ঞাবংশ মহাথেরো সহ স্নেহ বৎসল, মধুরভাষী, বিনয় ও সূত্র বিশারদ, সুললিত কণ্ঠধর, তার্তিক সদ্ধর্মদেশক পরমপূজনীয় ভদন্ত সত্যপাল ভাস্ত্রে এবং বিনয়পিটকের পারাজিকা খণ্ডের অনুবাদক পরমপূজনীয় ভদন্ত বুদ্ধবংশ ভাস্ত্রের অবদান সর্বাত্মে স্মরণ যোগ্য। তাঁদের অকৃত্রিম স্নেহ ও সহচার্য্যে পবিত্র বুদ্ধবচন পালিভাষা সর্বপ্রথম আমার হাতে খড়ি হয়। এছাড়াও অনুবাদ কার্যে উদিত সংশয় নিরসনার্থ ও নির্ভুলতার জন্য অনুক্ষণ শ্রদ্ধেয় সত্যপাল ভাস্ত্রে ও শ্রদ্ধেয় বুদ্ধবংশ ভাস্ত্রে শরণাপন্ন হয়েছি এবং অনুবাদ কার্যে উৎসাহ, পরামর্শ, উপদেশ দানে গ্রন্থাভ্যাস্তরের বিবিধ ক্রটি নির্দেশ করে আমাকে

সর্বাংশে সহযোগীতা করেছে। তদ্ব্যতীত শ্রদ্ধেয় শিক্ষাগুরু ভাস্করদের কাছে আমি চিরঋণী এবং অচ্ছেদ্য কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ হলাম।

এই গ্রন্থের সম্পূর্ণ পাণ্ডুলিপিতে পরমারাধ্য মাননীয় গুরুদেব, মদীয় পালি শিক্ষক ভদন্ত প্রজ্ঞাবংশ মহাশ্রবীর কৰ্মস্মৃতি বিজরিত। তিনি শতব্যস্তার মাঝেও সারগর্ভ পটভূমি লিখে দিয়ে গ্রন্থের মান অনেকাংশে বৃদ্ধি করেছেন এবং প্রকৃত বুদ্ধ ভক্তির পরিচয় দিয়েছেন। তদ্ব্যতীত মাননীয় গুরুদেবকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ সহ পুণ্য নিবেদন করছি।

অপরদিকে এই পুস্তকের পাণ্ডুলিপি তৈরী ও কম্পিউটার কম্পোজে সুযোগদানে সত্যই আমাকে কৃতজ্ঞতার পাশে আবদ্ধ করেছেন- পূজনীয় ভদন্ত তিলোকাবংশ ভাস্কর মহোদয়। তদ্ব্যতীত শ্রদ্ধেয় ভাস্কর নিকট আমি বাধিত। এছাড়াও শ্রদ্ধেয় আনন্দমিত্র ভাস্কর (বনভাস্কর প্রধান সেবক, রাজবন বিহার), শ্রদ্ধেয় বিপুলবংশ ভাস্কর, শ্রদ্ধেয় ধর্মালংকার ভাস্কর (পোমরা), শ্রদ্ধেয় সুমনশী ভাস্কর (অঙ্কুরীঘোনা), শ্রদ্ধেয় শ্রদ্ধাপাল ভাস্কর, থেরীগাথা অর্থকথার অনুবাদক শ্রদ্ধেয় সম্বোধি ভাস্কর (রাজবন বিহার), শ্রদ্ধেয় মৈত্রীবংশ ভাস্কর, শ্রদ্ধেয় করুণারত্ন ভাস্কর (বিনাজুরী), শ্রদ্ধেয় দীপানন্দ ভাস্কর (রাংকুট), আয়ুস্মান এইচ. প্রিয়বংশ ভিক্ষু (রাংকুট), অঙ্কুর নিকায়ের পঞ্চম ও ষষ্ঠ নিপাতের অনুবাদক আয়ুস্মান প্রজ্ঞাদর্শী ভিক্ষু (রাজবন বিহার), আয়ুস্মান লোকাবংশ ভিক্ষু, আয়ুস্মান আলোকাবংশ ভিক্ষু, আয়ুস্মান ধর্মপাল ভিক্ষু এবং শ্রীমৎ তিস্যবংশ ভিক্ষু (মোগলটুলী) সহ পাদটীকার ক্ষেত্রে যেইসব গ্রন্থ হতে আমি বিন্দুমাত্রও উপকৃত হয়েছি তৎসমুদয় গ্রন্থকারের নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ ও পুণ্য নিবেদন করছি।

শাস্ত্রে উল্লেখ আছে-

ধরাতলে যত দান আছে বিদ্যমান,
কদাপি হয়না তাহা ধর্মদানের সমান।
তদ্ব্যতীত জ্ঞানী-মেধাবী সুখকামী জন,
ধর্মদানে ব্রতী তাঁরা হন অনুক্ষণ।

উপরোক্ত বাণীর প্রতি অগাত বিশ্বাস স্থাপন করে অত্র গ্রন্থপ্রকাশের গুরু দায়িত্ব বহন করেছেন- থেরবাদী বৌদ্ধদের অনন্য সাংঘিক ব্যক্তিত্ব, বিনয়শীল, শান্তিপ্ৰিয়, মিষ্টভাষী, সংঘঠক, তীক্ষ্ণবী সম্পন্ন সুদেশক মদীয় গুরুভাই পরম শ্রদ্ধেয় তিলোকাবংশ থেরো মহোদয়।

ইতিপূর্বে তিনি ‘পরমার্থিক জীবনচর্যা’, ‘হস্ত সহায়ক’, অভিধর্ম পিটকের ‘ধর্মসঙ্গনী’, ‘বিদর্শন ভাবনা অভাস্য’ গ্রন্থ প্রকাশ করে শাসনহিতে অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। এছাড়াও তাঁর অমর কীর্তিত্বের মধ্যে রয়েছে- ‘প্রবন্ধাবলী প্রসঙ্গ বৌদ্ধিক বিচিন্তা’, ‘বুদ্ধের জীবন ও দর্শন’ রচনা সহ বিনাজুরী শান্তিনিকেতন বুদ্ধ বিহার পুনঃপ্রতিষ্ঠা, ও মোগলটুলী শাক্যমুণি শ্মশান বিহার নির্মাণে তাঁর অবদান অন্যতম।

পরিশেষে পূজনীয় তিলোকাবংশ ভাণ্ডে মহোদয়ের বদান্যতা গুণ স্মরণ করে সরল অন্তরে তাঁর সমুন্নত সর্বাঙ্গিক মঙ্গল কামনায় সন্তোষ চিত্তে অনুবাদ জনিত সমুদয় পুণ্যরাশি নিবেদন করছি। যাতে তাঁর কীর্তি সৌরভ ব্যাপ্ত হয় সমস্ত ভুলোক।

শত চেষ্টায়ও অভ্রান্ত গ্রন্থ প্রকাশ করা যায় না। ভ্রম প্রমাদ পূর্ণ গ্রন্থ জনসমাজে প্রচার করা কোন গ্রন্থকারের অভিপ্রেত নয়, কিন্তু গ্রন্থ অনুবাদ যে কিরূপ দূরোহ ব্যাপার তা বিজ্ঞগণ মাত্রেই অবগত আছেন। অনিচ্ছা সত্ত্বেও গ্রন্থের অনেক স্থানে বিচ্যুতি থেকে যায়। এই গ্রন্থেও যে থাকবে না তা নয়। তবে আশা করি সদাশয় পাঠক পাঠিকাগণ আমার অনিচ্ছা কৃত ত্রুটি নিজগুণে মার্জনা করবেন। “থেরগাথা অর্থকথার” তিন-চার-পাঁচ নিপাত স্বধর্ম নিষ্ঠ প্রত্যেক বুদ্ধভক্তদের নিকট সমাদৃত হলে আমার পরিশ্রম সফল মনে করি।

“ইমিন পন পুঞ্ঞেঞন মায়ে দালিদ্বিয় আহু,
নথিতি বচনং নাম মা অহোসি ভবাভবে।
ইদং মে পুঞ্ঞেঞং সৰবযসং সৰবসুখং সহ
অনাগতে সড়াভিঞেঞাঞানং পট্টিলাভায়
সংবত্তু নিবানস্স পচ্চযো হোতু।”

এইপুণ্যে নির্বাণাবধি দৈন্যতা হউক বিনাশন,
ভবাভবে ‘নাই’ শব্দ যেন না করি শ্রবণ।
সংসরণে সর্বসুখ-সর্বগুণ করি অধিগত,
ষড়াভিজ্জা জ্ঞানলাভে লভি নির্বাণামৃত।



সূচীপত্র

তিকা নিপাত

বিষয়

পৃষ্ঠাঙ্ক

১। অঙ্গণিক ভারদ্বাজ স্থবির গাথা বর্ণনা.....	০২
২। পচয় স্থবির গাথা বর্ণনা.....	০৭
৩। বকুল স্থবির গাথা বর্ণনা.....	১১
৪। ধনিয় স্থবির গাথা বর্ণনা.....	১৮
৫। মাতঙ্গপুত্র স্থবির গাথা বর্ণনা.....	২১
৬। খুজ্জ শোভিত স্থবির গাথা বর্ণনা.....	২৫
৭। বারণ স্থবির গাথা বর্ণনা.....	৩০
৮। বসিসক (পশ্যিক) স্থবির গাথা বর্ণনা.....	৩৪
৯। যশোজ স্থবির গাথা বর্ণনা.....	৩৭
১০। সাটিমন্ডিয় স্থবির গাথা বর্ণনা.....	৪২
১১। উপালি স্থবির গাথা বর্ণনা.....	৪৬
১২। উত্তরপাল স্থবির গাথা বর্ণনা.....	৫৩
১৩। অভিজুত স্থবির গাথা বর্ণনা.....	৫৬
১৪। গৌতম স্থবির গাথা বর্ণনা.....	৫৯
১৫। হারিত স্থবির গাথা বর্ণনা.....	৬৩
১৬। বিমল স্থবির গাথা বর্ণনা.....	৬৪

চতুৰ্দ্ধ নিপাত

বিষয়

পৃষ্ঠাঙ্ক

১। নাগসমাল স্থবির গাথা বর্ণনা.....	৬৬
২। ভগু স্থবির গাথা বর্ণনা.....	৬৯
৩। সন্নিয় স্থবির গাথা বর্ণনা.....	৭২
৪। নন্দক স্থবির গাথা বর্ণনা.....	৭৭
৫। জম্বুক স্থবির গাথা বর্ণনা.....	৮১
৬। সেনক স্থবির গাথা বর্ণনা.....	৮৫
৭। সমুত স্থবির গাথা বর্ণনা.....	৯০
৮। রাহুল স্থবির গাথা বর্ণনা.....	৯৩
৯। চন্দন স্থবির গাথা বর্ণনা.....	৯৭
১০। ধার্মিক স্থবির গাথা বর্ণনা.....	১০০
১১। সপ্পক স্থবির গাথা বর্ণনা.....	১০৪
১২। মুদিত স্থবির গাথা বর্ণনা.....	১০৮

পঞ্চক নিপাত

১। রাজদত্ত স্থবির গাথা বর্ণনা	১১১
২। সুভূত স্থবির গাথা বর্ণনা.....	১১৫
৩। গিরিমানন্দ স্থবির গাথা বর্ণনা.....	১২১
৪। সুম্ন স্থবির গাথা বর্ণনা.....	১২৬
৫। বড়ত স্থবির গাথা বর্ণনা.....	১৩০
৬। নদীকশ্যপ স্থবির গাথা বর্ণনা.....	১৩৩
৭। গয়াকশ্যপ স্থবির গাথা বর্ণনা.....	১৩৮
৮। বক্কলি স্থবির গাথা বর্ণনা.....	১৪২
৯। বিজিতসেন স্থবির গাথা বর্ণনা.....	১৪৯
১০। যশদত্ত স্থবির গাথা বর্ণনা.....	১৫৩
১১। সোণ কুটিকল্প স্থবির গাথা বর্ণনা.....	১৫৬
১২। কোশিয় স্থবির গাথা বর্ণনা	১৬১

সমাণ্ত

খୁদ্দক নিকয়ে
থেরগাথা অট্ঠকথা-
বঙ্গানুবাদ

“নমো তস্ম ভগবতো অরহতো সম্মাসম্বুদ্ধস্”
“যিনি ভগবান অর্হত সম্যক্ সম্বুদ্ধ তাঁকে নমস্কার”

তিক নিপাত

১। অঙ্গণিক ভারদ্বাজ স্থবির^১ গাথা বর্ণনা

“অযোনি সুদ্ধিমম্বেসন্তি” -এই গাথা সমূহ আয়ুস্মান অঙ্গণিক ভারদ্বাজ স্থবির কর্তৃক ভাষিত।

কোথায় এর উৎপত্তি?

গাথা সমূহের উৎপত্তি কথা—

ইনি পূর্ব বুদ্ধগণের আশীর্বাদ গ্রহণ করে ৩১ (একত্রিশ).কল্প^২ পূর্বে শিখী বুদ্ধের^৩ সময় কুলগৃহে জন্ম গ্রহণ করেন। একদিন বুদ্ধকে পিণ্ডাচরণ

^১. স্থবির : আচার্য বুদ্ধঘোষের মতে- প্রাতিমোক্ষ-সংবরাদি স্থিরকারক চরিত্রগুণে সমন্বিত ভিক্ষুই স্থবির নামে অভিহিত হন। - (মধ্যম নিকায়)

^২. কল্প : পালিগ্রন্থ সমূহে কল্প (কপ্পা) শব্দটির বহুল প্রয়োগ দৃষ্ট হয়। যেমন- নিচ্চকপ্পো, আয়ুকপ্পো, উপকপ্পো, আয়ুস্মান কপ্পো ইত্যাদি। কিন্তু এস্থলে কল্প শব্দটি অসংখ্যকাল, সুদীর্ঘকাল প্রকাশার্থে প্রয়োগ করা হয়েছে। এত বৎসর এত সহস্র বৎসর বা এত শত সহস্র বৎসর বা এত সহস্র শত সহস্র বৎসর বলে বা গণনা করে অসংখ্যকালের সীমা বুঝা যায় না। তদ্ব্যতীত ‘চরিয়্যাপিটকে’ ভগবান প্রশ্নোত্তরে সরিষারশির উদাহরণ দিয়ে বলেছেন- যেমন হে ভিক্ষুগণ! যোজন (১২ মাইল) প্রমাণ প্রস্থে, যোজন প্রমাণ বিস্তৃতে ও উচ্চতায় যোজন প্রমাণ মহাসরিষা রাশিরস্তপ হতে কেহ যদি শতসহস্র বৎসর ব্যবধানে একটি করে সরিষা তুলে অন্যত্র ফেলে দিলে ঐ সরিষাস্তপ যতদিন পরে নিঃশেষ হবে তাও অতি কিঞ্চিৎ কাল বলে মনে কর। ভিক্ষুগণ! এক কল্প এর চেয়েও বহুগুণ অধিক। বস্তুতঃপক্ষে কল্প অর্থ এখানে সুদীর্ঘ সময়ের ব্যবধান বোধনের সমাধান মাত্র।

^৩. শিখী বুদ্ধ : জাতক নিদানের বর্ণনানুসারে বিপক্ষী বুদ্ধের পরে এই হতে একত্রিশ কল্পপূর্বে জগতে শিখী নামক বুদ্ধ উৎপন্ন হন। শিখী বুদ্ধের তিনটি শ্রাবক সম্মেলন হয়েছিল। প্রথম সম্মেলনে একলক্ষ ভিক্ষু, দ্বিতীয় সম্মেলনে আশী হাজার ও তৃতীয় সম্মেলনে সত্তর হাজার ভিক্ষু উপস্থিত হয়েছিল। তখন আমাদের গৌতম বোধিসত্ত্ব অরিন্দম নামক নরপতিরূপে জন্মধারণ করে বুদ্ধ প্রমুখ ভিক্ষুসম্মেলকে দ্বিচীবরাদি সহ মহাদান দিয়েছিলেন এবং সপ্তরত্ন মণ্ডিত হস্তীরত্ন ও ভিক্ষুদের ব্যবহার্য দ্রব্য দান করেন। অরুণবতী নগর ছিল তাঁর জন্ম স্থান। অরুণ নামক ক্ষত্রিয় পিতা, প্রভাবতী নাম্নী মাতা, অভিভু ও সম্ভব নামক দুই অগ্রশ্রাবক, ক্ষেমাস্কর নামক

করতে দেখে প্রসন্নমনে পঞ্চগঙ্গ^৪ বন্দনা করে কৃতাজ্জলিপুটে ভক্তি জ্ঞাপন করেন। সেই পুণ্যকর্ম প্রভাবে দেব-মনুষ্যকুল পরিভ্রমণ করে গৌতম বুদ্ধের সময় হিমবন্ত (হিমালয়) সমীপে উক্কট্ট^৫ নামক নগরে এক ধনাঢ্য ব্রাহ্মণের গৃহে জন্ম গ্রহণ করে “অঙ্গণিক ভারদ্বাজ” নামে পরিচিত হন। অতঃপর বয়ঃপ্রাপ্তে শিল্প বিদ্যায় জ্ঞান লাভ করে সংসারের প্রতি বিরাগ বশতঃ পরিব্রাজক প্রব্রজ্যা গ্রহণ পূর্বক “অমর” নামক তপস্যাচরণ করতেন, একদিন বুদ্ধকে গ্রামান্তরে ভ্রমণ করতে দেখে প্রসন্ন চিত্তে তাঁর ধর্মশ্রবণ করতঃ পূর্বের মিথ্যাদৃষ্টি তপস্যা ত্যাগ করলেন। তৎপর বুদ্ধ-শাসনে প্রব্রজিত হয়ে অচিরে ষড়্ভিঞ্জ^৬ হলেন এবং নিম্নোক্ত গাথা ভাষণ করেন-

বৃষভ বীর প্রবর সর্বজ্ঞ জয়ী,
প্রসন্নচিত্তে তাঁরে নমিনু আমি।
তদাহতে একত্রিশ কল্প হয়নি দুর্গতি,
বুদ্ধপদে বন্দনার এমনই সুকৃতি।
ছব্বিশকল্প বিকতানন্দ নাম করতঃ ধারণ,
চক্রবর্তীরাজ^৭ হয়ে ভুলোক করি শাসন।

উপস্থাপক এবং মখিলা ও পদুমা নামী তাঁর দুই অগ্রশ্রাবিকা ছিল। পুণ্ডরিকবৃক্ষ ছিল তাঁর বোধিতরু, দেহের উচ্চতা সপ্তত্রিংশ হস্ত ও পরমায়ু ছিল সাইত্রিশ সহস্র বৎসর। তাঁর শরীরের জ্যোতি তিন যোজন স্থানে আলো বিতরণ করত। (জাতক নিদান)

^৪. পঞ্চগঙ্গ : কপাল, কনুই, কটি, জানু ও পাদ। আমরা সচরাচর ‘সাপ্টাঙ্গ’ শব্দ ব্যবহার করি। অষ্টাঙ্গ যথা- দুই হাত, দুটি পা, দুই জানু, বক্ষ ও মস্তক। (জাতক)

^৫. উক্কট্টা : উষ্কার (দণ্ডীপিকার, মশালের) আলোকে নির্মিত হয়েছিল বলে নগরীর নামকরণ হয় উক্কট্টা বা উক্কট্টা (প-সু) আমাদের মতে উক্কট্টা- উৎকট্টা। ইহা শ্রাবস্তী ও শ্বেতব্যার সন্নিকটে অবস্থিত ছিল (B.C.Law’s Geography of Early Buddhism,) পৃঃ ৩৩ দ্রঃ।

^৬. ষড়্ভিঞ্জ : ছয় প্রকার অভিজ্ঞা যথা- ১) পূর্ব নিবাসানুস্মৃতি জ্ঞান, ২) দিব্যচক্ষু, ৩) দিব্যকর্ণ, ৪) পরিচি্ত বিজ্ঞান, ৫) বিবিধঋদ্ধি ও ৬) আসবক্ষ্য জ্ঞান। অর্হতের অপর নামান্তর। (মধ্যম নিকায়)

^৭. চক্রবর্তীরাজ : সংযুক্ত নিকায় উক্ত হয়েছে- ‘ভবং চক্রবর্ত্ত প্রবর্তিত হউক’ এরূপ বাক্যে চক্রবর্ত্ত প্রবর্তিত হয় বলে চক্রবর্তী। যেই রাজার নিকট পুণ্য প্রভাবে উৎপন্ন ও প্রবর্তনশীল চক্রবর্ত্ত থাকে তাঁকে চক্রবর্তী রাজা বলে। দীর্ঘ নিকায়ের- চক্রবর্তী সূত্রে উক্ত হয়েছে- ‘পুত্র-কন্যার প্রতি মাতা-পিতার যেই স্নেহ এবং মাতা-পিতার প্রতি পুত্র-কন্যার যেই আন্তরিক ভক্তি (শ্রদ্ধা) চিত্ত উৎপন্ন হয় তা বর্ত্তগামী কুশল বলে। সেই কুশলের প্রভাবে মনুষ্যলোকে রাজচক্রবর্তীর শ্রী সৌভাগ্য লাভ হয়ে থাকে। আবার অঙ্গুত্তর নিকায়ের- একক নিপাতে অট্টান সূত্রে উক্ত হয়েছে- জগতে একসঙ্গে দুইজন চক্রবর্তীরাজা উৎপন্ন হবার হেতু বিদ্যমান নেই।

অদ্য আমি ষড়্ভাভিজ্ঞ ক্লেশ অবসানে,
সমাপন হয়েছে কৃত্য বুদ্ধের শাসনে ।

-[থের অপদান]

অতঃপর স্থবির জ্ঞাতিদের প্রতি অনুকম্পা করে জন্মভূমিতে পদার্পন করতঃ তাদেরকে ধর্মদানে শরণশীলে প্রতিষ্ঠিত করেন । পরে তথা হতে প্রত্যাবর্তন করে কবুরাজ্য^৫ কুণ্ডিয় নামক নগরের অনতিদূরে এক অরণ্যে বাস করতেন । একদিন কোন কারণ বশতঃ উল্লারামে গমন করেন । সেখানে উত্তরপথ হতে আগত পরিচিত ব্রাহ্মণদের সাথে একত্র হন । তখন তারা বললেন- “হে ভারদ্বাজ, কি দেখে ব্রাহ্মণদের শাস্ত্র ত্যাগ করে বুদ্ধের শাস্ত্র^৬ গ্রহণ করলে?” তদুত্তরে স্থবির বললেন- “এই বুদ্ধ শাসনের বাহিরে অন্য কোন শুদ্ধি নেই”- এই বলে প্রথম গাথা ভাষণ করেন-

২১৯ । অযোনি সুদ্ধিমশ্বেস্‌সং অগ্নিং পরিচরিং বনে,
সুদ্ধিমগ্নং অজানন্তো অকাসিং অমরং তপং ।

বাংলা :

অনুপায়ে ভবমুক্তি করতঃ সন্ধান,
বনমাঝে অগ্নিপূজা সদা করতাম;
প্রকৃত শুদ্ধির পথ না করি দর্শন,
‘অমর তপস্যা’ আমি করিণু পালন ।

অপিচ একজন মাত্র উৎপন্ন হতে পারে । চক্রবর্তীরাজার মৃত্যু হলে, রাজা প্রব্রজিত হলে সাত দিনের মধ্যে চক্রবর্তী অন্তর্হিত হয়ে যায় ।

^৫. কবুরাজ্য : পালিগ্রন্থে উল্লেখ আছে- উত্তরকুরু হতে আগত মানুষেরা যেস্থানে বসতি স্থাপন করেছিলেন তা ভারতবর্ষে কুরুরাজ্য নামে পরিচিত হয়েছিল (পঃ ৪ সূ) ।

^৬. বুদ্ধের শাস্ত্র : এখানে বুদ্ধের শাস্ত্র বলতে নবঙ্গশাস্ত্র নির্দেশ করে । যথা- ১) সূত্র, ২) গেষ, ৩) ব্যাকরণ, ৪) গাথা, ৫) উদান, ৬) ইত্যুক্তক, ৭) জাতক, ৮) অশ্বভূতধর্ম ও ৯) বেদল্য । ইহা নবঙ্গ বা নয় শ্রেণীর বুদ্ধবচন বা জিনোপদেশ । সূত্র নামক বুদ্ধবচনই সূত্র । সগাথা-সূত্রের নাম গেষ (গানের উপযোগী) । গাথাহীন সূত্রই ব্যাকরণ (ব্যাখ্যা-বিবৃতি) । পদ্যে বিরচিত সূত্রের নাম গাথা । ভাবোদ্দীপক, ভাবব্যঞ্জক উক্তির নাম উদান । ভগবদুক্তিরূপে উদ্ধৃত উক্তির নাম ইত্যুক্তক । বোধিধ্বের জীবন-চরিতই জাতক নামে অভিহিত । যে সকল সূত্রে অশ্বভূত ও আশ্চর্য্যাকর বিষয়ের উল্লেখ আছে উহাদের নাম অশ্বভূতধর্ম । বেদযুক্ত, তুষ্টিদায়ক সূত্রের নাম বেদল্য (প-সূ) । মধ্যম নিকায়ের ‘অলগর্দেপম সূত্র’ ও ‘পুঞ্জলপঞ্‌গুত্তি’- দ্রষ্টব্য ।

বিস্তৃতার্থ ৪- এখানে “অযোনীতি” অর্থে- ভ্রান্তভাবে, অশুদ্ধরূপে, “সুদ্বিক্তি”- ভবমুক্তি, সংসারশুদ্ধি “অশ্বেসন্তি”- অনুসন্ধান করে, “অগ্নিঃ পরিচরিং বনেতি”- আমি মুক্তির অভিপ্রায়ে বনে অগ্নিপূজাশালা (অগ্নিপূজার আসন) নির্মাণ করে বেদ-বিধি অনুসারে অগ্নিদেবতাকে পূজা করতাম, পরিচর্যা করতাম, “সুদ্বিমগ্নং অজানন্তো অকাসিং অমরং অপন্তি”- প্রকৃত নির্বাণ পথ না জেনে, শুদ্ধির পথ না জেনে অগ্নি পরিচর্যার ন্যায় আমি পঞ্চতপস্যাদি শ্রান্তভাবে (অতিকষ্টে) ভবমুক্তির অভিপ্রায়ে প্রতিপালন করেছিলাম, অনুসরণ করেছিলাম । -ইহাই অর্থ ।

অতঃপর স্থবির আশ্রম হতে আশ্রমে গমনের ন্যায় বেদবিহিত অগ্নিপরিচর্যাদিতে শুদ্ধির অভাব প্রকাশ করে- “এই বুদ্ধশাসনেই আমি শুদ্ধি লাভ করেছি” তা প্রকাশার্থে দ্বিতীয় গাথা ভাষণ করেন-

২২০ । তং সুখেন সুখং লদ্ধং পস্স ধম্ম সুধম্মতং,
তিসেসা বিজ্জা অনুপ্পত্তা, কতং বুদ্ধস্স সাসনং ।

বাংলা ৪

শমথ-বিদর্শন করে আচরণ,
নির্বাণ সুখ মম অধিগত এখন;
ভগবানের নির্বাণপ্রদ ধর্মে করহ দর্শন,
ত্রিবিদ্যা^{১০} অধিগতে কৃত্যকার্য এখন ।

বিস্তৃতার্থ ৪- এখানে “তন্তি” অর্থে- সেই সময়ে আমি মুক্তির (নির্বাণের) অভিপ্রায়ে অনুপায়ে অগ্নি পরিচর্যাদি ক্রেশকর যেই অমরত্বের তপস্যা করে ছিলাম তা ত্যাগপূর্বক সেই নির্বাণসুখ এখন শমথ-বিদর্শন ভাবনা দ্বারা লাভ করেছি । “পস্স ধম্মসুধম্মতন্তি”- বুদ্ধের শাসন ধর্মকে, বুদ্ধের নির্বাণপ্রদ ধর্মের স্বভাবকে দর্শন কর । এখানে স্থবির ধর্মের গুণ প্রকাশার্থে সম্বোধন উক্তি করতে গিয়ে বলেছেন- “তিসেসা বিজ্জা

^{১০}. ত্রিবিদ্যা ৪ ত্রিবিধ জ্ঞানের অধিকার । যথা- ১) পূর্ব পূর্ব জন্মের অবস্থান সম্বন্ধে সর্ববিষয় জানার জ্ঞান, ২) সত্ত্বগুণের মধ্যে কে কোথায় মরতেছে কে কোথায় পুনর্জন্ম গ্রহণ করতেছে এবং তার অদৃষ্ট বা কেমন হচ্ছে বা হবে ইত্যাদি জানার জ্ঞান । ৩) দুঃখের মূলহেতু দর্শন, দর্শন করে তা হতে মুক্তিলাভের উপায় দর্শন অর্থাৎ আর্থ-অষ্টাঙ্গিক মার্গ দর্শনের জ্ঞান । কিন্তু ‘ভযবেরব’ সূত্র মতে ত্রিবিদ্যা যথা- ১) পূর্ব পূর্ব জন্মের বৃত্তান্ত স্মরণ, ২) জীবগণ মৃত্যুর পর কে কোথায় জন্মগ্রহণ করেছে তা জানা, ৩) কামাদি ‘আসব’ (পাপ) ক্ষয়ের জ্ঞান বা মুক্তি জ্ঞান ।

অনুপ্লভা কতং বুদ্ধসুস সাসনন্তি”- আমি ত্রিবিদ্যা লাভ করেছি। বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি। -ইহাই অর্থ।

তৎপর স্থবির “এই হতে আমি পরমার্থতঃ ব্রাহ্মণ” বলে তৃতীয় গাথা ভাষণ করেন-

২২১। ব্রহ্মবন্ধু পুরে আসিং, ইদানি খোমিহ ব্রাহ্মণো,
তেবিজ্জো নহাতকো চ’মিহ সোখিযো চ’মিহ বেদগু’তি।

বাংলাঃ ৪

পূর্বজন্মে ব্রাহ্মণ কুলে হইনু জাত,
তদ্ধেতু ব্রহ্মবন্ধু ছিলাম রে খ্যাত।
এবে আমি করেছি পাপরাশি হত,
অর্হৎ^{১১} ব্রাহ্মণ নামে হয়েছি যে খ্যাত।
ত্রিবিদ্যা আর শুদ্ধিভাব হল অধিগত,
মার্গজলে স্নাত আমি চারিবেদজ্ঞ। (৩ঃ১)

বিস্তৃতার্থ ৪- আমি পূর্বজন্মে ব্রাহ্মণকুলে জাত হই, সেই কারণে ব্রহ্মবন্ধু ছিলাম, এখন যাবতীয় পাপ অতিক্রম করে অর্হৎ ব্রাহ্মণ হয়েছি। পূর্বে আমি পুনঃভবকর (পুনঃজন্ম প্রদায়ী) বেদজ্ঞ ছিলাম, এখন আমি ভবক্ষয়কর বিদ্যাচর্চা করে পরমার্থ ত্রিবিদ্যা প্রাপ্ত হয়েছি। পূর্বে আমি পুনঃজন্ম প্রদায়ী ক্রেশকর জলে স্নাত ছিলাম, এখন আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গরূপ^{১২} জলে ক্রেশমল সুদৌত করে পরমার্থ স্নাত হয়েছি, পূর্বে আমি অমুক্ত হয়ে সূচীভাব পোষন করতাম। এখন সুবিমুক্ত হয়ে পরমার্থ শুদ্ধি প্রাপ্ত হয়েছি। পূর্বে আমি বেদমতে পাপধর্ম আচরণ করে বেদজ্ঞ ছিলাম। এখন সংসার (তৃষ্ণা) বিনাশক মার্গ দ্বারা চারিসত্য জ্ঞানে পরমার্থ বেদজ্ঞ হয়েছি। -ইহাই অর্থ।

অঙ্গণিক ভারদ্বাজ স্থবির গাথা বর্ণনা সমাপ্ত



^{১১}. অর্হৎ ৪ যিনি পাপরূপ অরিকে বিধ্বংশ করেছেন, যিনি সংসাররূপ অরা বা পাখি নিহত করেছেন, যিনি পূজার্হ ও যিনি প্রকাশ্যে বা গোপনে কোন প্রকার পাপচিন্তা পোষণ করেন না, তিনিই অর্হৎ নামে অভিহিত। এই অর্হতই অশেখ পুদগল মধ্যে পরিগণিত, কারণ তাঁর শিক্ষণীয় আর কোন বিষয় অবশিষ্ট নেই। (মধ্যম নিকায়)

^{১২}. আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ ৪ ১) সম্যক্ দৃষ্টি, ২) সম্যক্ সংকল্প, ৩) সম্যক্ বাক্য, ৪) সম্যক্ কর্ম, ৫) সম্যক্ জীবিকা, ৬) সম্যক্ ব্যায়াম, ৭) সম্যক্ স্মৃতি ও ৮) সম্যক্ সমাধি।

২। পচয় স্ববির গাথা বর্ণনা

“পঞ্চাহাং পব্বজিতোতি” -এই গাথা সমূহ আয়ুত্থান পচয় স্ববির কর্তৃক ভাষিত।
কোথায় এর উৎপত্তি?
গাথা সমূহের উৎপত্তি কথা—

ইনি পূর্ব বুদ্ধগণের আশীর্বাদগ্রহণ করে ৯১ (একানব্বই) কল্প পূর্বে বিপশ্বী বুদ্ধের^{১০} সময় কুলগৃহে জন্ম গ্রহণ করেন। একদিন বুদ্ধকে বিনতানদীর তীরে গমন করতে দেখে প্রসন্নচিত্তে সুরসাল ডুমুরফল দান করেন। সেই পুণ্যফলে সুগতি হতে সুগতিতে পরিভ্রমণ কালে এই ভদ্রকল্পে^{১৪} কশ্যপ বুদ্ধের^{১৫} সময় জন্ম গ্রহণ করেন। অতঃপর শাস্তার

^{১০}. বিপশ্বী বুদ্ধ : ফুষ্য বুদ্ধের পরে এই হতে একানব্বই কল্প পূর্বে জগতে বিপশ্বী বুদ্ধের আবির্ভাব হয়। তাঁর তিনটি শ্রাবক সম্মেলন হয়ে ছিল। প্রথম সম্মেলনে আটষষ্টি লক্ষ ভিক্ষু, দ্বিতীয় সম্মেলনে এক লক্ষ ও তৃতীয় সম্মেলনে আশী হাজার ভিক্ষু উপস্থিত হয়েছিল। তখন আমাদের গৌতম বোধিসত্ত্ব অতুল নামক মহা ঋদ্ধিমান ও প্রবল ক্ষমতাশালী নাগরাজ রূপে জন্ম গ্রহণ করে বুদ্ধকে সপ্তরত্ন খচিত সুবর্ণময় আসন দান করেন। বিপশ্বী বুদ্ধের জন্মভূমি ছিল বঙ্কুমতী নামক নগরী। বঙ্কুমান নামক নরপতি তাঁর পিতা, বঙ্কুমতী নাম্নী মাতা, খণ্ড ও তিস্য নামক দুই অগ্রশ্রাবক, অশোক নামক উপস্থাপক এবং চন্দ্রা ও চন্দ্রমিত্রা নাম্নী তাঁর দুই অগ্রশ্রাবিকা ছিলেন। তাঁর বোধিতরু ছিল পাটলী বৃক্ষ, শরীরের উচ্চতা আশী হস্ত এবং আশী হাজার বছর পরমায়ু ছিল, তাঁর দেহজ্যোতিতে সপ্ত যোজন পরিমিত স্থান সর্বদাই আলোকিত থাকত। (জাতক নিদান)

^{১৪}. ভদ্রকল্প : যেই কল্পে পাঁচজন বুদ্ধের আবির্ভাব হয় তাকে ভদ্রকল্প বলে। এই কল্প অতিশয় দুর্লভ। ভদ্রকল্পে বিপুল পরিমাণ প্রাণী কল্যাণ সুখ লাভ করতে পারে। যারা ত্রিহেতুক তারা তৃষ্ণাক্ষয় করে, যারা দ্বিহেতুক তারা সুগতিগামী হয়। আর যারা অহেতুক তারা হেতু লাভ করে।

^{১৫}. কশ্যপ বুদ্ধ : কোণাগমন বুদ্ধের পরে দ্বিপদোত্তম কশ্যপ বুদ্ধ জগতে আবির্ভূত হয়েছিল। সেই দেবাতিদেব কশ্যপ বুদ্ধের সমদর্শী, বিমল, শান্তচিন্তা ক্ষীণাস্রবগণের একবার মাত্র সমাগম হয়েছিল। তথায় বিশহাজার ভিক্ষু উপস্থিত ছিলেন। তখন আমাদের গৌতম বোধিসত্ত্ব অধ্যাপক, মন্ত্রধারী, ত্রিবেদজ্ঞ, ভূতন্ত ও জ্যোতিষ শাস্ত্রে সুনিপুন কৃতাবিদ্যা জ্যোতিপাল ব্রাহ্মণ নামে বিখ্যাত ছিলেন। কশ্যপ বুদ্ধের জন্মস্থান ছিল বারাগসী নগর, পিতা ব্রহ্মদত্ত নামক ব্রাহ্মণ, মাতা ধনবতী নাম্নী ব্রাহ্মণী, তিস্য ও ভারদ্বাজ নামক দুইজন অগ্রশ্রাবক, সর্বমিত্র নামক সেবক, অনুলা ও উরুবেলা নাম্নী দুইজন অগ্রশ্রাবিকা এবং তাঁর বোধিদ্রুম ন্যাগ্রোধ বৃক্ষ নামে পরিচিত ছিল। কশ্যপ বুদ্ধের দেহের উচ্চতা বিশহাত এবং পরমায়ু ছিল বিশহাজার বছর। (বুদ্ধ বংশ)

শাসনে প্রব্রজিত হয়ে বিদর্শন ভাবনায়^{১৬} আত্মনিয়োগ করেন। একদিন সংসার দুঃখের কথা চিন্তা করতে করতে অতিশয় সংবিগ্ন হৃদয়ে প্রতিজ্ঞা করলেন যে- “অর্হৎফল প্রাপ্ত না হয়ে বিহার (আবাস) হতে বাহির হব না”। কিন্তু তিনি অতিযত্ন সহকারে ধ্যান করলেও জ্ঞানের অপরিপক্বতার দবুণ ফললাভে সমর্থ হলেন না। অতঃপর তথা হতে চ্যুত হয়ে ভব^{১৭} সংসরণ কালে গৌতম বুদ্ধের সময়ে রোহিনী নগরে ক্ষত্রিয়কুলে জন্ম গ্রহণ করেন। বয়ঃক্রমে পিতার মৃত্যুর পর রাজ্যাভিষেক প্রাপ্ত হন। একদিন নগরে মহারাজপূজা নামে একটি উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। জনসঙ্ঘও পূজাকে কেন্দ্র করে একস্থানে সমবেত হয়। সেই সমাগমের প্রসাদ উৎপাদনার্থ ভগবান^{১৮} জনসঙ্ঘ দেখে মত আকাশে রাজা বেশবর্ণের নির্মিত রত্নকূটাগারে রত্নময় সিংহাসনে উপবিষ্ট হয়ে ধর্মদেশনা করলে মহাজনসঙ্ঘ মার্গফলাদি লাভ করেন। সেই ধর্মশ্রবণে পচয়রাজ রাজত্ব ত্যাগ করে প্রব্রজিত হলেন। তিনি শ্রদ্ধার সাথে প্রব্রজিত হওত কশ্যপ বুদ্ধের সময় প্রতিজ্ঞা করে যেরূপ ধ্যান করেছিলেন এখনও সেরূপ প্রতিজ্ঞা করে ধ্যানানুষ্ঠানে অর্হৎ ফল প্রাপ্ত হন এবং নিন্মোক্ত গাথা ভাষণ করেন-

বিনতা নদীতটে পুৰুষোত্তম করতে গমণ,
শান্ত-সুসমাহিত-বিরজবুদ্ধকে করিনু দর্শন।
তৎকালে ক্লেশমল করতে ধোবন,
সুরসাল ডুমুরফল দানিনু হয়ে ইষ্টমন।
সেই পুণ্যে একানব্বই কল্প হয়নি দুর্গতি,
প্রসাদমানে ফলদানের এমনই সুকৃতি।
তৎপর ভদ্রকল্পে হইনু ধারায় জাত,
কশ্যপ বুদ্ধের শাসনে হয়েছি প্রব্রজিত।
তদ্বৈতু সংবিগ্ন মনে এরূপ করেছি অধিষ্ঠান,

^{১৬}. বিদর্শন ভাবনা : জগৎকে অনিত্য, দুঃখ ও অনাত্মবশে দর্শন করে ভাবনা করাকে বিদর্শন ভাবনা বলে। ইহা কর্মস্থান ভাবনা বিশেষ। (বিশুদ্ধিমার্গ দ্রষ্টব্য)

^{১৭}. ভব : ভব অর্থে কামভব। ভব ত্রিবিধঃ কর্মভব ও উৎপত্তি ভব। কামভবকে যে কর্মলক্ষ্য করে তাই কর্মভব। সেই কর্মহেতু যে অবস্থায় উৎপত্তি হয় তাই উৎপত্তি ভব (পঃ সূ)।

^{১৮}. ভগবান : ‘ভগবান’ অর্থে গুরু, সর্বগুণ বৈশিষ্ট্যে যিনি সর্বসত্ত্বের গুরু। প্রাচীনদের মতে ‘ভগবান’ অর্থে যিনি শ্রেষ্ঠ, সর্বোত্তম, গৌরবযুক্ত গুরু। এর বিশদ ব্যাখ্যা বিশুদ্ধিমার্গে বুদ্ধানুসঙ্গি দ্রঃ (পঃ সূ)

মার্গফলাদি বিনা কভু অন্যত্র করব না প্রস্থান ।
 এরূপে অতিপ্রযত্নে ধ্যান করেও সতত,
 অপরিপক্কতার দবুণ মার্গফল হয়নি অধিগত ।
 এবে মমজ্ঞান পরিপক্ক হল যথাভূত,
 অচল স্থানেস্থিত আছি পদ অচ্যুত ।
 এখন আমি ষড়ভিঙ্গ ক্লেশাবসানে,
 সমাপন হয়েছে কৃত্য বুদ্ধের শাসনে ।

-[থের অপদান]

অতঃপর স্থবির স্বীয় মার্গফলাদি প্রকাশার্থে নিম্নোক্ত গাথা সমূহ
 ভাষণ করেন—

- ২২২ । পঞ্চাহং পব্বজিতো সেখো অঙ্গত্তমানসো,
 বিহারং মে পবিট্ঠস্স চেতসো পগিধি আহু ।
- ২২৩ । নাসেস্সং, ন পিবিস্সামি, বিহারতো নিক্খমে,
 নপি পস্সং, ন নিপাতেস্সং তণ্হা সল্লে অনূহতে ।
- ২২৪ । তস্সমেবং বিহারতো পস্স বিরিয়পরক্কমং,
 তিসেসা বিজ্জা অনুপ্পত্তা কতং বুদ্ধস্স সাসনন্তি ।

বাংলা :

আমি প্রব্রজ্যার পঞ্চম দিনে মাত্র,
 স্রোতাপত্তি^{১৯} ক্রমে অর্হত্ব করি অধিগত ।
 যখন আমি বিহারে করেছি প্রবেশ,
 দৃঢ় সংকল্প করেছি নাশিতে ক্লেশ ।
 যাবৎ মম তৃষ্ণাশল্য না হয় উৎপাটন,
 তাবৎকাল আহার-পানীয় করব না গ্রহণ ।
 দেখব না কোন দিক্ করব না শয়ন,
 বিহার হতেও কোথায় করব না গমণ ।

^{১৯}. স্রোতাপত্তি : পালিগ্রন্থে স্রোতাপত্তি বলতে- নির্বাণ যাত্রার প্রথম রাত্তা বা সোপান বুঝায়, অর্থাৎ যিনি ধর্মস্রোতে পতিত হয়েছেন । কোন স্রোতাপন্ন এক জন্নে, কেহ দুই-তিন জন্নে, কেহ কেহ সাতজন্নে নির্বাণ প্রাপ্ত হন, অষ্টম জন্ন তঁরা গ্রহণ করেন না ।

এরূপ বীর্যবলে ভাবনায় করেছি অধিষ্ঠান,
দর্শন কর সবে মম বীর্যজ্ঞান ।
ত্রিবিদ্যা এবে মম হল অধিগত,
বুদ্ধের শাসনের কৃত্য^{২০} হল সমাপ্ত । (৩ঃ২)

এই গাথাত্রয় আয়ুত্মান পচয় স্থবির কর্তৃক ভাষিত ।

বিস্তৃতার্থ ৪- এখানে “পঞ্চাহাহং পববজিতোতি” অর্থে- আমি প্রব্রজ্যা গ্রহণের নির্দিষ্ট পঞ্চম দিনের মধ্যে । -ইহাই অর্থ ।

“সেখো অল্পভুমাসোতি”- অধিশীল শিক্ষা করে মানাদি ছিন্ন করে স্রোতাপত্তিমার্গ হতে অর্হত্বফল পর্যন্ত প্রাপ্ত হই । “বিহারং মে পবিট্ঠসুস চেতসো পণিধী অহুতি”- শৈক্ষ্যকালে^{২১} আমি বিহারে প্রবেশ করতঃ দৃঢ় সঙ্কল্পবদ্ধ হই যে । -ইহাই অর্থ ।

যাবৎ কাল আমার তৃষ্ণারূপ শল্য উৎপাটিত না হয়- “ন নিপাতেসুসং তণ্হা সলেক্খ অনুহতে” । তাবৎ “ভোজনং ন ভুঞ্জিসুসং”- কোন ভোজন গ্রহণ করব না, “ন পিবিসুসামীতি”- কোন জলপান করব না । “বিহারতো ন নিক্খমেতি”- এই বিহার হতে কোথাও বাহির হব না । “নপি পসুসং নিপাতেসুসন্তি”- আমার শরীরের দুই পার্শ্বের মধ্যে কোন পার্শ্ব দর্শন করব না ও শয়ন করব না । “তসুস মেবং বিহরতোতি”- তখন এইরূপ দৃঢ়বীর্যের সাথে অধিষ্ঠান করে বিদর্শন ভাবনা করি । “পসুস বীরিয়পরক্কমন্তি”- দৃঢ়বীর্য পরাক্রমের সাথে ইর্যাপথ অবলম্বন করেছি । আমার সেই বীর্য পরাক্রমতা দর্শন কর । “তিসেসা বিজ্জা অনুপ্পত্তা কতং বুদ্ধসুস সাসনন্তি”- আমি ত্রিবিদ্যা প্রাপ্ত হয়েছি ও বুদ্ধের শাসনে কৃতকার্য হয়েছি । -ইহাই অর্থ ।

পচয় স্থবির গাথা বর্ণনা সমাপ্ত



^{২০}. কৃত্য ৪ ভিক্ষুগণের প্রব্রজিতকাল হতে যেই অপরিমাণ শীলরাশি রক্ষা করা, অরণ্য বাস, ধূতাস্ত রক্ষা করা, ভাবনায় নিযুক্ততা; এইসব কার্যকে কৃত্য বলে । (ধর্মপদ অট্টকথা)

^{২১}. শৈক্ষ্য (শিক্ষা) ৪ অর্থে সপ্ত আর্য্যপুরুষ যাঁরা উন্নত প্রকৃতজন, স্রোতাপন্ন, সকৃতাগামী ও অনাগামী প্রভৃতি সপ্তস্তরে উন্নীত হয়েছেন কিন্তু অর্হত্বফল আয়ত্ত করতে পারেননি । (মধ্যম নিকায়)

৩। বকুল স্থবির গাথা বর্ণনা

“যো পবেব করণীয়ানীতি” -এই গাথা সমূহ আয়ুত্মান বকুল স্থবির কর্তৃক ভাষিত।
কোথায় এর উৎপত্তি?
গাথা সমূহের উৎপত্তি কথা-

লক্ষ কল্পাধিক অসংখ্য কল্প আগে ভগবান অনোমদর্শী^{২২} পৃথিবীতে অবর্তীর্ণ না হতে ইনি ব্রাহ্মণকুলে জন্ম গ্রহণ করে বয়ঃপ্রাপ্তে ত্রিবেদ শিক্ষা করেন। সেখানে কিছুই সার না পেয়ে “পারলৌকিক অর্থ গবেষণা করব”-এই মানসে ঋষি-প্রব্রজ্যা গ্রহণ করে এক পর্বতপাদে ধ্যান করে পঞ্চাভিজ্ঞ^{২৩} ও অষ্টসমাপত্তি^{২৪} লাভ করেন। অতঃপর বুদ্ধের উৎপত্তি সংবাদ জ্ঞাত হয়ে বুদ্ধের নিকটে উপস্থিত হলেন এবং শরণশীলে প্রতিষ্ঠিত হন। একদিন বুদ্ধের উদরপীড়া উৎপন্ন হলে অরণ্য হতে ভৈষজ্য আনয়ন করে সেই পীড়া উপশম করেন। বয়ঃক্রমে মরণান্তে ব্রহ্মলোকে^{২৫} জন্ম গ্রহণ করেন। এই ভাবে এক অসংখ্য বৎসর দেব-মানব কুলে বিচরণ করে

^{২২}. অনোমদর্শী বুদ্ধ : শোভিত বুদ্ধের পর এক অসংখ্যে কল্প অতিক্রান্ত হলে অনোমদর্শী বুদ্ধ জগতে উৎপন্ন হন। অনোমদর্শী বুদ্ধের তিনটি শ্রাবক সম্মেলন হয়েছিল। প্রথম সম্মেলনে আট লক্ষ ভিক্ষু, দ্বিতীয় সম্মেলনে সাত লক্ষ ও তৃতীয় সম্মেলনে ছয় লক্ষ ভিক্ষু উপস্থিত ছিলেন। তখন আমাদের গৌতম বোধিসত্ত্ব বহু লক্ষ কোটি যক্ষের অধিপতি রূপে উৎপন্ন হয়েছিলেন। এবং বুদ্ধ প্রমুখ ভিক্ষুসঙ্ঘকে মহাদান প্রদান করেন। চক্রবর্তী নামক নগরী ভগবান অনোমদর্শীর জন্মস্থান ছিল। যশবান নামক তাঁর পিতা, যশোধরা নাম্নী মাতা, নিসভ ও অনোম নামক দুই অগ্রশ্রাবক, বরুণ নামক উপস্থাপক এবং সুন্দরী ও সুমনা নাম্নী দুই অগ্রশ্রাবিকা ছিলেন। অর্জুনবৃক্ষ তাঁর বোধিতরু, শরীরের উচ্চতা আটান্ন হস্ত এবং পরমায়ু ছিল এক লক্ষ বৎসর। (জাতক নিদান)

^{২৩}. পঞ্চাভিজ্ঞা : যথা- ঋদ্ধিবিধ জ্ঞান, দিব্যশ্রোত্র জ্ঞান, পরচিন্তা বিজ্ঞান জ্ঞান, পূর্ব নিবাসানুস্মৃতি জ্ঞান ও দিব্যচক্ষু জ্ঞান। (বিশুদ্ধিমার্গ গ্রন্থের অভিজ্ঞা নির্দেশে বিস্তৃত দ্রষ্টব্য)

^{২৪}. অষ্টসমাপত্তি : চারিরূপাবচর ধ্যান ও চারি অরূপাবচর ধ্যান।

^{২৫}. ব্রাহ্মলোক : ত্রিপিটক গ্রন্থের ১৬টি রূপব্রাহ্মলোক ও ৪টি অরূপব্রাহ্মলোক। এই ২০টি ব্রাহ্মলোকের মধ্যে ৫টি শুদ্ধাবাস ব্রাহ্মলোক। এই শুদ্ধাবাসে অনাগামী অর্থাৎ যারা আর দেব-নরলোকে জন্ম পরিগ্রহ করবেন না, এমন মহাপুরুষগণ উৎপন্ন হন। অপর ১৫টি ব্রাহ্মলোক হতে কর্মফলে ব্রাহ্মগণের পতন হয়।

পদুমুত্তর বুদ্ধের^{২৬} সময় হংসবতী নগরে জন্মগ্রহণ করেন। ঐ সময় ভগবান একজন ভিক্ষুকে “নীরোগী শ্রেষ্ঠ” উপাধি প্রদান করলে তিনিও উক্ত পদ প্রার্থনা করে বহুপুণ্য কাজ সম্পাদন করেন। সেই পুণ্যফলে দেব-সুগতি সংসরণ (পরিভ্রমণ) কালে বিপক্ষী বুদ্ধের আবির্ভাব হওয়ার আগেই বন্ধুমতী নগের ব্রাহ্মণকুলে জন্ম গ্রহণ করে পূর্বের ন্যায় ঋষি প্রব্রজ্যা গ্রহণ পূর্বক ধ্যানাভিজ্ঞা লাভ করেন এবং এক পর্বতপাদে বাস করতেন। এক সময় বুদ্ধের উৎপত্তি সংবাদ শুনে বুদ্ধের সকাশে আগমন পূর্বক শরণশীলে প্রতিষ্ঠিত হন। ঐ সময় ভিক্ষুদের “তৃণপুষ্প রোগ” উৎপন্ন হলে ভৈষজ্য দানে আরোগ্য করান। অতঃপর কালক্রমে সেই স্থান হতে মরণান্তে ব্রহ্মলোকে উৎপন্ন হন। ৯১ (একানব্বই) কল্প পূর্বে দেব-মনুষ্য লোকে পরিভ্রমণ করে ভগবান কশ্যপ বুদ্ধের সময়ে বারাণসীর এক কুলগৃহে জন্ম গ্রহণ করেন। গৃহীকালে এক পুরাতন মহাবিহার বিনষ্ট হতে দেখে সেখানে উপোসথশালা প্রভৃতি সমস্ত গৃহকার্য সম্পাদন করে ভিক্ষু-সঙ্ঘের যাবতীয় ভৈষজ্য সজ্জিত করে রাখেন। যাবৎজীবন এইভাবে পুণ্যকর্ম করে দেব-মনুষ্যলোকে এক বুদ্ধান্তর কল্প অতিবাহিত করে গৌতম বুদ্ধের অবতীর্ণ হওয়ার আগে কৌশম্বীতে^{২৭} জনৈক শ্রেষ্ঠীর গৃহে জন্ম গ্রহণ করেন। অতঃপর তাঁর আরোগ্য কামনায় মহাযমুনা নদীতে স্নান করানোর সময় ধাত্রীর হাত হতে এক মৎস্য তাকে গলতকরণ করে। কিছুক্ষণ পরে সেই মৎস্য কৈবর্তের (জেলের) জালে ধরা পড়ে। বারাণসী শ্রেষ্ঠীর স্ত্রীও সেই

^{২৬} পদুমুত্তর বুদ্ধ : ভগবান নারদের পর অর্থাৎ এখন হতে লক্ষ কল্প পূর্বে পদুমুত্তর বুদ্ধের উৎপন্ন হয়েছিলেন। তাঁর তিনটি শ্রাবক সম্মেলন হয়েছিল। প্রথম সম্মেলনে লক্ষকোটি ভিক্ষু, বেড়ার পর্বতস্থ দ্বিতীয় সম্মেলনে নব্বই সহস্র কোটি ও তৃতীয় সম্মেলনে অশীতি সহস্র কোটি ভিক্ষু উপস্থিত ছিলেন। তখন আমাদের গৌতম বোধিসত্ত্ব জটিল নামক রাজপুরুষরূপে জন্ম গ্রহণ করে বুদ্ধ প্রমুখ ভিক্ষুসঙ্ঘকে ত্রিটীকর দান করেন। ভগবান পদুমুত্তরের সময়ে কোন প্রকার তীর্থীয় সম্প্রদায় (বিরুদ্ধ মতাবলম্বী) ছিল না। দেব-মানব সকলেই বুদ্ধের শরণে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন। তাঁর জন্মভূমি ছিল হংসবতী নামক নগরী, আনন্দ নামক ক্ষত্রিয় তাঁর পিতা, সুজাতা নাম্নী মাতা, দেবল ও সুজাতা নামক তাঁর দুই অগ্রশ্রাবক, সুমন নামক উপস্থাপক এবং অমিতা ও অসমা নাম্নী দুই অগ্রশ্রাবিকা ছিলেন। শালবৃক্ষ ছিল তাঁর বোধিতরু, দৈহিক উচ্চতায় তিনি অষ্টাশী হস্ত এবং তার পরমায়ু ছিল এক লক্ষ বৎসর। (জাতক নিদান)

^{২৭} কৌশম্বী : বৎসরাজ উদয়ণের রাজধানী। অনুমান বর্তমান এলাহাবাদের ৩০ মাইল উত্তর-পশ্চিমে যমুনাতীরে কৌশম্বী নগরী অবস্থিত ছিল। উদয়নের মন্ত্রী ঘোষিত বুদ্ধ এবং তাঁর সঙ্ঘকে কৌশম্বীর উপকণ্ঠে একটি উদ্যান দান করেন। ঐ উদ্যানটি ঘোষিতারাম নামে পরিচিত ছিল। বুদ্ধ এখানে অবস্থান করে জনসাধারণকে অনেক ধর্মোপদেশ প্রদান করেন।

মৎস্য ক্রয় করলে মৎস্যের পেটে নীরোগাবস্থায় তাঁকে পেয়ে শ্রেষ্ঠীর জ্ঞী পুত্রস্নেহে লালন-পালন করতে লাগলেন। এমন সময় বালকের মাতা-পিতা এই সংবাদ শুনে তার নিকট পুত্রের দাবী করতে লাগলেন- “এইটি আমাদের পুত্র, আমাদেরকে ফেরৎ দিন।” তখন তারা উভয়ে রাজ-সদনে বিচারার্থ উপস্থিত হলে রাজা বিচার করলেন যে- “এই পুত্র উভয় কুলের পক্ষে সাধারণ ভাবে থাকুক।” তদ্ব্যতীত বালক দু’কুলের উত্তরাধিকারী হওয়ায় “বন্ধুল” নামে পরিচিত হলেন। অতঃপর তিনি অশীতি বৎসর বয়ঃক্রম কালে শাস্তার ধর্ম শুনে প্রব্রজিত হয়ে সাতদিন পরে অষ্টম অবুণোদগমে প্রতিসম্ভিদা সহ অর্হত্ব ফল প্রাপ্ত হন এবং গাথা ভাষণ করেন-

হিমালয়ের নিকটে ছিল গিরি শোভিত^{২৮},
 স-শিষ্য করতাম বাস আশ্রমে সতত।
 মণ্ডপ^{২৯} আর সিঙ্কুবারে^{৩০} হয়ে মুকুলিত,
 কপিথ^{৩১}ও ছিল তথায় পুষ্প সুশোভিত।
 নিগুণ্ডী^{৩২}- বদর^{৩৩} আর অমলকি ফল,
 ফারুশ^{৩৪}- অলাবু^{৩৫}- পুণ্ডরিক^{৩৬} ছিল বিমল।
 আলক^{৩৭}- বেল- জম্বুরী- কদলী,
 মহানাম^{৩৮}- অর্জুন- প্রিয়ঙ্গু^{৩৯} রাশি।
 কোসম্ব- নিম্ব- নিগ্রোধ- কপিথ- সললে^{৪০},

^{২৮}. পর্বতের নাম বিশেষ।

^{২৯}. বৃক্ষের নাম বিশেষ।

^{৩০}. নিমিন্দা বৃক্ষ।

^{৩১}. হাতিগুঁড় গাছ- বন্যফলের গাছ।

^{৩২}. ঔষধে ব্যবহৃত একজাতীয় গুল্ম বা গাছড়া।

^{৩৩}. এক প্রকার মিষ্টফল (যা আকারে এবং স্বাদে বুনো আপেলের ন্যায় এবং সংকোচন বা ধারক গুণবিশিষ্ট ঔষধরূপে ব্যবহৃত হয়)।

^{৩৪}. কোনো একজাতীয় ফুল।

^{৩৫}. লম্বা সাদা লাউ (বাঙ্গালি লাউ বা জাতকদু)।

^{৩৬}. শ্বেতপদ্ম।

^{৩৭}. পুষ্প মঞ্জুরী।

^{৩৮}. ছোট গাছের বা উদ্ভিদের নাম বিশেষ।

^{৩৯}. একজাতীয় উদ্ভিদ বা গুল্ম যদ্বারা ঔষধ প্রস্তুত করা হয়।

এসবে স-শিষ্য আশ্রমে ছিলাম প্রফুল্ল ।
 অনোমদর্শী ভগবান যিনি জগত প্রধান,
 একাকী গমেন যথায় মমাশ্রম স্থান ।
 তৎক্ষণে অনোমদর্শী লোক নায়কের,
 বায়ুরোগ উৎপন্ন হয় তব শরীরে ।
 এভাবে রোগাক্রান্ত দেহে করতে বিচরণ,
 চক্ষুশ্মান মহাযশের হল দর্শন ।
 তদেতু আশ্রমে করতঃ গমন,
 শিষ্যসহ বুদ্ধসকাশে করি আগমন ।
 স-গৌরবে স-শিষ্যে ভৈষজ্য করত চয়ন,
 পানীয়যোগে বুদ্ধকে ভৈষজ্য দানীনি তখন ।
 মহাবীর সর্বজ্ঞ সেই ভৈষজ্য করলে সেবন,
 দূত বায়ুরোগ সুগতের হল উপশম ।
 অতঃপর অনোমদর্শী ভগবান আমায় করতঃ দর্শন,
 উপবেশন পূর্বক এই গাথা করেন ভাষণ ।
 রোগক্ষণে যেই ভৈষজ্য করলে আমায় দান,
 শ্রবণ কর সেই দানের কীর্তি অপ্রমান ।
 শতসহস্র কল্পকাল দেবলোকে হয়ে রমিত,
 বাদ্য-তূর্ষ্য^{৪০} সদা তথায় হবে মোদিত ।
 মনুষ্যলোকে জাত হয়ে থাকবে সদাসুখে,
 সহস্রবার চক্রবর্তীরাজ হবে এ-ভুলোকে ।
 পঞ্চগন্ধকল্প ব্যাপী হবে অনোমো ক্ষত্রিয়,
 চতুরঙ্গে পরিপূর্ণে হবে জম্বুদীপ খ্যাত ।
 সপ্তরত্নে পরিপূর্ণে হবে রাজচক্রবর্তী,
 ত্রয়স্ত্রিংশেও^{৪২} শাসক রূপে পাবে খ্যাতি ।

^{৪০}. একজাতীয় মিষ্ট সুগন্ধযুক্ত গাছ ।

^{৪১}. তূর্ষ্য : এস্থলে 'তূর্ষ্য' অর্থে পঞ্চাঙ্গ তূর্ষ্য, যথা- আতত, বিতত, আতত-বিতত, সুমির ও ঘন (প : সূ) । বাৎসর্য্যায়ন কাম-সূত্রে মতে, তূর্ষ্য চতুরঙ্গ ।

^{৪২}. ত্রয়স্ত্রিংশ দেবলোক : দ্বিতীয় স্বর্গ, ইন্দ্রভবন, দেবরাজ ইন্দ্রশাসিত স্বর্গরাজ্য । এই স্বর্গরাজ্যে ৩৩জন শক্তিশালী দেবতা উপশাসক রূপে আছে, তন্মধ্যে এই স্বর্গরাজ্যকে তাবতিংশ বা ত্রয়োত্রিংশ দেবরাজ্য বলা হয় । এই ৩৩জন উপশাসকের উপর সম্রাট বা রাজাধিরাজরূপে আছে স্বয়ং দেবরাজ ইন্দ্র । এই ৩৩জন উপশাসক দেবতা দেবরাজ ইন্দ্রের প্রধান সভাসদও বটে ।

দেব-মনুষ্যকুলে জাত হলে অনাগতে,
 ব্যাধি বর্জিত জীবনলাভ হবে তোমাতে ।
 এই হতে অসংখ্যকল্প করে সংসরণ,
 ধারায় গৌতম নামক বুদ্ধের হবে আগমন ।
 তার ধর্মের ঔরস পুত্র হবে উত্তরসূরী,
 জ্ঞানে স্থিত হয়ে জয়ী হবে অরি ।
 ক্লেশমল ত্যাগপূর্বক তৃষ্ণা উৎপাটী সমূল,
 শাস্তার শ্রাবকে নাম লভিবে বন্ধুল ।
 তখন সর্বজ্ঞ গৌতম শাক্যমুণি,
 ভিক্ষুসঙ্ঘে বসে আরাধিত পদ দানিবে তিনি ।
 অনোমদর্শী ভগবান লোকাগ্র মুণি,
 তারদৃষ্ট সকল খ্যাতি প্রাপ্ত হলাম আমি ।
 উপাগত মহাবীর সর্বজ্ঞ লোকনায়কে,
 প্রসাদ মনে নমিছি তব শ্রীপদে ।
 সেই সুকর্মে মম সুখবীজ হল বপিত,
 বিনষ্ট হয়নি কভু সেই সুখবীজ যত ।
 মম মঙ্গলার্থে বুদ্ধ দৃষ্ট হইনু আমি,
 তদহেতু অচ্যুতপদ প্রাপ্ত হই আমি ।
 অতঃপর ভিক্ষুমাঝে সর্বজ্ঞ গৌতম শাক্যমুণি,
 মম আরাধিত পদ দালিলেন তিনি ।
 অদ্যাবধি অসংখ্য কল্পকাল হয়নি দুর্গতি,
 প্রসাদ মনে ভৈষজ্য দানের এমনই সুকৃতি ।
 অদ্য আমি ষড়্ভিজ্ঞ ক্লেশ অবসানে,
 সমাপন করেছি কৃত্য শাস্তার শাসনে ।

-[থের অপদান]

অতঃপর একদিন শাস্তা স্বীয় শ্রাবককে “নিরোগী শ্রেষ্ঠ” উপাধি
 প্রদান করেন । এর কিছুদিন পরে স্থবির পরিনির্বাণ সময়ে ভিক্ষু-সঙ্ঘ মাঝে
 নিম্নোক্ত গাথা সমূহ ভাষণ করেন—

২২৫ । যো পুবেষ করণীযানি পচ্ছা সো কাভুমিচ্ছতি,
 সুখা সো ধংসতে ঠানা পচ্ছা চ মনুতপ্পতি ।

২২৬ । যং হি কযিরা তং হি বদে, যং ন কযিরা ন তং বদে,
অকরোস্তং ভাসমানং তং পরিজানন্তি পণ্ডিতা ।

২২৭ । সুসুখং বত নিব্বাণং সম্মাসম্বুদ্ধদেসিতং,
অসোকং বিরজং খেমং যথ দুঃখং নিব্বজ্জীতি ।

বাংলা :

যেবা পূর্বের করণীয় না করে কদাচন,
সেই সুখদ্রষ্ট ব্যক্তি অনুতাপনলে দহে অনুক্ষণ ।
কার্যতঃ করবে যা ভাষিবেও তা,
অকার্যতঃ বাক্য কভু ভাষ না বৃথা ।
কার্যতঃ শূন্য যেবা শুধু কথাই বাহার,
পণ্ডিতজন মুহুর্তে বুঝতে পারে জ্ঞান কত তার ।
বুদ্ধবর্ণিত নির্বাণ^{৪৭} পরম সুখকর,
শোক-তাপহীন সর্বদুঃখ নিব্বুদ্ধকর । (৩ঃ৩)

এই গাথাত্রয় আয়ুস্মান বকুল স্থবির কর্তৃক ভাষিত ।

বিস্তৃতার্থ :- এখানে “যো পুবেব করণীয়ানি পচ্ছা সো
কাতুমিচ্ছতীতি” অর্থে- যে ব্যক্তি জরাদুঃখাদি আক্রমণ করার পূর্বে
প্রমাদবহুল হয়ে কর্তব্য কর্ম সম্পাদন না করে পরে করতে ইচ্ছুক হয় ।
পরে সেই ব্যক্তি জরা-বার্ধক্য অভিভূত হয়ে তা করতে অক্ষম হয় । “সুখা
ধংসতে ঠানা পচ্ছা চ মনুতপ্পতীতি”- সেই স্বর্গসুখ ও নির্বাণ সুখ হতে
দ্রষ্ট হয় এবং অনুতাপনলে মহাদুঃখ ভোগ করে ।^{৪৮}

^{৪৭}. নির্বাণ : নি+বান = অর্থাৎ নি উপসর্গের সাথে বান শব্দের সমাসে নির্বান পদ সিদ্ধ হয়েছে । বান তৃষ্ণারই নামান্তর । তৃষ্ণার অপর সাধারণ সহকারী কারণ সহযোগে জীবগণকে ভব হতে ভবান্তরে বন্ধন করায় বলে বান নামে অভিহিত । অথবা বান অর্থ তীর । লোভ, ঘেঘ, মোহ সংখ্যাত ক্লেশ তীর জনিত দুঃখ নেই বলেও নির্বাণ । যে ধর্ম প্রত্যক্ষ করলে লোকের স্বকীয় তৃষ্ণা বন্ধন বা এয়ীসংখ্যাত তীর নিরবশেষ বিনষ্ট কৃত হয়, তাই নির্বাণ ।

^{৪৮}. (মধ্যম নিকায় এবং নেত্তিপ্ৰকরণ দ্রষ্টব্য)

অতঃপর স্থবির “যা ব্যক্ত করবে তা কার্যে পরিণত করবে” এরূপ প্রকাশার্থে “যত্রিহ কথিরা” দ্বিতীয় গাথা ভাষণ করেন- যা কাজে করবে তা ভাষণ করবে, যা কাজে করবে না তাতে শুধু বাক্য ব্যয় করে কোন ফল হয়না। যে কাজ করবে না অথচ মুখেই আড়ম্বর দেখাই; “তং পরিজানন্তি পণ্ডিতা” তাকে পণ্ডিতগণ বাক্যব্যয়কালেই বুঝতে পারে।

তৃতীয় গাথায় স্থবির বাক্যানুরূপ কার্যতঃব্যক্তির স্বরূপ প্রদর্শনার্থে- “সুসুখং বতা” গাথা ভাষণ করেন। সম্যকসমুদ্র বর্ণিত নির্বাণ একান্তই শোকহীন, পাপরজঃ হীন, নিরাপদ ও পরম সুখকর “কস্মা?” কারণ নির্বাণে সকল প্রকার দুঃখ নিবুদ্ধ হয়। -ইহাই অর্থ।

বকুল স্থবির গাথা বর্ণনা সমাপ্ত

-



৪। ধনিয় স্থবির গাথা বর্ণনা

“সুখঞ্চ জীবিতু ইচ্ছেতি” -এই গাথা সমূহ আয়ুত্মান ধনিয় স্থবির কর্তৃক ভাষিত।
কোথায় এর উৎপত্তি?
গাথা সমূহের উৎপত্তি কথা—

ইনি পূর্ব বুদ্ধগণের আশীর্বাদ গ্রহণ করে শিখী বুদ্ধের সময় কুলগৃহে জন্ম গ্রহণ করেন। একদিন শাস্তার ধর্ম শ্রবণ করে প্রসন্নচিত্তে তাঁকে নলমালায় পূজা করেন। সেই পুণ্যকর্মের প্রভাবে গৌতম বুদ্ধের সময় রাজগৃহে^{৪৫} কুম্ভকারকূলে জন্ম গ্রহণ করে “ধনিয়” নামে পরিচিত হন। বয়ঃপ্রাপ্তে কুম্ভকার শিল্পে জীবন-যাপন করেন। সেই সময় বুদ্ধ ধনিয় কুম্ভকারের শালায় উপবেশন করে পুঙ্খসাতি কুলপুত্রকে “হয় ধাতুবিভঙ্গ” সূত্র^{৪৬} দেশনা^{৪৭} করলে তা শুনে তিনি ধর্মচক্ষু লাভ করেন। অতঃপর ধনিয় তাঁর পরিনির্বাণ সংবাদ শুনে বললেন- “অহো, নির্বাণপ্রদ বুদ্ধ শাসন, ভগবানের সাথে একরাত্রি পরিচয় করে সংসারাবর্ষ দুঃখ হতে মুক্তি লাভ করতে সমর্থ হয়।” তৎপর তিনিও শ্রদ্ধায় প্রব্রজিত হয়ে একটি সুন্দর কুটীর নির্মাণে ব্রতী হলেন। ভগবান এর দোষ প্রদর্শন করে কুটীরটি ভেঙ্গে দেন। তখন স্থবির সাংঘিক বিহারে বাস করে অর্হত্বফলে প্রতিষ্ঠিত হন এবং নিন্মোক্ত গাথা ভাষণ করেন—

^{৪৫}. রাজগৃহ : রাজগৃহ মগধের পূর্ব রাজধানী, ইহার বর্তমান নাম রাজগির। বেভার, পাণ্ডব, বেপুল্ল, গিজ্জাকূট ও ইসিগিলি এই পঞ্চ পর্বত দ্বারা পরিবেষ্টিত ছিল বলে ইহা গিরিব্রজ বা গিরি পরিষ্কেপ নামেও পরিচিত। রাজা বিম্বিসার ও অজাতশত্রু এই রাজধানীতে বাস করতেন। ভগবান বুদ্ধ তথাকার গিজ্জাকূট পর্বতে, গৌতম ন্যাগ্রোধারামে, চোর প্রপাতে, বেভার পর্বত পাশে সপ্তপর্ণীশুহায়, ঋষিগিলি পর্বত পাশে কাল শিলায়, শীতবনে সপর্ণশৌণ্ডিক শুহায় তপোদারামে, বেগুবনে কলন্দ নিবাপে, জীবকের আম্রবনে, মদ্রকুম্ভি মৃগদায়ে, এসব স্থানে অনেক সময় অবস্থান করে ভিক্ষু সঙ্ঘকে বিবিধ প্রকারে ধর্মোপদেশ দিয়েছিলেন এবং জনসাধারণের মধ্যেও ধর্ম প্রচার করেছিলেন।

^{৪৬}. (মঃ নিঃ আদাযো)

^{৪৭}. দেশনা : পালিগ্রন্থে দেশনা শব্দটির বহুল প্রয়োগ পরিলক্ষিত হয়। সূত্রপিটকে- দেশনা অর্থে ধর্মোপদেশ, শাসন-অনুশাসন বাক্য বুঝায়। বিনয় পিটকে- দেশনা অর্থে পাপ খ্যাপন; দুইজন বা ততোধিক ভিক্ষুর মধ্যে পাপের প্রায়শ্চিত্ত সাধন বুঝায়।

সুবর্ণরূপী সম্বুদ্ধকে গহীণ বিপিনে,
দৃষ্ট হল লোকশ্রেষ্ঠের পদ গমনে ।
নলমালা গ্রহণ পূর্বক গিয়ে অতঃপর,
নমিনু সম্বুদ্ধকে যিনি দুঃখ উত্তীর্ণ নর ।
প্রসাদ মনে তাঁরে করতঃ প্রণাম,
দাক্ষিণ্যেয়কে^{৪৮} নলমাল্য করিনু প্রদান ।
সেই হতে একত্রিশ কল্প হয়নি দুর্গতি,
শ্রদ্ধাচিন্তে বুদ্ধপূজার এমনই সুকৃতি ।
এবে আমি তৃষ্ণাহীন ক্লেশ অবসানে,
সমাপন হয়েছে কৃত্য বুদ্ধের শাসনে ।

-[থের অপদান]

একসময় ধূতাপ্পধর ভিক্ষুরা “যারা নিজকে শ্রেষ্ঠ ভেবে সংঘদান-
নিমন্ত্রণাদি গ্রহণ করছে তাঁদেরকে হীন ভেবে নিন্দা করে ছিল ।”
তদ্ব্যক্ত স্ববির সেই ভিক্ষুদেরকে উপদেশ প্রদান প্রসঙ্গে নিম্নোক্ত
গাথাসমূহ ভাষণ করেন-

২২৮ । সুখং চে জীবিতুং ইচ্ছে সামঞ্ঞস্মিং অপেক্খবা,
সজ্জিকং নাতিমঞ্ঞেয়্য চীবরং পান ভোজনং ।

২২৯ । সুখং চে জীবিতুং ইচ্ছে সামঞ্ঞস্মিং অপেক্খবা,
অহি মুসিক সোব্ভংব সেবেথ সযনাসনং ।

২৩০ । সখং চে জীবিতুং ইচ্ছে সামঞ্ঞস্মিং অপেক্খবা,
ইতরীতরেন তুসেসম্য একধস্মঞ্চ ভাবয়েতি ।

বাংলা :

শ্রামণ্যে সুখময় জীবন যদি ইচ্ছে কর,
সজ্জগত চীবর-পানীয়-ভোজনে নিন্দা নাই কর ।
শ্রামণ্যে গৌরবতা করতে রক্ষন,
অনুকরণ কর সবে সর্প জীবন ।

^{৪৮}. দাক্ষিণ্যেয়ঃ অর্থে- পরলোক বিশ্বাস করে প্রদত্ত দানকে দক্ষিণা বলে । সেই দক্ষিণা
গ্রহণের যোগ্য বলে দাক্ষিণ্যেয় ।

মূষিকাদি গর্তে সর্প করতঃ গমন,
 স্বীয় আবাসে পুনঃ উপনীত হন ।
 সর্পকভু মূষিকাদি গর্তে না করে যাপন,
 সেই রূপে শয্যাসন সবে করবে গ্রহণ ।
 শ্রামণ্যে গৌরতা করতে রক্ষন,
 ভাল-মন্দ ত্যজি থাক্ সদাতুষ্ট মন ।
 শ্রামণ্যে গৌরবতা করতে রক্ষন,
 একমাত্র অপ্রমাদকে কর অনুসরণ । (৩ঃ৪)

এই গাথাত্রয় আয়ুত্মান ধন্য স্থবির কর্তৃক ভাষিত ।

বিস্তৃতার্থ ৪:- এখানে “সুখঞ্জে জীবিতুং ইচ্ছে সামঞ্ঞস্মিং
 অপেক্খবাতি” অর্থে- শ্রামণ্য ভাবে অতিশয় গৌরব করে অনশন ত্যাগ
 পূর্বক যদি সুখে বাস করতে ইচ্ছা কর । -ইহাই অর্থ ।

“সজ্জিকং নাতিমঞ্ঞস্য চীবরং পানভোজনন্তি”- সজ্জগত
 চীবর, পানীয় ও ভোজনকে নিন্দা করা, অবজ্ঞা করা উচিত নয় । কারণ
 সজ্জলক বস্ত্র পরিশুদ্ধ হয়, সেই পরিশুদ্ধ পরিভোগে আজীব^{৪০} পরিশুদ্ধিতায়
 শ্রামণ্যসুখ হস্তগত হয় । -ইহাই অর্থ ।

“অহি মুসিক সোব্ভংব সেবেথ সযনাसनং”- সর্প যেমন মূষিক
 প্রভৃতির গর্তে বাস করে যেথায় তথায় চলে যায় অনুরূপ ভাবে ভিক্ষুও
 সংক্ৰেশ পরিত্যাগ করে শয্যাসন পরিভোগ করা উচিত । -ইহাই অর্থ ।

অতঃপর বলা হয়েছে- ভাল-মন্দ বিচার না করে যা পাও তাতে
 সন্তুষ্ট থাক- “ইতরীততেন তুসেস্য” । “একধম্মন্তি”- একমাত্র
 অপ্রমাদকে অনুসরণ করলে লৌকিক লোকোত্তর সমস্ত সুখ হস্তগত হয় ।
 তদহেতু বুদ্ধের উপদেশ এই- “অপ্রমত্ত ধ্যানীর বিপুল সুখ অধিগত
 হয়” ।^{৪০}

ধন্য স্থবির গাথা বর্ণনা সমাপ্ত



^{৪০}. আজীব : অর্থে জীবিকা, জীবনোপায় । সূত্রপিটকের ব্রহ্মজাল সূত্রে বর্ণিত গৃহীজনোচিত
 কোন ব্যবসায় লিপ্ত না হয়ে শুধু শ্রদ্ধাপূর্বক প্রদত্ত দানের উপর নির্ভর চললেই ভিক্ষু
 পরিশুদ্ধাজীব হয় ।

^{৪০}. এই বিষয়ে বিশদ ভাবে জ্ঞাত হতে- মধ্যম নিকায় ও ধর্মপদ গ্রন্থ দ্রষ্টব্য ।

৫। মাতঙ্গ পুত্র স্থবির গাথা বর্ণনা

“অতিসতিস্তি” -এই গাথা সমূহ আয়ুত্মান মাতঙ্গ পুত্র স্থবির কর্তৃক ভাষিত ।

কোথায় এর উৎপত্তি?

গাথা সমূহের উৎপত্তি কথা-

ইনি পদুমুত্তর বুদ্ধের সময়ে হিমবন্ত সমীপে বিশাল সরোবরের (হৃদের) নিম্নভাগে নাগভবনে মহানুভব নাগরাজ হয়ে জন্ম গ্রহণ করেন । একদিন নাগভবন হতে বের হয়ে বিচরণ কালে বুদ্ধকে আকাশ পথে যেতে দেখে প্রসন্নচিত্তে নিজের কণ্ঠমণি দ্বারা পূজা করেন । সেই পুণ্যকর্ম প্রভাবে দেব-মনুষ্যলোকে বিচরণ করে গৌতম বুদ্ধের সময়ে কোশলরাজ্যে মাতঙ্গ কুটুম্বিকের পুত্ররূপে জন্ম গ্রহণ করেন । তাই তার নাম হয়েছিল- “মাতঙ্গ পুত্র” । বয়ঃপ্রাপ্তে তিনি এত আলস্য পরায়ণ হলেন যে- কোন কাজই করতেন না । তাই জ্ঞাতিবর্গ ও অপরাপর লোকেরা তাকে নিন্দা করলে তিনি ভাবলেন যে- “শাক্যপুত্রীয় শ্রমণগণ সুখেই জীবন-যাপন করেন ।” এরূপ সুখময় জীবনের অভিপ্রায়ে তিনি ভিক্ষুদের সাথে পরিচিত হলেন । একদিন ভগবানের ধর্মশ্রবণ করে প্রব্রজ্যা ধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করেন । অতঃপর একজন ঋদ্ধিশালী ভিক্ষু দেখে নিজেও সেই ঋদ্ধিলাভের প্রার্থনা করে বুদ্ধের নিকট কর্মস্থান গ্রহণ করে ষড়্ভিজ্জ হন এবং নিন্দোক্ত গাথা ভাষণ করেন-

সর্বধর্মে সুনিপুন পদুমুত্তর জিন,
বিবেক^{৭১} কামী সমুদ্ধ গমেন অলিন ।
হিমবন্তের নিকটে ছিল মহাহৃদ,
তৎস্থানে পুণ্যযোগে করতাম বসত ।
ভবন হতে নিষ্ক্রমণে দৃষ্ট হল লোকনায়কে,
আলোকিত দেহময় প্রভা ব্যাপনে ।
অশ্বেষনে পায়নি পুষ্প পূজিতে বুদ্ধে,

^{৭১}. বিবেক : পালিগ্রন্থানুসারে বিবেক ত্রিবিধ, যথা- কায় বিবেক, চিত্ত বিবেক, উপধি বিবেক । কায়বিবেক- জনসম্মুখ হতে একাকী দূরে বাস করা । চিত্তবিবেক- অষ্টসমাপত্তি লাভ করে তৃষ্ণাকে বিনোদন করা । উপধি বিবেক- নির্বাণপদ লাভ করে সংস্কার পুঞ্জের উচ্ছেদ করা ।

তদ্বৈতু প্রসাদ চিত্তে নমিনু তাঁর শ্রীপদে ।
 অতঃপর মম শিরমণি করতঃ গ্রহণ,
 পূজে ছিলাম শাস্ত্রকে হয়ে ইষ্ট মন ।
 লোকবিদু পদুমুত্তর আহুতি করতঃ গ্রহণ,
 অলিনে স্থিত হয়ে গাথা ভাষিলেন তখন ।
 এই মহাদানের ফলে লভিবে বিপুল সুখ,
 মণিপূজায় যশ-কীর্তি থাকবে ভরপুর ।
 এরূপে ভগবান দানফল করলে ভাষণ,
 বুদ্ধশ্রেষ্ঠে প্রণাম করি হয়ে প্রীতমন ।
 সেই পুণ্যে ষাটকল্প লভি ইন্দ্রত্ব আসন,
 অগণিতবার চক্রবর্তী হয়ে ভুলোক করি শাসন ।
 পূর্বকর্ম স্মরি আমি দেবলোকে সতত,
 মণির ন্যায় দেহপ্রভা হত বিকশিত ।
 ছিয়াশীসহস্র রমণীতে থাকতাম পরিবৃত,
 মণি-মুক্তা-কুণ্ডলায় তারা ছিল বিচিত্র ।
 ঘন-ভোমাক্ষী হরিদ্রাময় সুগঠন তনু মধ্যমা,
 পরিবার সম্পদও হল লাভ মণিদানের প্রভায় ।
 সুবর্ণময়- মণিময়- লোহিতময় তথায়,
 ইচ্ছানুরূপ হত ভাণ্ড সুকর্মের প্রভায় ।
 কূটাগার রম্যগৃহ হত আসবাব মহামূল্যবান,
 ইচ্ছানুরূপ সদাই আমি প্রাপ্ত হতাম ।
 যদ্বারা মম সুখ সুলভ হল তবকথা করহ শ্রবণ,
 তিনিই মানবের পুণ্যক্ষেত্র সর্বপ্রাণীর ঔষধুপকরণ ।
 মম সু-কর্মে লোকনায়কে করি দর্শন,
 পতনশূন্য হয়ে আজি প্রাপ্ত হই অচ্যুতাসন ।
 যেই যেই যোনিতে জাত হই দেব তথা মনুষ্যে,
 দিনের ন্যায় রাত্রিও উদ্ভাসিত হত দেহালোতে ।
 মণিপূজায় ভোগসম্পদ করতঃ পরিভোগ,
 মিথ্যা আজি দূরীভূত পেয়ে জ্ঞানলোক ।
 সেই হতে শতসহস্র কল্প হয়নি দুর্গতি,
 শ্রদ্ধাচিত্তে মণিপূজার এমনই সুকৃতি ।

অদ্য আমি ষড়্ভিঞ্জ ক্লেশ অবসানে,
সমাপন করেছি কৃত্য বুদ্ধের শাসনে ।

-[থের অপদান]

অতঃপর স্থবির আলস্যের দোষ ও বীর্যানুষ্ঠানের গুণকীর্তন করে
নিম্নোক্ত গাথা সমূহ ভাষণ করেন-

২৩১ । অতিসীতং অতিউৎহং অতিসায়মিদং অহু,
ইতি বিস্‌সট্ঠ কম্মন্তে খণা অচ্ছেত্তি মানবে ।

২৩২ । যো চ সীতঞ্চ উৎহঞ্চ তিণা ভিয্যো ন মঞ্‌ঞতি,
করং পুরিসকিচ্চানি সো সুখা ন বিহাযতি ।

২৩৩ । দব্বং কুসং পোটকিলং উসীরং মুঞ্জ বব্বজং,
উরসা পনুদহিস্সামি বিবেক মনুব্বহযন্তি ।

বাংলা :

অতি উষ্ণ- অতি শীত ভেবে যেই জন,
আলস্যে মজিয়ে কাল করে ক্ষেপন ।
কর্তব্য ত্যজিয়ে সেই সত্ত্বগণ,
অতিক্রম করে সদা শুভ-সুক্ষণ ।
শীত-উষ্ণ যেবা তৃণ জ্ঞানে জানে,
সদারত থাকে যেবা কর্তব্য সম্পাদনে ।
সুখ বর্জিত সেই হয়না কদাচন,
অচিরে প্রাপ্ত হয় সুখময় জীবন ।
দুর্বা-কুশ-সকণ্টক বৃক্ষ- উশীর,
মুঞ্জ- বব্বজ তৃণ এই প্রভৃতির ।
বৃক্ষদ্বারা অপনীত করলেও সতত,
সেই দুঃখে আমি সদা থাকব অকম্পিত ।
অনুরূপে পায়েও করলে অপনীত,
কায়-চিন্তা বিবেক সুখে থাকব রমিত । (৩ঃ৫)

এই গাথাত্রয় আয়ুত্মান মাতঙ্গ পুত্র স্থবির কর্তৃক ভাষিত ।

বিস্তৃতার্থ : এখানে “অতিসীতস্তি” অর্থে- হিমপাত বর্ষণাদি দ্রবুণ অতি শীত “অতিউষ্ণাস্তি”- অতি গরম বা উষ্ণ -এরূপে কর্তব্যহীন আলস্য ব্যক্তির উক্তি করে। “অতিসায়স্তি”- দিনের শেষভাগ এবং দিনের প্রারম্ভভাগ অর্থাৎ প্রাতঃসন্ধ্যা আলস্যে সময় ক্ষেপন করে থাকে। “ইতীতি”- ইহা প্রকরণ।

“হে ভিক্ষুগণ, ইহা ভিক্ষুদের একান্ত পরিত্যাজ্য কর্ম।”^{৭২} - “বিস্ফটকম্মন্তেতি”। “ঋণাতি”- বুদ্ধ উৎপত্তি কাল ও ব্রহ্মচারিদের উপদেশ অর্থাৎ সুক্ষন। “অচ্ছেন্তীতি”- অতিক্রম করতেছে “মানবেতি”- সত্ত্বগণ, মানবগণ “তিনা ভিয়ো ন মঞ্জেতীতি”- যে ব্যক্তি শীত-উষ্ণকে তৃণের চেয়ে অধিক মনে না করে যা কর্তব্য কর্ম তা; “করন্তি”- সম্পাদন করে থাকে, “পুরিসকিচ্চানীতি”- বীরপুরুষের পক্ষে যা আত্ম-পরহিত কর্তব্য। “সুখাতি”- সেই নির্বাণসুখ হতে বঞ্চিত হয় না- ইহাই অভিপ্রায়।

[তৃতীয় গাথার ব্যাখ্যা জ্ঞাত হতে একক নিপাতের ২৭নং কাহিনী দ্রষ্টব্য]

মাতঙ্গপুত্র স্ববির গাথা বর্ণনা সমাপ্ত



^{৭২}. অঙ্গুত্তর নিকায় এবং দীর্ঘ নিকায়ে- অলস্যবত্থু সংগ্রহ।

৬। খুদ্ধ শোভিত স্থবির গাথা বর্ণনা

“যে চিত্তকথী বহুসুতাতি” -এই গাথা সমূহ আয়ুজ্ঞান খুদ্ধ শোভিত স্থবির কর্তৃক ভাষিত।

কোথায় এর উৎপত্তি?

গাথা সমূহের উৎপত্তি কথা-

ইনি পদুমুত্তর বুদ্ধের সময় কুলগৃহে জন্ম গ্রহণ করেন। একদিন বুদ্ধকে বহু ভিক্ষুসঙ্ঘ পরিবৃত হয়ে গমন করতে দেখে প্রসন্নচিত্তে দশটি গাথা আবৃত্তি দ্বারা স্তুতি করেন। সেই পুণ্যের প্রভাবে দেব-মনুষ্যকুল সংসরন করে গৌতম বুদ্ধের সময়ে পাটলিপুত্র^{৭০} নগরে ব্রাহ্মণকূলে জন্ম গ্রহণ করে “শোভিত তিস্য” নামে পরিচিত হন। সামান্য কুণ্ড বিধায় “খুদ্ধশোভিত” নামেও পরিচিত হন। বয়ঃপ্রাপ্তে আনন্দ স্থবিরের নিকট প্রব্রজিত হয়ে ষড়্ভাজ্ঞ লাভ করেন এবং নিন্মোক্ত গাথা ভাষণ করেন-

দেবদেব^{৭১} নরাসভ^{৭২} ককুদে^{৭৩} শোভিত,
অনুকরণ্য-প্রতিপাল্য তাঁর উপদেশ সতত।

তাদৃশ বুদ্ধ দর্শনে কে না-হন প্রীত?

উদ্ধারক মানবের তমাচ্ছন্ন করে দূরীভূত,
জ্ঞানালোতে আলোকিত করেন সতত।

তাদৃশ বুদ্ধ দর্শনে কে না-হন প্রীত?

শতসহস্র শ্রাবককে^{৭৪} করেন শাসিত,

^{৭০}. পাটলিপুত্র : মগধ সাম্রাজ্যের শেষ রাজধানী, ইহা প্রায়শ কুসুমপুর ও পুষ্পপুর নামে খ্যাত ছিল। ভগবান বুদ্ধের পরিনির্বাণের আটশ বৎসর পর রাজা উদায়িভদ্র কর্তৃক ইহা রাজধানীরূপে নির্মিত হয়। ইহা বিহার গভর্নমেন্টের প্রধান কেন্দ্র, বর্তমান পাটনার সমীপে। [সুমঙ্গল বিলাসিনী]

^{৭১}. দেবগণের পূজ্য দেবতা।

^{৭২}. ‘মানুষের মধ্যে বৃষভ সদৃশ’, নরপ্রধান অর্থাৎ বুদ্ধ।

^{৭৩}. ককুদ অর্থে- বৃষভের স্কন্ধের ঝুঁটি বিশেষ, আচার্য বুদ্ধঘোষ ইহা শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশার্থে প্রয়োগ করেছেন।

^{৭৪}. শ্রাবক ত্রিবিধ যথা- অগ্রশ্রাবক, মহাশ্রাবক ও প্রকৃতি শ্রাবক। তৎমধ্যে সারীপুত্র ও মোঙ্গল্লান এই দুইজন অগ্রশ্রাবক এবং অঞ্ঞাতকোণ্ডঞ্ঞা, বপ্পো, অদ্দিযো, মহানামো, অস্সজি, নালকো প্রভৃতি আশীজন মহাশ্রাবক।

উদ্ধারক পতিত সত্ত্বের তিনি সতত ।

তাদৃশ বুদ্ধ দর্শনে কে না-হন প্রীত?

আঘাতপূর্বক ধর্মভেরি তির্থিয়দল করেন দলিত,
সিংহনাদে সভামাঝে ধর্মকথা ভাষণে সতত ।

তাদৃশ বুদ্ধ দর্শনে কে না-হন প্রীত?

ব্রহ্মলোক হতে ব্রহ্মগণ এসে অগণিত,

জিজ্ঞেস করে সু-নিপুন প্রশ্ন সতত ।

তাদৃশ বুদ্ধ দর্শনে কে না-হন প্রীত?

যশাঞ্জলিতে দেবতা কর্তৃক হন যাচিত,
তদ্ব্যপেক্ষে দেবগণ পুণ্যকর্ম হন অবগত ।

তাদৃশ বুদ্ধ দর্শনে কে না-হন প্রীত?

চক্ষুশ্রবণ জনসঙ্ঘে হয়ে সমাবেত,

অনুমোদন করেন তিনি হলেই প্রার্থিত ।

তাদৃশ বুদ্ধ দর্শনে কে না-হন প্রীত?

নগরে প্রবেশক্ষেপে শতভেরিনাদ হয় ধ্বনিত,
গর্জনে গজ-নাদ হয় ঘোষিত ।

তাদৃশ বুদ্ধ দর্শনে কে না-হন প্রীত?

গমনে গমনবীথি স-আভায় করেন আলোকিত,

উর্ধ্বেও ব্যাপে আলো গগণ সমুন্নত ।

তাদৃশ বুদ্ধ দর্শনে কে না-হন প্রীত?

বচনকালে চক্রবালে হয় ঘোষিত,

সকল সত্ত্বেরও তা হয় বিদিত ।

তাদৃশ বুদ্ধ দর্শনে কে না-হন প্রীত?

সেই হতে শতসহস্র কল্প হয়নি দুর্গতি,

প্রসাদ মনে বুদ্ধ কীর্তনের এমনই সুকৃতি ।

অদ্য আমি ষড়্ভাজ্ঞ ক্রেশ অবসানে,

সমাপন হয়েছে কৃত্য বুদ্ধের শাসনে ।

-[থের অপদান]

অতঃপর সপ্তপর্ণি গুহায় প্রথম মহাসঙ্গীতি কালে যখন ভিক্ষুগণ
সম্মিলিত হলেন তখন সংঘ তাঁকে আদেশ করলেন যে- “যাও, আয়ুশ্মান

আনন্দকে ডেকে আন।” তিনি তখনই ভূমিতে নিমগ্ন হয়ে আনন্দ স্থবিরের সম্মুখে উঠে সজ্জের সংবাদ জ্ঞাপন করলেন। পুনঃ আনন্দ স্থবিরের পূর্বেই আকাশ পথে এসে সগুপর্ণি গুহা দ্বারে উপনীত হলেন। সেই সময় দেবসজ্জ মারকে নিবৃত্ত করার অভিপ্রায়ে একজন দেবপুত্রকে প্রেরণ করেন। সেই দেবপুত্রও সগুপর্ণি গুহা দ্বারে দাঁড়িয়ে ছিলেন। তদ্ব্যতীত খুজ্জশোভিত স্থবির নিজের আগমন উপলক্ষে তাকে প্রথম গাথা ভাষণ করেন—

২৩৪। যে চিত্তকথী বহুসুতা সমণা পাটলিপুত্তবাসিনো,
তেসংগতরো যমায়ুবা দ্বারে তিট্ঠতি খুজ্জ সোভিতো।

বাংলা :

পাটলিপুত্র নিবাসী বিচিত্রকথী,
শ্রমণগণের অন্যতম তিনি বহুশ্রুতি।
সগুপর্ণি গুহা দ্বারে খুজ্জ শোভিত,
সজ্জ সভায় প্রবেশার্থে আছেন স্থিত।

বিস্তৃতার্থ : এখানে “চিত্তকথী” অর্থে- বিচিত্র ধর্মকথিক, যিনি সু-বিস্তারে সু-স্পষ্ট ভাবে দুর্বোধার্থে সংশয় দূরীভূত করে ধর্মজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত করাতে সক্ষম। ইচ্ছানুরূপে নানা উপমায় ধর্ম ভাষণ করেন -ইহাই অর্থ।

“বহুসুতাতি”- যিনি পরিযুক্তি-পটিবেধ ধর্মে ও নানা শাস্ত্রে অভিজ্ঞ। সকল পাপকে সমণ (হত, নির্মূল) করার্থে- “সমণা”। “পাটলিপুত্তবাসিনো তেসংগতরোতি”- পাটলিপুত্র নগরের নিবাসী তাঁদের অন্যতর এই “আয়ুবা”- আয়ুজ্ঞান (আয়ুসম্পন্ন); “দ্বারে তিট্ঠতীতি”- সগুপর্ণি গুহা দ্বারে সজ্জ সভায় প্রবেশার্থ অবস্থান করছেন-ইহাই অর্থ।

সেই দেবপুত্র উক্ত গাথা শুনে স্থবিরের আগমন সম্বন্ধে সজ্জকে নিবদেন করার জন্য দ্বিতীয় গাথা ভাষণ করেন—

২৩৫। যে চিত্তকথী বহুসুতা সমণা পাটলিপুত্তবাসিনো,
তেসংগতরো যমায়ুবা দ্বারে তিট্ঠতি মালুতেরিতো।

বাংলা :

পাটলিপুত্র নিবাসী বিচিত্রকথী,
শ্রমণগণের অন্যতম তিনি বহুশ্রুতি ।
ঋদ্ধিচিহ্ন উৎপাদনে খুজ্জ শোভিত,
বায়ুবেগে গমনপূর্বক গুহাদ্বারে আছেন স্থিত ।

বিস্তৃতার্থ :- এখানে “মালুতেরিতোতি” অর্থে- ঋদ্ধিচিহ্ন উৎপাদন করে বায়ুবেগে আগমন করেছেন ।- ইহই অর্থ ।

দেবপুত্র সঙ্ঘকে নিবেদন করলে, সঙ্ঘ স্থবিরেকে আসার জন্য অনুমতি প্রদান করেন, অতঃপর স্থবির সঙ্ঘের নিকট গমন করে তৃতীয় গাথা ভাষণ করেন-

২৩৬ । যে চিন্তকথী বহুসসুতা সমণা পাটলিপুত্রবাসিনো,
ব্রহ্মচরিয়ানুচিন্লেণ এবাযং সুখ মেধতী’তি ।

বাংলা :

ক্লেশ মারাদি^{৫৮} করতঃ পরাজিত,
শ্রেষ্ঠ ব্রহ্মচর্য্যার সাথে হল সুপরিচিত ।

^{৫৮}. মার : মার পঞ্চবিধ : ১) ক্লেশমার, ২) অভিসংস্কার মার, ৩) বশবর্তী স্বর্গবাসী মার, ৪) স্কন্ধমার ও ৫) মৃত্যুমার । শ্রীমৎ জ্যোতিপাল ভিক্ষু প্রণীত ‘উদানে’- কাম, অরতি, তন্দ্রালস্য, তৃষ্ণা, সন্দেহ, ক্ষুধা-পিপাসা, পরগুণ মর্দনাভিলাস ও মিথ্যালব্ধ যশাদির উল্লেখ আছে । Light of Asia মতে- অরতি, তৃষ্ণা, রাগ, ভয়, অজ্ঞতা, কাম, আত্মবাদ, বিচিকিৎসা, শীলব্রতপরমাস, রূপরাগ, অরূপরাগ ও উদ্ধচ বুঝায় । জিজ্ঞাস্য যে- ভগবান বোধিমূলে যে মারকে জয় করেছিলেন সেই মাররাজ কি বশবর্তী দেবলোকবাসী মার? ভগবানের সঙ্গে মারের যে যুদ্ধ হয়েছিল তা কি বাস্তবিকই বহিজগতে চক্ষুয় সমক্ষে ঘটেছিল না ভগবানের অন্তরলোকে ঘটেছিল তা সুধীগণ বিচার করবেন । পরিনির্বাণ সূত্রে উল্লেখ্য আছে- ভগবান বৈশালীর মহাবনে কূটাগারশালায় অবস্থান কালে স্থবির আনন্দকে বলেছিলেন- “হে আনন্দ তথাগত ইচ্ছা করলে এক কল্প বা কল্প হতে কম বা বেশী দিন থাকতে পারেন ।” দুরন্ত মার আনন্দকে ভীষণ আকার প্রদর্শন করাতে তাঁর চিন্ত মার অধিকার করেছিল । সেই জন্য আনন্দ ভগবানকে “ভগবান আপনি এক কল্প লোক হিতার্থে অবস্থান করুন” বলতে ডুলে গেলেন । আনন্দ ভগবানের নিকট হতে চলে গেলে, মার এসে ভগবানকে বললেন- হে সুগত, আপনি পরিনির্বাণ লাভ করুন । আপনার শিষ্যগণ এখন সর্বশাস্ত্রে সর্ববিষয়ে অভিজ্ঞতা লাভ করেছেন । ভগবান বললেন- হে পাপমতি মার, তুমি এখন নিশ্চেষ্ট হও । অচিরেই তথাগত পরিনির্বাণ লাভ করবেন । সেই দিন হতে তিনমাস পরে তথাগত পরিনির্বাণ লাভ করেছিলেন । (প ৪ সু)

ক্ষীণাস্রব স্থবির খুজ্জ শোভিত,
নির্বাণ সুখ এবে করেছে অধিগত । (৩ঃ৬)

বিস্তৃতার্থ : এখানে “সুযুদ্ধেনাতি” অর্থে- পূর্বভাগে ক্লেশমারের সাথে যোদ্ধা, “সুযিটেঠনাতি”- সময় সময় কল্যাণমিত্রের সাথে ধর্মযজ্ঞানুষ্ঠানকারী বা ধর্মদাতা, “সঙ্গামবিজয়েন চাতি”- সকল ক্লেশমারকে সমূলে হনন করে সংগ্রাম বিজয়ী, “ব্রহ্মচরিয়ানুচিন্ণেনাতি”- শ্রেষ্ঠ ব্রহ্মচর্য্যার সাথে সুপরিচিত, “এবাযং সুখমেধতীতি”- এই খুজ্জ শোভিত নির্বাণ সুখ প্রাপ্ত হয়েছেন । -ইহাই অর্থ ।

খুজ্জ শোভিত স্থবির গাথা বর্ণনা সমাপ্ত



৭। বারণ স্থবির গাথা বর্ণনা

“যোধ কোটি মনুস্বেসসূতি” -এই গাথা সমূহ আয়ুত্মান বারণ
স্থবির কর্তৃক ভাষিত।
কোথায় এর উৎপত্তি?
গাথা সমূহের উৎপত্তি কথা-

ইনি পূর্ব বুদ্ধগণের আশীর্বাদগ্রহণ করে ৯১ (একানব্বই) কল্প পূর্বে তিস্য বুদ্ধের^{৭৯} অবতীর্ণ হওয়ার আগেই সুমেধ ব্রাহ্মণকূলে জন্ম গ্রহণ করে ব্রাহ্মণবিদ্যায় পারদর্শিতা লাভ করেন। অতঃপর ঋষি প্রব্রজ্যা গ্রহণ করে ৫৪ (চুয়ান্ন) হাজার ছাত্রকে মন্ত্রশিক্ষা দান করতেন। সেই সময়ে তিস্য বোধিসত্ত্ব ভূষিত স্বর্গ হতে চ্যুত হয়ে মাতৃগর্ভে জন্ম গ্রহণ করেন। তখন মহাভূমিকম্প হলে জনসঙ্ঘ তা দেখে ভীত ও উদ্ভিগ্ন হয়েছিল। তারা ঋষির নিকট উপস্থিত হয়ে পৃথিবী কম্পনের কারণ জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন- “মহাবোধিসত্ত্ব মাতৃগর্ভে প্রতিসঙ্কি গ্রহণ করেছেন, তাই ভূমিকম্প হয়েছে”। তজ্জন্য আপনারা ভয় করবেন না, ভয়ের কোন কারণ বিদ্যমান নেই। জগতে বুদ্ধ উৎপন্ন হবেন শুনে প্রীতি অনুভব করতে লাগলেন। সেই পুণ্যকর্ম প্রভাবে তিনি দেব-মনুষ্যকুল পরিভ্রমণ করে গৌতম বুদ্ধের সময় কোশলরাজ্যে ব্রাহ্মণকূলে জন্ম গ্রহণ করেন। বয়ঃপ্রাপ্তে অপরাপর স্থবিরগণের নিকটে ধর্ম শ্রবণ করে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন। একদিন বুদ্ধ সেবার্থে গমন কালে রাস্তায় অহি-নকুল (সাপে-নেউলে) ঝগড়া করে পঞ্চত্ত্ব (মৃত্যু) হতে দেখে ভাবলেন- “অহো, সত্ত্বগণ পরস্পর বিরোধ করে মৃত্যুর মুখে পতিত হয়।” এরূপে অতিশয় সংবিগ্ন

^{৭৯}. তিস্য বুদ্ধ : এই হতে বিরানব্বনই কল্প পূর্বে দ্বিপদোত্তম তিস্য বুদ্ধ উৎপন্ন হন। ভগবান তিস্যের তিনটি শ্রাবক সম্মেলন হয়েছিল। প্রথম সম্মেলনে শতকোটি ভিক্ষু, দ্বিতীয় সম্মেলনে নব্বই কোটি ও তৃতীয় সম্মেলনে আশীকোটি ভিক্ষু উপস্থিত ছিলেন। তখন আমাদের গৌতম বোধিসত্ত্ব বিপুল ঐশ্বর্যশালী ও মহান কীর্তিমান সূজাত নামক ক্ষত্রিয় হয়ে ঋষি প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন। তিস্যের জন্মস্থান ছিল ক্ষেম নগর, পিতা জনসঙ্ঘ নামক ক্ষত্রিয়, পদুম্য নাম্নী মাতা, ব্রহ্মদেব ও উদয় নামক দুই অগ্রশ্রাবক, সম্ভব নামক উপস্থাপক এবং স্পৃশ্যা ও সুদত্তা নাম্নী তাঁর দুইজন অগ্রশ্রাবক ছিলেন। অশন বৃক্ষ তাঁর বোধিতরু ছিল। দেহের উচ্চতা ষাটহস্ত এবং পরমায়ু ছিল লক্ষ বৎসর। (জাতক নিদান)

হৃদয়ে বুদ্ধের নিকটে উপস্থিত হলেন। অতঃপর ভগবান তাঁর চিন্তের অবস্থা জ্ঞাত হয়ে তদনুরূপ উপদেশ প্রদানে তিনটি গাথা ভাষণ করেন—

২৩৭। যো'ধ কোচি মনুস্‌সসু পরপাণানি হিংসতি,
অসম্মা লোকা পরম্‌হা চ উভয়া ধংসতে নরো।

২৩৮। যো'ধ মেত্তেন চিন্তেন সৰ্ব্ব পাণানুকম্পতি,
বহুং সো পসবতি পুণ্ণেত্তেন তাদিসকো নরো।

২৩৯। সুভাসিতস্‌স সিকেখথ সমণুপাসানস্‌স চ,
একাসনস্‌স চ রহো চিন্তবৃপসমস্‌স চা'তি।

বাংলা :

এজগতে ক্ষত্রিয়-ব্রাহ্মণ-বৈশ্য-শূদ্র-গৃহী-প্রব্রজিত,
যেই কেউ প্রাণীদিগকে করলে নিহত।
সেইজন ইহলোক-পরলোক উভয় লোকে,
মনতাপে জ্বলে সদা মহাদুঃখ ভোগে।
যে ব্যক্তি মৈত্রীচিন্তে প্রাণীদিগের সতত,
ঔরস জাত পুত্রের ন্যায় সদা করেন রক্ষিত।
তদ্ব্যতীত সে ব্যক্তি পুণ্যধন করে উপার্জন,
মহানন্দে থাকেন তিনি সদাই ইষ্ট হন।
অল্লেক্ষুকতাদি ও ত্রিপিটক শাস্ত্র করতঃ শ্রবণ,
ধারণে-পরিচয়ে-জিজ্ঞাসে তা করবে শিক্ষণ।
সময়ে শ্রদ্ধাচিন্তে শ্রমণগণের করবে সেবা,
ধূতাজ্বতাদি সাধ্যায়ন করবে সদা।
একাসনে, নির্জনে চিন্ত করতে উপশম,
আসন-উপবেশন শিক্ষানীতি করবে গ্রহণ। (৩৪৭)

বিস্তৃতার্থ : এখানে “যোধ কোচি মনুস্‌সসূতি” অর্থে- এজগতে মনুষ্যদের মধ্যে ক্ষত্রিয়-ব্রাহ্মণ-বৈশ্য-শূদ্র-গৃহস্থ-প্রব্রজিত যেকোন ব্যক্তি - দ্রষ্টব্য। “পরপাণানি হিংসতীতি”- অন্য প্রাণীদিগকে হত্যা করে, বধ করে, “অস্মা লোকতি”- ইহলোকে, এইজন্মে; “পরম্‌হাতি”- পরলোকে,

“উভয়া ধংসতেতি”- উভয় লোকের সুখভোগ হতে বঞ্চিত হয়,
“নরোতি”- সেই সত্ত্বগণ । -ইহাই অর্থ ।

অতঃপর অন্যপ্রাণীদিগকে পীড়নের দোষ দর্শন পূর্বক প্রাণীদিগের প্রতি মৈত্রী দয়াগুণ প্রদর্শনার্থে দ্বিতীয় গাথা ভাষণ করেন- “মেন্তেন চিন্তেনাতি”- যে ব্যক্তি অগাধ মৈত্রীচিন্তা সম্পন্ন হয়ে “সব্বপাণোনুকম্পতীতি”- সমস্ত প্রাণীদিগকে স্বীয় ঔরসজাত পুত্রের ন্যায় দয়া প্রদর্শন করে, “বহুঞ্জিহ সো পসবতি পুঞ্জং তাদিসকো নরোতি”- সেই ব্যক্তি এই কারণে বহু পুণ্য উপার্জন করে- ইহাই অর্থ ।

তৎপর শিক্ষাগ্রহণ পূর্বক সমথ-বিদর্শন ভাবনায় আত্মনিয়োগ প্রসঙ্গে “সুভাসিতস্সাতি”- তৃতীয় গাথা ভাষণ করেন । “সুভাসিতাস্ সিক্খথাতি”- অল্লেখ্যকতাদি ও সুভাষিত ত্রিপিটক শাস্ত্র শ্রবণ-ধারণ-পরিচয়-জিজ্ঞাসা করে শিক্ষা করা কর্তব্য । “সমণুপাসনস্ চাতি”- সময়ে শ্রমণদিগের^{৩০} নিকটে সেবার্থ উপস্থিত হবে ও ধূতাক্রবতাদি শিক্ষা করতে হবে । “একাসনস্ চ রহো চিন্তবুপসমস্ চাতি”- একাসনে, নির্জনে কায়বিবেক লাভের জন্য, চিন্তা উপশমের জন্য আসন-উপবেশন নীতি শিক্ষা করা কর্তব্য । কর্মস্থান ভাবনায় আত্ম নিয়োগ করে সমস্ত পাপরাশি সমুচ্ছেদ করার শিক্ষা করা কর্তব্য । এরূপে অধিশীলাদি শিক্ষা করা হেতু ক্লেশমল দূরিভূত হয়ে, মার্গফল অধিগত করে চিন্তা উপশম হয়- ইহাই অর্থ ।

অতঃপর স্থবির গাথা শ্রবণপূর্বক বিদর্শন বৃদ্ধি করে অর্হত্বফল লাভ করলেন এবং নিম্নোক্ত গাথা ভাষণ করেন-

হিমবন্তে প্রবেশপূর্বক মস্ত্রশক্তি করতঃ ধারণ,
চুয়ান্ন সহস্র শিষ্যের সেবা করেছে গ্রহণ ।
ছয়-অঙ্গ বেদশাস্ত্রে হয়ে সু-জ্ঞাত,
স-শিষ্যে হিমবন্তে ছিলাম সতত ।
ভূষিত চ্যুত হয়ে দেবপুত্র মহাযশস্বী,
সম্প্রজ্ঞানে মাতৃগর্ভে নিলেন প্রতিসন্ধি ।
সম্বুদ্ধের জাতক্ষণে কাঁপে দশসহস্র চক্রবাল^{৩১},

^{৩০}. শ্রমণ : অর্থে- পাপকে সমণ (হত) করে অর্থে শ্রমণ, আর্যমার্গে প্রতিপ্রদত্ত ব্যক্তি । অর্থাৎ যাঁর পাপসমূহ শমিত হয়েছে তিনিই শ্রমণ ।

^{৩১}. চক্রবাল : বৌদ্ধমতে এক একটি সৌরজগতের স্থানীয় । মধ্যভাগে মেরু, তার চতুর্দিকে একে একে সাতটি পর্বতরাজি, তারপর উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব ও পশ্চিম এই চারিদিকে চারি

অন্ধজনে পায় চক্ষু সেই সময় কাল ।
 সমভাবে প্রকম্পিত হলে এই ধরাতল,
 জনসঙ্ঘ উৎকট নাদে করে কোলাহল ।
 তদহেতু সকাশে মম জনসঙ্ঘ আগত,
 জিজ্ঞাসে ভূকম্পন কেন কি অনাগত?
 তাদের বলিনু ভয়-ভীতির নেই প্রয়োজন,
 এই ভূকম্পনে আছে মহা সুখের লক্ষণ ।
 অষ্ট কারণে^{৬২} হয় ধরা যে কম্পিত,
 এ নিমিত্তে দৃষ্ট হবে বিপুল আলোকিত ।
 সংশয়হীন বুদ্ধশ্রেষ্ঠ চক্ষুত্মানের হবে যে উদয়,
 সম্প্রজ্ঞানে বলি পঞ্চশীল^{৬৩} সমুদয় ।
 বুদ্ধ উৎপত্তি, পঞ্চশীলাদি অতিশয় দুর্লভ,
 প্রীতসরে এই বার্তায় নিরুদ্বেগ ভব ।
 সেই হতে বিরানব্বই কল্প হয়নি দুর্গতি,
 শ্রদ্ধাচিহ্নে বুদ্ধের স্মরণ এমনই সুকৃতি ।
 অদ্য আমি তৃষ্ণাহীন ক্লেশ অবসানে,
 সমাপন হয়েছে কৃত্য বুদ্ধের শাসনে ।

-[থের অপদান]

বারণ স্থবির গাথা বর্ণনা সমাপ্ত



মহাদেশ । এই সমস্তকে বেষ্টন করে চক্রবাল পর্বত । বিশ্বে এইরূপ অসংখ্যা চক্রবাল আছে ।
 চক্রবাল গুলি জলাবৃত বলে কল্পিত ।

^{৬২}. অষ্ট কারণ : মহাপরিনির্বাণ সূত্র ও এর অর্থকথায় ভূমিকম্পের অষ্ট কারণ বর্ণিত হয়েছে ।
 যথা- ১) বায়ু ধাতু প্রকোপনে, ২) ঋদ্ধিমানের ঋদ্ধিবলে, ৩) বোধিসত্ত্বের মাতৃগর্ভে প্রতিসন্ধি
 গ্রহণ কালে, ৪) প্রসূত হবার সময়, ৫) বুদ্ধত্ব লাভের সময়, ৬) ধর্মচক্র প্রবর্তনের সময়, ৭)
 আয়ু নির্ধারণের সময় ও ৮) মহাপরিনির্বাণের সময় । এই অষ্ট কারণে ধরা কম্পিত হয় ।

^{৬৩}. পঞ্চশীল : ১) প্রাণীহত্যা, ২) অদত্তবস্তু গ্রহণ, ৩) ব্যভিচার বা পরদ্বার গমন, ৪) মিথ্যা
 ভাষণ ও ৫) নেশা জাতীয় দ্রব্য সেবন । এই পঞ্চবিধ কার্য থেকে বিরত থাকা এবং অন্যকেও
 বিরত রাখা । যা মানুষ মাত্রই নিয়ত পতিপালন করা একান্ত উচিত ।

৮। বসিসক (পশি্যক) স্থবির গাথা বর্ণনা

“একোপি সন্ধো মেধাবীতি” -এই গাথা সমূহ আয়ুত্মান বসিসক স্থবির কর্তৃক ভাষিত।

কোথায় এর উৎপত্তি?

গাথা সমূহের উৎপত্তি কথা—

ইনি পূর্ব বুদ্ধগণের আশীর্বাদগ্রহণ করে অর্থদর্শী বুদ্ধের^{৪৪} সময় কুলগৃহে জন্ম গ্রহণ করেন। একদিন বুদ্ধকে প্রসন্নচিত্তে পিলক্ষফল প্রদান করেন। সেই পুণ্যফলে দেব-মনুষ্যকুল পরিভ্রমণ করে গৌতম বুদ্ধের সময় কোশলরাজ্যে ব্রাহ্মণকুলে জন্ম গ্রহণ করে “বসিসক” নামে পরিচিত হন। তিনি বুদ্ধের যমক প্রতিহার্য^{৪৫} ঋদ্ধি দর্শন করে প্রব্রজিত হন। শ্রমণ্যধর্ম পালন করতে করতে এক সময় রোগাক্রান্ত হলে তাঁর জ্ঞাতিগণ বৈদ্যের নির্দেশ মতে সেবা করে আরোগ্য করলেন। তিনি রোগ হতে মুক্ত হয়ে ভাবনাবলে ষড়্ভাভিঞ্জ লাভ করেন। এবং নিম্নোক্ত গাথা ভাষণ করেন—

বনান্তরে অর্থদর্শী মহাযশের করতঃ দর্শন,
প্রদান করি পিলক্ষফল হয়ে প্রসাদ মন।
সেই হতে আটার কল্প হয়নি দুর্গতি,
শ্রদ্ধাচিহ্নে ফলদানের এমনই সুকৃতি।
অদ্য আমি ষড়্ভাভিঞ্জ ক্রেশ অবসানে,

^{৪৪}. অর্থদর্শী বুদ্ধ : প্রিয়দর্শী বুদ্ধের পরে জগতে অর্থদর্শী নামক শান্তার আবির্ভাব হয়েছিল। তাঁর তিনটি শ্রাবক সম্মেলন হয়েছিল। প্রথম সম্মেলনে আটানব্বই লক্ষ শ্রাবক এবং দ্বিতীয় ও তৃতীয় সম্মেলনে প্রত্যেকটিতে অষ্টাশী লক্ষ করে শ্রাবক উপস্থিত ছিলেন। তখন আমাদের গৌতম বোধিসত্ত্ব সুেষণ নামক মহা ঋদ্ধিমান তাপস ছিলেন। তিনি দেবলোক হতে মন্দারব পুষ্পছত্র আনয়ন পূর্বক তদ্বারা বুদ্ধকে পূজা করেছিলেন। অর্থদর্শী বুদ্ধের জন্মস্থান ছিল শোভিত নামক নগর। সাগর নামক নরপতি পিতা, সুদর্শন নামী মাতা, শান্ত ও উপশান্ত নামক দুই অগ্রশ্রাবক, অভয় নামক উপস্থাপক এবং ধর্ম্য ও সুধর্ম্য নামী দুই অগ্রশ্রাবিকা ছিলেন। তাঁর বোধিতরু ছিল চম্পক বৃক্ষ, দেহের উচ্চতা অশীতি হস্ত ও পরমায়ু ছিল লক্ষ বৎসর। তাঁর শরীর প্রভায় চতুর্দিকে যোজন পরিমিত স্থান সর্বদাই উদ্ভাসিত থাকত। (জাতক নিদান)

^{৪৫} যমক প্রতিহার্য : যমকভাবে বিসদৃশ অগ্নি ও জল যেই অলৌকিক শক্তি বা ঋদ্ধিপ্রভাবে শরীরের প্রত্যেক অংশ হতে নির্গত হয়ে দশ সহস্র চক্রবাল প্রাপ্তে পতিত হয় ও তথা হতে আবার দেহাভ্যন্তরে প্রবেশ করে, তাই এর নাম যমকপ্রতিহার্য।

সমাপন হয়েছে কৃত্য বুদ্ধের শাসনে ।

-[থের অপদান]

অতঃপর স্থবির আকাশ পথে জ্ঞাতিগণের নিকট এসে আকাশে স্থিত হয়ে ধর্মদেশনা করেন । তারা শরণশীল^{৬৬} প্রতিষ্ঠিত হল । তাদের মধ্যে কেহ কেহ মৃত্যুর পর স্বর্গে জন্ম গ্রহণ করল । একদিন স্থবির বুদ্ধের সেবার্থ উপস্থিত হলে বুদ্ধ তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন- “বসিসক, তোমার জ্ঞাতিগণ আরোগ্য আছে কি?” উত্তরে স্থবির জ্ঞাতিদের যে উপকার করেছেন তা প্রকাশার্থে তিনটি গাথা ভাষণ করেন-

২৪০ । একোপি সদ্ধো মেধাবী অস্সদ্ধানিধ ঞ্জানিতং,
ধম্মটোঁঠা সীলসম্পন্নো হোতি অথায বন্ধুনং ।

২৪১ । নিগ্গয়হ অনুকম্পায় চোদিতা ঞ্জাতযো ময়া,
ঞাতিবন্ধবপেমেন কারং কত্ত্বান ভিক্কুসু ।

২৪২ । তে অব্ভতীতা কালকতা পত্তা তে তিদিবং সুখং,
ভাতরো ময়হং মাতা চ মোদন্তি কামকানিনো^{৬৭}তি ।

বাংলা :

কর্মফলাদি ও রত্নএয়ে হয়ে শ্রদ্ধাবান,
শীলসম্পন্ন ও লোকোত্তর ধর্মে যেবা করেন অবস্থান ।
সে একজন হলেও অশ্রদ্ধাবান জ্ঞাতি বা বন্ধুগণের,
ব্রতী হতে পারে সদা হিত সাধনের ।
আমি জ্ঞাতিকে নিগ্রহ ও দয়া করে প্রদর্শন,
সতর্ক করেছি ভিক্ষুদিগের সদা করতে রক্ষণ ।

^{৬৬}. শরণ স্থিবিধ : লৌকিক ও লোকোত্তর । অনার্য বা সাধারণ লোকের শরণই লৌকিক শরণ । ইহা চারিপ্রকার- ১) অন্তসন্নিয়াতনেন- আমি অদ্য হতে নিজকে ত্রিরত্নের জন্য উৎসর্গ করলাম । এইরূপ ভাবে শরণাপন্ন হওয়াকে আত্মত্যাগ শরণ বলে । ২) তপ্পরায়ণতায়- ত্রিরত্ন হতে কখনও পৃথক না হওয়ার সংকল্প অথবা ত্রিরত্নকে আজীবন শ্রেষ্ঠ শরণরূপে গ্রহণ করাই তপ্পরায়ণতা শরণ । ৩) সিস্সুভাবুপগমনেন- ত্রিরত্নকে গুরুরূপে গ্রহণ করে শরণাপন্ন হওয়াই শিষ্যভাব প্রাপ্তি শরণ বলে । ৪) পণিপাতেন- ত্রিরত্নকে একমাত্র পূজার যোগ্য মনে করে পূজা সংকার করার নামই প্রণিপাত শরণ বলে কথিত হয় ।

আমার সেই জ্ঞাতিগণ হলে কালগত,
ত্রিবিধ সুখ তাঁদের হল অধিগত ।
আমার সেই ভ্রাতা-মাতা হয়ে কালগত,
ইচ্ছানুসারে স্বর্গে আছে আমোদে রত । (৩ঃ৮)

বিস্তৃতার্থ : এখানে প্রথম গাথায় উক্ত হয়েছে- যিনি কর্ম-কর্মফল ও ত্রিরত্নের প্রতি শ্রদ্ধাবান, মেধাবী, বুদ্ধ দেশিত লোকোত্তর ধর্মোস্থিত ও শীলবান সে একজন হলেও অশ্রদ্ধাবান জ্ঞাতিগণের ও বন্ধু-বান্ধবগণের হিতসাধন করে থাকেন । -ইহাই অর্থ ।

অতঃপর স্থবির স্বীয় জ্ঞাতি-মিত্রদের অবস্থান প্রকাশার্থে “নিগ্গম্হা” অপর গাথা সমূহ ভাষণ করেন- “নিগ্গম্হ অনুকম্পায় চোদিতা ঐতথ্যো ময়াতি”- আমি আমার জ্ঞাতিবর্গকে নিগ্রহ করতঃ দয়া প্রদর্শন ও সতর্ক করেছি । জ্ঞাতিবন্ধুকে ভালবেসে ভিক্ষুদিগকে সৎকার সম্মান করতে উপদেশ দিয়েছি । আমার সেই জ্ঞাতিগণ ইহলোক ত্যাগ করে ত্রিবিধ সুখ প্রাপ্ত হয়েছে । “ভতরো ময়্হং মাতা চ মোদন্তি কামকামিনোতি”- আমার সেই মাত-ভ্রাতা প্রভৃতি ইচ্ছানুসারে স্বর্গে আমোদ উপভোগ করতেছেন । -ইহাই অর্থ ।

বসিসক স্থবির গাথা বর্ণনা সমাপ্ত



৯। যশোজ স্থবির গাথা বর্ণনা

“কালপব্বঙ্গসঙ্কাসোতি”-এই গাথা সমূহ আয়ুস্মান যশোজ স্থবির কর্তৃক ভাষিত।

কোথায় এর উৎপত্তি?

গাথা সমূহের উৎপত্তি কথা-

ইনি পূর্ব বুদ্ধগণের আশীর্বাদগ্রহণ করে বিপক্ষী বুদ্ধের সময় আরামরক্ষক কুলে^{৬৭} জন্ম গ্রহণ করেন। বয়ঃপ্রাপ্তে একদিন বিপক্ষী বুদ্ধকে আকাশপথে গমন করতে দেখে প্রসন্নচিত্তে নাবুজফল দান করেন। সেই পুণ্যপ্রভাবে দেব-মনুষ্যকুল সংসরণ করে গৌতম বুদ্ধের সময় শ্রাবস্তী নগরের জেলেকুলে পাঁচশত জেলের প্রধান ব্যক্তির পুত্ররূপে জন্ম গ্রহণ করে “যশোজ তিস্য” নামে পরিচিত হন। বয়ঃপ্রাপ্তে একদিন সমবন্ধু জেলে পুত্রগণের সাথে মৎস্য ধরার জন্যে অচিরবতী^{৬৮} নদীতে জাল নিক্ষেপ করেন। তখন এক সুবর্ণবর্ণ মহামৎস্য জালমধ্যে ধরা পড়লে মৎস্যটি রাজা প্রসেনজিতকে দেখালেন। রাজা বললেন- “এই মৎস্যের বিবরণ একমাত্র বুদ্ধই বলতে পারবেন।” অতঃপর তারা মৎস্যটি বুদ্ধের নিকটে উপস্থিত করলে বুদ্ধ বললেন- এই মৎস্যটি কশ্যপ বুদ্ধের শাসনের

^{৬৭}. আরামরক্ষক কুলে : ভিক্ষু আবাসের সেবককুলে বা বৌদ্ধ বিহারের সেবককুলে।

^{৬৮}. অচিরবতী : বর্তমানে অযোধ্যার রাস্তী নদীই প্রাচীন ভারতে অচিরবতী নামে পরিচিত ছিল। বিনয়পিটক (২য় খণ্ড) অনুসারে পঞ্চমহানদীর একটি হল অচিরবতী। আবার সংযুতনিকায় (৫ম খণ্ড) অনুসারেও হিমালয় থেকে যে পাঁচটি নদী পূর্বদিকে প্রবাহিত হয়েছে, তারাই পঞ্চমহানদী যাদের মধ্যে অচিরবতী অন্যতম। অঙ্গুত্তরনিকায় (৪র্থ খণ্ড) অনুসারে এই নদী গ্রীষ্মে শুষ্ক ও তাতে বিস্তৃত বালুচর দেখা যায়। বিনয়পিটক (৪র্থ খণ্ড) ও সূত্তনিপাত অট্টকথা (১ম খণ্ড) অনুযায়ী এই নদী কোশলের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত এবং এর তীরে একটি উদুম্বরবন ছিল যা কোশলরাজ প্রসেনজিতের (পালি- পসেনদি) প্রাসাদ থেকে দেখা যেত। দীর্ঘনিকায় (১ম খণ্ড) থেকে জানা যায় যে এই নদীর দক্ষিণে মনসাকট নামের একটি ব্রাহ্মণ গ্রাম ছিল অর্থাৎ মনসাকটের উত্তর দিকে অচিরবতী নদী প্রবাহিত ছিল এবং এরই তীরস্থ আশ্রমকুঞ্জে ভগবান বুদ্ধ কয়েকবার অবস্থান করেছিলেন। এই আশ্রমকুঞ্জেই তিনি বাসেট্ট ও ভারদ্বাজকে তেবিজ্জসুত্ত দেশনা করেছিলেন যা দীর্ঘনিকায়ের সীলকথন্ধে স্থান পেয়েছে। তবে অবদান শতকে (১ম খণ্ড) এই নদীর নাম অজিরবতী। আবার ইং-সিং এর মতে এটি ‘অজি’ অর্থাৎ ড্রাগনের নদী (Malalasekera, G.P., Dictionary of pali Proper Names, V.I.p. 25)

শেষভাগে প্রব্রজিত হয়ে মিথ্যাচার দোষে শাসনের অবনতি সাধন করে মৃত্যুর পর নরকে জন্ম গ্রহণ করে। একবুদ্ধান্তর কল্প নরকে দুঃখভোগ করে পরে অচিরবতী নদীতে মৎস্য হয়ে জন্ম গ্রহণ করেছে। তার ভগ্নিগণও নরকে উৎপন্ন হয়েছে। তার একজন ভ্রাতা নির্বাণগত হয়েছে। বুদ্ধ এসব বিবরণ ঋদ্ধি^{৬৯} বলে মৎস্যের দ্বারা প্রকাশ করালেন ও “কপিলসূত্র”^{৭০} দেশনা করলেন। যশোজ এই বিবরণ শুনে অতিশয় ব্যথিত হয়ে নিজের সমপাঠিগণের সাথে বুদ্ধের নিকটে প্রব্রজিত হলেন। এবং উপযুক্ত স্থানে বাস করতেন। একদিন বুদ্ধ-বন্দনার্থ সপরিষদ জেতবনে আগমন করেন। তাঁর আগমনকালীন বিছানা দি দেওয়ার সময়ে বিহারে একটু গঙগোলর সাড়া পড়ে। বুদ্ধ তা শুনে সপরিষদ যশোজকে বিহার হতে বহিঃষ্কার করে দেন। তখন যশোজ কশাহত ভদ্রাশ্বের ন্যায় সপরিষদ বর্ষমাদা নদীতীরে এসে ধ্যানে নিবিষ্ট হন ও বষাভাস্তরে ষড়াভিজ্ঞ হন। তৎপর নিম্নোক্ত গাথা ভাষণ করেন—

আরামিক কুলে জাত হলে বঙ্কুমতি নগরে,
বিরজ বুদ্ধকে দৃষ্ট হল গগণে গমনে।
তৎক্ষণে লাবুজফল বুদ্ধশ্রেষ্ঠে কতরঃ প্রদান,
আকাশ স্থিত মহাযশের করিনু প্রমাণ।
ধনরাশি আর সুখময় জীবন হল মমলাভ,
প্রীতমনে বুদ্ধকে ফলদানের এমনই প্রভাব।
যেই যেই কুলে দেহ করেছে ধারণ,
বিপুল প্রীতি-সুখ লভেছি তখন।
সেই হতে একানব্বই কল্প হয়নি দুর্গতি,
শ্রদ্ধাচিন্তে ফলদানের এমনই সুকৃতি।
অদ্য আমি ষড়াভিজ্ঞ ক্রেশ অবসানে,

^{৬৯}. ঋদ্ধি : চতুর্থ ধ্যানলাভী যোগী ইচ্ছা করলে বিবিধ ঋদ্ধি বা অলৌকিক ক্রিয়া প্রদর্শন করতে পারেন। তিনি একজন শত-সহস্রজন হতে পারেন। পৃথিবী-পর্বত ভেদ করে জলের উপরে-ভিতরে ও গগণমার্গে যাতায়াত করতে পারেন ইত্যাদি। ঋদ্ধি দশবিধ যথা- ১) অধিষ্ঠান ঋদ্ধি, ২) বিকুব্ধ ঋদ্ধি, ৩) মনোময় ঋদ্ধি, ৪) জ্ঞান বিষ্কার ঋদ্ধি, ৫) সমাধি বিষ্কার ঋদ্ধি, ৬) আর্য ঋদ্ধি, ৭) কর্মবিপাকজ ঋদ্ধি, ৮) পুণ্যক্রিয়াবলে ঋদ্ধি, ৯) বিদ্যামায়া ঋদ্ধি ও ১০) পৃথগ্জন ঋদ্ধি। (বিশুদ্ধিমার্গ গ্রন্থের ‘ঋদ্ধিবিধি নির্দেশ দ্রষ্টব্য)

^{৭০}. সূত্রপিটকে কপিলসূত্র দ্রষ্টব্য।

সমাপন হয়েছে কৃত্য বুদ্ধের শাসনে ।

—[থের অপদান]

অতঃপর বুদ্ধ সপরিষদ যশোজকে ডেকে “আনেজ্জ সমাপত্তি” সম্পর্কে উপদেশ প্রদান করেন । যশোজ সমস্ত ধৃতাজ্জ^১ রক্ষা করতেন তাই তাঁর শরীর কৃশ ও দুর্বল হয়ে পড়ে । বুদ্ধ তাঁর বীততৃষ্ণা ভাবের প্রশংসা করে প্রথম গাথা ভাষণ করেন—

২৪৩ । কালপব্বজ সঙ্কাসো কিসো ধমনি সস্থতো,
মত্তঞ্ঞে অন্নপানস্মিং অলীনমনসো নরো ।

বাংলা :

শিরাজাল বিস্তৃত কৃশ ও মাংসহীনতায়,
দন্তীলতার পর্ব সদৃশ অঙ্গ তোমার তাই ।
অন্ন-পানীয়ে তুমি পরিমানজ্ঞ,
নিরালস্য ও পুরুষ লক্ষণ যুক্ত ।

বিস্তৃতার্থ : এখানে “কালপব্বজসঙ্কাসোতি” অর্থে- মাংসাভাব হেতু কৃশ দন্তীলতার পর্ব সদৃশ অঙ্গ; “কিসো ধমনিসস্থতোতি”- কৃশ শিরাজাল বিস্তৃত বা শিরা জালগুলি ভাসমান হয়ে উঠেছে এমন কৃশ । “কিসোতি”- ধর্মসম্মত বা জ্ঞানের পূর্ণতা সাধানের ব্রতী হেতু কৃশ । “ধমনিসস্থতোতি”- ধমনী বা শিরা সমূহ মাংসাভাব হেতু তা প্রকটাকারে বিস্তৃতভাবে দৃষ্ট হচ্ছে । “মত্তঞ্ঞেতি”- তুমি অন্ন-পানীয়-শয়নাসন পরিভোগে মাত্রাজ্ঞ, “অদীনমানসোতি”- নিরালস্য, অনভিভূতা, বীর্যবান, পরিণামদর্শী, মনোযোগী, সূক্ষ্মবুদ্ধিতা-প্রভৃতি । “নরোতি”- পুরুষগুণ সম্পন্ন বা পুরুষ লক্ষণ সম্পন্ন । -ইহাই অর্থ ।

অতঃপর স্থবির পুনঃ ভিক্ষুদেরকে নিজের বিবেক সম্বন্ধে উপদেশে দিয়ে দুইটি গাথা ভাষণ করেন—

^১. ধৃতাজ্জ : তৃষ্ণা বা আসক্তি ও লোভ ধুনিবার বা বিধ্বংস করবার কারণ । ধৃতাজ্জ ১৩ প্রকার । (বিভক্তি মার্গ গ্রন্থে ‘ধৃতাজ্জ নির্দেশ’ দ্রষ্টব্য)

২৪৪ । ফুটেটা ডংসেহি মকসেহি, অরঞ্ঞস্মিং ব্রহাবনে,
নাগো সঙ্কামসীসেব সতো তত্রাধিবাসযে ।

২৪৫ । যথা ব্রহ্মা তথা একো, যথা দেবো তথা দুবে,
যথা গামো তথা তযো কোলাহলং ততুত্তরিস্তি ।

বাংলা :

তুমি দংশক-মশক কর্তৃক হয়ে দংশিত,
গভীর অরণ্যে সদা আছ রমিত ।
রণক্ষেত্রে শরবৃষ্টি বয়ে নিরন্তর,
সেই শরে হস্তী কিম্ব না হয় কাতর ।
সেইরূপে স্মৃতিসহকারে তুমিও সতত,
নির্ভীকে রণক্ষেত্রে ছিলে স্থিত ।
ব্রহ্মা যেমন ধ্যান সুখে করে অবস্থান,
ভিক্ষুও সুখে থাকে হয়ে বিবেকবান ।
দেবগণ যেমন মাঝে মাঝে হয় কূপিত,
তেমনই দু'ভিক্ষু এক-আবাসবাসে বিবাদ সতত ।
এক-আবাসে তিন ভিক্ষু করলে যাপন,
গ্রামও বলা চলে সেই স্থান তখন ।
তদ্বৎ উপমায় বলেন পণ্ডিত গণ,
যেমন গ্রাম তেমন তিনজন ।
ততোধিক একস্থানে করলে বাস,
কোলাহলে পরিপূর্ণ তাতে বারমাস । (৩ঃ৯)

বিস্তৃতার্থ : এখানে “নাগো সঙ্কামসীসেবাতি” অর্থে- যুদ্ধক্ষেত্রে হস্তী যেমন অকুন্টচিতে শরবিদ্ধ হয়েও যুদ্ধ জয়ের উদ্যোগী হয় তদ্রূপ ভিক্ষুও গভীর অরণ্যে বাস করে দংশক-মশক প্রভৃতি দ্বারা স্পৃষ্ট হয়েও স্মৃতি ভাবনা বলে মারবলকে, মারসেনাকে দলিত করতে উদ্যোগী হয় । “যথা ব্রহ্মাতি”- ব্রহ্মা যেমন অকূপিত চিতে একাকী ধ্যানসুখে অবস্থান করে, সেইরূপ ভিক্ষুও একাকী বিবেক সুখে অবস্থান করে থাকে ।

সমাপন হয়েছে কৃত্য বুদ্ধের শাসনে ।

-[থের অপদান]

অতঃপর বুদ্ধ সপরিষদ যশোজকে ডেকে “আনেজ্জ সমাপত্তি” সম্পর্কে উপদেশ প্রদান করেন । যশোজ সমস্ত ধূতাজ্জ^১ রক্ষা করতেন তাই তাঁর শরীর কৃশ ও দুর্বল হয়ে পড়ে । বুদ্ধ তাঁর বীততৃষ্ণা ভাবের প্রশংসা করে প্রথম গাথা ভাষণ করেন—

২৪৩ । কালপব্বজ সঙ্কাসো কিসো ধমনি সস্থতো,
মত্তঞ্ঞো অন্নপানস্মিং অলীনমনসো নরো ।

বাংলা :

শিরাজাল বিস্তৃত কৃশ ও মাংসহীনতায়,
দন্তীলতার পর্ব সদৃশ অঙ্গ তোমার তাই ।
অন্ন-পানীয়ে তুমি পরিমানজ্ঞ,
নিরালস্য ও পুরুষ লক্ষণ যুক্ত ।

বিস্তৃতার্থ : এখানে “কালপব্বজসঙ্কাসোতি” অর্থে- মাংসাভাব হেতু কৃশ দন্তীলতার পর্ব সদৃশ অঙ্গ; “কিসো ধমনি সস্থতোতি”- কৃশ শিরাজাল বিস্তৃত বা শিরা জালগুলি ভাসমান হয়ে উঠেছে এমন কৃশ । “কিসোতি”- ধর্মসম্মত বা জ্ঞানের পূর্ণতা সাধানের ব্রতী হেতু কৃশ । “ধমনি সস্থতোতি”- ধমনী বা শিরা সমূহ মাংসাভাব হেতু তা প্রকটাকারে বিস্তৃতভাবে দৃষ্ট হচ্ছে । “মত্তঞ্ঞোতি”- তুমি অন্ন-পানীয়-শয়নাসন পরিভোগে মাত্রাজ্ঞ, “অদীনমানসোতি”- নিরালস্য, অনভিভূতা, বীর্যবান, পরিণামদর্শী, মনোযোগী, সূক্ষ্মবুদ্ধিতা-প্রভৃতি । “নরোতি”- পুরুষগুণ সম্পন্ন বা পুরুষ লক্ষণ সম্পন্ন । -ইহাই অর্থ ।

অতঃপর স্থবির পুনঃ ভিক্ষুদেরকে নিজের বিবেক সম্বন্ধে উপদেশে দিয়ে দুইটি গাথা ভাষণ করেন—

^১. ধূতাজ্জ : তৃষ্ণা বা আসক্তি ও লোভ ধুনিবার বা বিধ্বংস করবার কারণ । ধূতাজ্জ ১৩ প্রকার । (বিভক্তি মার্গ গ্রন্থে ‘ধূতাজ্জ নির্দেশ’ দ্রষ্টব্য)

২৪৪ । ফুটেঠা ডংসেহি মকসেহি, অরঞ্‌ঞস্মিং ব্রহাবনে,
নাগো সঙ্গামসীসেব সতো তত্রাধিবাসযে ।

২৪৫ । যথা ব্রহ্মা তথা একো, যথা দেবো তথা দুবে,
যথা গামো তথা তযো কোলাহলং ততুত্তরিস্তি ।

বাংলা :

তুমি দংশক-মশক কর্তৃক হয়ে দংশিত,
গভীর অরণ্যে সদা আছ রমিত ।
রণক্ষেত্রে শরবৃষ্টি বয়ে নিরন্তর,
সেই শরে হস্তী কিম্ব না হয় কাতর ।
সেইরূপে স্মৃতিসহকারে তুমিও সতত,
নির্ভীকে রণক্ষেত্রে ছিলে স্থিত ।
ব্রহ্ম যেমন ধ্যান সুখে করে অবস্থান,
ভিক্ষুও সুখে থাকে হয়ে বিবেকবান ।
দেবগণ যেমন মাঝে মাঝে হয় কূপিত,
তেমনই দু'ভিক্ষু এক-আবাসবাসে বিবাদ সতত ।
এক-আবাসে তিন ভিক্ষু করলে যাপন,
গ্রামও বলা চলে সেই স্থান তখন ।
তদ্বৎ উপমায় বলেন পণ্ডিত গণ,
যেমন গ্রাম তেমন তিনজন ।
ততোধিক একস্থানে করলে বাস,
কোলাহলে পরিপূর্ণ তাতে বারমাস । (৩ঃ৯)

বিস্তৃতার্থ : এখানে “নাগো সঙ্গামসীসেবাতি” অর্থে- যুদ্ধক্ষেত্রে হস্তী যেমন অকুন্টচিতে শরবিদ্ধ হয়েও যুদ্ধ জয়ের উদ্যোগী হয় তদ্রূপ ভিক্ষুও গভীর অরণ্যে বাস করে দংশক-মশক প্রভৃতি দ্বারা স্পৃষ্ট হয়েও স্মৃতি ভাবনা বলে মারবলকে, মারসেনাকে দলিত করতে উদ্যোগী হয় । “যথা ব্রহ্মাতি”- ব্রহ্মা যেমন অকূপিত চিতে একাকী ধ্যানসুখে অবস্থান করে, সেইরূপ ভিক্ষুও একাকী বিবেক সুখে অবস্থান করে থাকে ।

এভাবে ভিক্ষু শ্রামন্যসুথে “ব্রহ্মসম” একাকী যাপন করেন, একা বিহারী হন, তাই এখানে ব্রহ্মসম বলা হয়েছে। “যথা দেবো তথা দুবেতি”- দেবগণের যেমন সময় সময় চিত্ত কূপিত হয়, তেমন দুই ভিক্ষু একস্থানে বাস করলে সময়ে সময়ে সংঘর্ষ হয়ে থাকে। তাই এখানে “দেবসম” বলা হয়েছে। “যথা গামো তথা তযোতি”- তিনজন ভিক্ষু একস্থানে বাস করলে গ্রামে বাস করার ন্যায় হয়, এতে ভিক্ষুর বিবেকসুখের অন্তরায় হয়, তাই বলা হয়েছে- যেমন গ্রাম তেমন তিনজন। -ইহাই অর্থ।

“কোলাহলং ততুত্তরিস্তি”- ততোধিক একস্থানে বাস করলে মহাজনসঙ্ঘের সম্মিলন তুল্য কোলাহল হয়ে থাকে। -ইহাই অর্থ।

যশোজ স্ববির গাথা বর্ণনা সমাপ্ত



১০। সাটিমন্ডিয় স্থবির গাথা বর্ণনা

“অহ তুযং পুরে সদ্ধাতি” -এই গাথা সমূহ আয়ুত্মান সাটিমন্ডিয় স্থবির কর্তৃক ভাষিত।
কোথায় এর উৎপত্তি?
গাথা সমূহের উৎপত্তি কথা—

ইনি পূর্ব বুদ্ধগণের আশীর্বাদগ্রহণ করে সিদ্ধার্থ বুদ্ধের^{৭২} সময় কুলগৃহে জন্ম গ্রহণ করেন। একদিন বুদ্ধকে দেখে প্রসন্নচিত্তে তাল ব্যজনী দান করেন। সেই পুণ্যপ্রভাবে দেব-মনুষ্যকুল পরিভ্রমণ করে গৌতম বুদ্ধের সময় মগধরাজ্যে^{৭৩} ব্রাহ্মণকূলে জন্ম গ্রহণ করে “সাটিমন্ডিয়” নামে পরিচিত হন। বয়ঃপ্রাপ্তে অরণ্যবাসী ভিক্ষুদের নিকটে প্রব্রজিত হয়ে ষড়্ভাজ্ঞ প্রাপ্ত হন এবং নিম্নোক্ত গাথা ভাষণ করেন—

সিদ্ধার্থ ভগবানকে তাল ব্যজনী করতঃ প্রদান,
প্রীত মনে মহাসুখে সদাই ছিলাম।
সেই হতে চুরানব্বই কল্প হয়নি দুর্গতি,
শ্রদ্ধাচিন্তে ব্যজন দানের এমনই সুকৃতি।
অদ্য আমি ষড়্ভাজ্ঞ ক্লেশ অবসানে,
সমাপন হয়েছে কৃত্য বুদ্ধের শাসনে।

—[থের অপদান]

^{৭২}. সিদ্ধার্থ বুদ্ধ : ধর্মদর্শী বুদ্ধের পরে এই হতে চুরানব্বই কল্প পূর্বে সিদ্ধার্থ বুদ্ধের আবির্ভাব হয়েছিল। তাঁর তিনটি শ্রাবক সম্মেলন হয়েছিল। প্রথম সম্মেলনে লক্ষকোটি ভিক্ষু, দ্বিতীয় সম্মেলনে নব্বই কোটি ও তৃতীয় সম্মেলনে আশী কোটি ভিক্ষু উপস্থিত ছিলেন। তখন আমাদের গৌতম বোধিসত্ত্ব উগ্রতেজস্বী ও অভিজ্ঞা শক্তিসম্পন্ন মঙ্গল নামক তাপস ছিলেন। তিনি মহাজম্বু ফল আহরণ করে বুদ্ধকে দান করেছিলেন। সিদ্ধার্থ ভগবানের জন্মভূমি ছিল বেভার নামক নগর, জয়সেন নামক নরপতি তাঁর পিতা, সম্পর্শা নাম্নী মাতা, সম্বল ও সুমিত্র নামক দুই অগ্রশ্রাবক, রেবত নামক উপস্থাপক এবং সীবলী ও সুরমা নাম্নী দুই অগ্রশ্রাবিকা ছিলেন। কর্ণিকার পুষ্প বৃক্ষ তাঁর বোধিতরু, শরীরের উচ্চতা ষাট হস্ত ও পরমায়ু ছিল এক লক্ষ বৎসর। (জাতক নিদান)

^{৭৩}

. মগধ : ভারতের বিহার প্রদেশের পাটনা ও গয়া জেলা নিয়ে গঠিত। এর রাজধানী ছিল রাজগৃহ বা গিরিব্রজ। চম্পা নদী অঙ্গ ও মগধরাজ্যের সীমা নির্দেশ করত।

অতঃপর স্থবির ভিক্ষু-গৃহীদেরকে উপদেশ-অনুশাসন করতেন । বহু-সত্ত্বদিগকে শরণশীলে প্রতিষ্ঠিত করেন । একটি শ্রদ্ধাহীন অপ্রসন্ন পরিবারকে ধর্মের প্রতি ভিক্ষু-সঙ্ঘের প্রতি অতিশয় প্রসন্ন করেন । সেই শ্রদ্ধাশীল পরিবারের নর-নারীরা স্থবিরের প্রতি বড়ই সম্ভ্রষ্ট হয়েছিল । স্থবির পিণ্ডার্থ সেই পরিবারে প্রবেশ করলে পরমা সুন্দরী এক বালিকা ভোজদ্রব্য পরিবেশন করত । একদিন মার চিন্তা করলেন- “এই উপায়ে স্থবিরের অখ্যাতি বর্দ্ধিত হবে ও এখানে তিষ্ঠিতে পারবেনা ।” এই দুরভিসন্ধি পোষন করে স্থবিরের রূপ ধারণ করতঃ বালিকার হাত ধরেছিল । বালিকা স্পর্শ মাত্রই জানতে পারলেন যে- “ইহা মনুষ্যের স্পর্শ নয়” তখনই হাত মুক্ত করলেন । তা দেখে গৃহস্থেরা স্থবিরের উপর অসম্ভ্রষ্ট হল । স্থবির পর দিনে সেই কারণ চিন্তা না করে পুনঃ সেই ঘরে পিণ্ডার্থে প্রবেশ করলেন । সে দিন আর কেউ স্থবিরকে আদর-সম্মান দেখালেন না দেখে স্থবির মারের কু-অভিপ্রায় পরিজ্ঞাত হলেন ।

তৎপর স্থবির অধিষ্ঠান করলেন যে- “মারের গ্রীবায় কুকুরের মৃতদেহ লেগে থাকুক ।” মার সেই মৃত কুকুর ত্যাগের জন্য গৃহস্থের নিকট উপস্থিত হয়ে পূর্বদিনের ঘটনা প্রকাশ করল । তখন তাকে তর্জন করে তাঁড়িয়ে দিল । গৃহস্থামী স্থবিরকে বললেন- “ভাস্তে, ক্ষমা করুন ।” আজ হতে আমিই আপনাকে পরিবেশন করব । স্থবির তাকে ধর্মদেশনা প্রসঙ্গে তিনটি গাথা ভাষণ করলেন-

২৪৬ । অহু তুয়ং পুরে সদ্ধা সা তে অজ্জ ন বিজ্জতি,
যং তয়ং তুয়ংমেবেতং, নখি দুচ্চরিতং মম ।

২৪৭ । অনিচ্চা হি চলা সদ্ধা এবং দিট্ঠা হি সা ময়া,
রজ্জন্তিপি বিরজ্জন্তি, তথ কিং জিয়্যতে মুনি ।

২৪৮ । পচ্চতি মুনিনো ভত্তং থোকং থোকং কুলে কুলে,
পিণ্ডিকায় চরিস্সামি, অথি অজ্জাবলং মমা’তি ।

বাংলা :

উপাসক!

পূর্বে মমপ্রতি তব শ্রদ্ধা ছিল অপ্রমাণ,
আজ কেন সেই শ্রদ্ধা নেই বিদ্যমান ।

যা তব দান তা করহ গ্রহণ,
 মম কর্মে দুশ্চরিত নেই কদাচন ।
 পৃথগ্জনের^{১৪} শ্রদ্ধা বড়ই অনিত্য,
 অচলা হয় না কভু এই কথা সত্য ।
 আমি তব সেই শ্রদ্ধা করেছি দর্শন,
 চঞ্চলমতি সত্ত্বগণ মাঝে মাঝে হয় প্রীতমন ।
 কখনও মিত্র ভেবে হয় রমিত,
 আবার কখনও তাতে হয় বিরক্ত ।
 তাদের আনন্দ-বিরক্তিতে প্রব্রজিতগণের,
 কম্পিত কি করতে তাদের মনের?
 প্রব্রজিত মুনির তরে প্রতি ঘরে ঘরে,
 অল্প অল্প অন্ন-ব্যঞ্জন নিত্য পক্ক করে ।
 এবে আমি পিণ্ডাচরণে করব গমন,
 আমাতে আছে জজ্ঞাবল আছি ত সক্ষম । (৩৪ ১০)

বিস্তৃতার্থ : এখানে “অহ তুযং পুরে সদা সা তে অজ্ঞান
 বিজ্ঞতীতি” অর্থে- উপাসক, পূর্বে আমার প্রতি তোমার শ্রদ্ধা ছিল,
 ধর্মচারীর প্রতি শ্রদ্ধাছিল, সমচারীর প্রতি শ্রদ্ধা ছিল আজ তোমার সেই
 শ্রদ্ধা আর নেই । “তস্মাযং তুযং তুযংমেবেতন্তি”- চতুরপ্রত্যাদি^{১৫}
 যা তোমার দান তা তোমার হউক । -ইহাই অর্থ ।

প্রসন্নচিত্তে দান দেওয়া কর্তব্য আজ কেন আমার প্রতি তুমি
 অগৌরব প্রদর্শন করছ । তদ্ব্যতীত যা তোমার দান, তা তুমি গ্রহণ কর ।
 “নখি দুচ্চরিতং মমাতি”- আমার কোন দুশ্চরিত কর্ম নেই, আমি দুশ্চরিত্র
 হেতু সমূহ সমূলে উচ্ছেদ করেছি । ক্রেশরাশি সমূচ্ছেদ করেছি । “অনিচ্ছা
 হি চলা সদ্ধাহি”- পৃথগ্জনের শ্রদ্ধা অনিত্য, অচলা (স্থির) নয় । অশ্বপৃষ্ঠে

^{১৪}. পৃথগ্জন : পৃথগ্জন দ্বিবিধ যথা- অন্ধ ও কল্যাণ । যারা সাধনামার্গে অগ্রসর হয়েছে অথচ
 অষ্ট আর্ঘ্যস্তরের কোনটি লাভ করতে পারেনি তারা কল্যাণ পৃথগ্জন । যারা বুদ্ধশাসনের বর্হিভূত
 তারা অন্ধ পৃথগ্জন । পৃথগ্ (পৃথক) অর্থে নানা, বহু । নানা প্রকার ক্রেশ জনন করে, বিবিধ
 সংকায়দৃষ্টি তাদের মধ্যে অবস্থিত আছে । তারা বহু শাস্তার মুখাপেক্ষী ইত্যাদি বহু কারণে
 পৃথগ্জন নামে অভিহিত । (প : ৪ সূ)

^{১৫}. চতুরপ্রত্যয় : অন্ন (ভিক্ষান্ন), বস্ত্র (চীবর), বাসস্থান (আবাস বা বাসোপযোগী বিহার),
 চিকিৎসা (ঔষধ-ঔষজ্য)

স্থাপিত কুম্ভভাণ্ডের ন্যায় অনিশ্চিত, তুষরাশির ন্যায় সদা অস্থির। “এবং দিট্টা হি সা মযাতি”- আমি তোমার সেই শ্রদ্ধা দেখেছি। “রজ্জ্বন্তিপি বিরজ্জন্তীতি”- অস্থির চিত্ত সত্ত্বগুণ কখন মিত্র ভেবে রমিত হয় আবার কখনও বিরক্ত চিত্ত হয়। “তথ্ব কিং জিয্যাতে মুনীতি”- তাদের সেই আনন্দে ও বিরক্তিতে প্রব্রজিত মুনির পরিহানি কি? -ইহাই অর্থ।

যদি আমার ভরণপোষণ না কর তদ্ব্যতীত তোমায় বলছি- “এই বিষয়ে আমার কোন চিন্তা নেই” তা প্রকাশার্থে স্থবির “পচ্চতীতি” তৃতীয় গাথা ভাষণ করেন- প্রব্রজিত মুনির জন্য দৈনদিন কুলে কুলে অল্প অল্প ভাত পক্ক হয়ে থাকে, তোমার গৃহে প্রয়োজন নেই। “পণ্ডিকায় চরিস্সামি অথি জজ্জ্ববলং মমাতি”- আমি এখন পিণ্ডাচরণ করব। আমার জজ্জ্বাবল যথেষ্ট আছে, আমি খঞ্জ বা পঙ্গু নই। “ভ্রমরের মধু আহরণের ন্যায় আমিও লোকালয়ে বিচরণ করব।”

তদ্ব্যতীত ভিক্ষুদের প্রতি বুদ্ধের উপদেশ এই-

মৌমাছি ফুলতে বসে মধুপান করে,
রূপ গন্ধ আদি তার কিছুই না হরে।
মনানন্দে উড়ে যায় পূর্ণ করে আশ,
মুনিজনও সেইরূপ গ্রামে করে বাস।

-[ধর্মপদ; নেত্তি]

সাটিমন্তিয় স্থবির গাথা বর্ণনা সমাপ্ত



১১। উপালি স্থবির গাথা বর্ণনা

“সদ্ধায় অভিনিক্খম্মাতি” -এই গাথা সমূহ আয়ুস্মান উপালি স্থবির কর্তৃক ভাষিত।

কোথায় এর উৎপত্তি?

গাথা সমূহের উৎপত্তি কথা—

ইনি পদুমুত্তর বুদ্ধের সময়ে হংসবতী নগরে এক কুলগৃহে জন্ম গ্রহণ করেন। একদিন ভগবানের ধর্মকথা শ্রবণ পূর্বক দেখলেন যে— “ভগবান একজন ভিক্ষুকে বিনয়ধরের শ্রেষ্ঠস্থান প্রদান করিতেছেন।” তিনিও সেই পদপ্রার্থী হয়ে যাবজ্জীবন কুশলাকর্ম সম্পাদন করলেন। সেই পুণ্য প্রভাবে দেব-মনুষ্যকুল পরিভ্রমণ করে গৌতম বুদ্ধের সময় ক্ষৌরকার (নাপিত) কুলে জন্ম গ্রহণ করে “উপালি” নামে পরিচিত হন। ভগবান যখন অনুপ্রিয় আম্রবনে ছিলেন, তখন অনুরুদ্ধ^{৭৬} প্রভৃতি ছয়জয় ক্ষত্রিয় প্রব্রজ্যা লাভার্থ বুদ্ধের নিকটে গমন করলে উপালিও তাঁদের অনুসরণ করেন ও তাঁদের সাথে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন। তিনি প্রব্রজ্যালাভের পর উপসম্পদা^{৭৭} গ্রহণ পূর্বক ভগবানের নিকট কর্মস্থান গ্রহণ করেন। অতঃপর ভগবানকে বললেন— “ভাশ্বে, আমাকে অরণ্যে বাস করতে অনুমতি প্রদান করুন।” ভগবান বললেন— “হে ভিক্ষু, তোমার অরণ্যবাসে একটি ধূরের শ্রীবৃদ্ধি হবে। কিন্তু আমাদের নিকটে থাকলে বিদর্শনধূর ও গ্রন্থধূর এই উভয় ধূরের শ্রীবৃদ্ধি হবে।” স্থবির ভগবানের বাক্যে সম্মতি দিয়ে বিদর্শন ভাবনায় মনোনিবেশ করে অচিরে অর্হৎ হলেন এবং নিম্নোক্ত গাথা ভাষণ করেন—

নগর হংসবতীর সুজাত ব্রাহ্মণ,

ছিল তার আশিকোটি প্রভূতধন।

অধ্যাপক মস্ত্রধর পারঙ্গম ত্রিবেদে,

^{৭৬}. অনুরুদ্ধ : ইনি বুদ্ধের দিব্যচক্ষুসম্পন্ন শিষ্যগণের মধ্যে অগ্রণী ছিলেন। মজ্জিম নিকায়ের চীবর পরিবস্তন, জিল্লচীবর ও চন্দোপম সুত্তে এবং কসসপ সংযুত্তে, অঙ্গুত্তর নিকায়ের মহাঅরিয়বংস সুত্তে এবং এতদঙ্গবঙ্গে, এবং থেরস্ অভিনিক্খমণ প্রসঙ্গে মহাকাশ্যপের মাহাত্ম্য বর্ণিত আছে।

^{৭৭}. উপসম্পদা : (উপ+সং+পদ); গ্রহণ, অর্জন। বিশেষার্থে ভিক্ষুপদ গ্রহণ।

পারণ্ড লক্ষণে ও ইতিহাস সধর্মে ।
 একশিখা পরিব্রাজক শ্রাবক গৌতমে,
 চারক তপস্বী যথা বিশ্ববিচরণে ।
 তাদের পরিবৃত্ত আমি ব্রাহ্মণ নামেখ্যাত,
 বহুজনে পূজে মোরে কারে পূজিব?
 পূজ্য আর মান্যবর নাই বিদ্যমান,
 বুদ্ধ বলে নাই শব্দ হয়নি রে ব্যাখ্যান ।
 অহোরাত্র পূজিত যিনি পদুমুত্তর জিন,
 উদিলেন চক্ষুস্মান তমঃ করে ক্ষীণ
 বিস্তারিত বহুজনে শাসনে পৃথিবী মণ্ডলে,
 আগত বুদ্ধ যিনি নগরে হংসবতীতে ।
 পিতৃসম সদর্থক বুদ্ধ চক্ষুস্মান দেশনায়,
 যোজনব্যাপী পিরমদ ছিলেন সে সময় তথায় ।
 সুন্দর তাপস তিনি খ্যাত মানবেতে,
 পুষ্পাবৃত্ত করেন তিনি সপরিমদ বুদ্ধে ।
 চারিসত্য প্রকাশিলে শ্রেষ্ঠ সেই মণ্ডপে,
 কোটিশত ধর্মবাণী দানিলেন লোকে ।
 অহোত্র সপ্তাহব্যাপী ধর্মবৃষ্টি করতঃ বর্ষণ,
 অষ্টম দিনে সুন্দরের কীর্তি ভাষিলেন তখন ।
 দেব মনুষ্যকূলে সংসরণ কালে,
 গুণশ্রেষ্ঠ পাবে খ্যাতি এই ভুলোকে ।
 এই হতে শতসহস্রকল্প করে সংসরণ,
 গৌতম গোত্রের শাস্তার হবে আগমন ।
 তার ওরস জাত হয়ে হবে ধর্মের দায়ত,
 শ্রাবক মাঝে খ্যাতি লভিবে অপার ।
 এরূপ সুন্দরের কীর্তি করলে ভাষণ,
 উপস্থিত জনসংঘ মহাপ্রীত হন ।
 কৃতাঞ্জলীতে সুন্দর তদা করতঃ প্রণাম,
 বহুকুশল সাধন করেন যিনি গতিমান ।
 মুণির বচন শ্রবণপূর্বক করিনু চিন্তন,
 কিরূপে মম সঙ্কল্প হবে সাধন ।

তদা আমি কুশলকর্ম করিনু সম্পাদন,
 গৌতম গোত্রের শাস্তারে করতে দর্শন ।
 ভেবেছিলাম কোন্ কর্ম করে সম্পাদন,
 অনুত্তর পুণ্যক্ষেত্রে হব আগমন ।
 এই মম আরধনা সকল পুণ্যের ফলে,
 বিনয়গ্রহ হই যেন তৎ শাসন কালে ।
 ভোগ্যসম্পদ লভি যেন কুশলের প্রভায়,
 তদ্বৎ বুদ্ধকুটির দানিলাম তথায় ।
 নগরদ্বারে সোভন আরাম করিনু নির্মাণ,
 শতসহস্র মূল্যে সজ্জারামও করিনু দান ।
 চত্ৰমণবীথি, কূটাগার, প্রাসাদ, মণ্ডপ, হর্ম্যগুহা;
 প্রীতমনে দানিলাম সজ্জ আরামে তাহা ।
 স্নানাগার, উষ্ণস্নানাগার, অগ্নিশালা, উদকপাত্র;
 ভিক্ষুসংঘের সেবার তরে করিনু নির্মিত ।
 সুবৃহৎ মঞ্চ আর ভোজনালয়,
 ভৈষজ্যরামও দানিলাম সমুদয় ।
 সুবৃহৎ আরাম প্রাচীর করতঃ নির্মাণ,
 প্রীতমনে সজ্জাহিতে করিনু প্রদান ।
 এক্ষেপে শতসহস্র আবাস করতঃ নির্মিত,
 বৈপুল্যধনও প্রীতমনে তথায় করিনু স্থিত ।
 অনাগতে মম সঙ্কল্প করিতে সাধন,
 পদুমুত্তর লোকাগ্রহে করি নিমজ্জন ।
 পদুমুত্তর নায়কবর মম আছতি করতে গ্রহণ,
 সহস্রক্ষীনাংসবে করেন আগমণ ।
 তৎপর দানাদি কুশলকর্ম করে সম্পাদন,
 সোভন নামক মহা আরাম দানিনু তখন ।
 এই দানে প্রার্থিত মম হউক অধিগত,
 গ্রহনীয় সমুদ্র দানকীর্তি করেন প্রকাশিত ।
 উপস্থিত সমাগত মম বাক্য করহ শ্রবণ,
 সজ্জারাম দানের মহাকীর্তি ভাষিব এখন ।
 হাতি- ঘোড়া- রথ- সেনা এই চতুর্থবিধ,

সজ্জারাম দানের প্রভায় লভিবে অনাগত ।
 ষাটসহস্র নাট্য দল সু-অলংকৃত,
 সজ্জারাম দানের প্রভায় লভিবে অনাগত ।
 বিচিত্র বস্ত্রাভরণে ও মণিকুণ্ডলে সু-অলংকৃত,
 ছিয়াশিসহস্র লাবন্যরাণী লভিবে অনাগত ।
 হরিদ্রা দেহবর্ণ মধ্যমা তনু গঠিত,
 সজ্জারাম দানের প্রভায় লভিবে সতত ।
 ত্রিশসহস্র কল্পকাল দেবলোকে হবে রমিত,
 সহস্রবার ইন্দ্রত্ব লভিবে অনাগত ।
 দেবলোকে সর্বভোগ্য করে অধিগত,
 দিবা-রাত্র সদা তথায় হবে মোদিত ।
 সহস্রবার চক্রবর্তীরূপে করবে ধরা শাসন,
 গণাভীতবার লভিবে প্রদেশ রাজার আসন ।
 শতকল্প এই ভবচক্র করে সংসরন,
 গৌতম গোত্রের শাস্তার হবে আগমন ।
 শ্রাবক মাঝে উপালি নামে হয়ে পরিচিত,
 বিনয়ধর উপাধি তথায় পাবে খ্যাত ।
 জিনশাসন ধারক হবে আসব করে হত,
 শাক্যপুঙ্গব সভামাঝে প্রার্থিতপদ করবে অর্পিত ।
 অদ্য আমি সর্ব বন্ধন করতঃ হত,
 অপ্রমেয় অমৃতসুখ হল অধিগত ।
 রাজদণ্ডে শূলারোহি যথা জীবনের তরে,
 শূলমুক্তি হতে সতত ইচ্ছা করে ।
 তৎকালে কেউ তারে করলে ত্রান,
 কত সুখ পায় সেই যায়না ব্যাখ্যান ।
 সেইরূপ আমিও ভবদণ্ডে ছিলাম দণ্ডিত,
 ত্রি অগ্নি আর কর্মশূল্যে ছিলাম আবদ্ধ ।
 এবে মম মহাবীরের হলে দর্শন,
 তদ্বৈত সর্বদণ্ড সর্ববন্ধন হল ছেদন ।
 বিষাক্রান্ত হলে যদি কোন জন,
 জীবনের তরে প্রতিষেধক করে অশ্বেষণ ।

হেনকালে দৃষ্ট হলে কোন প্রাজ্ঞজন,
 প্রতিষেধক গ্রহণে রক্ষি মহৎজীবন ।
 সেইরূপ অবিদ্যা বিষে ছিলাম আক্রান্ত,
 মুক্তির তরে ধর্মোষধ অশ্বেষি সতত ।
 এবে মম শাক্যমুণির হলে দর্শন,
 ধর্মামৃত পানে পাইনু বিমল জীবন ।
 গরুড়পক্ষী ভক্ষ্যমান নাগরাজ করতে ধৃত,
 ছোঁনাদে মহাসমুদ্রে হয় পতিত ।
 তদ্বৎ জলরাশি শত যোজন প্রামণ,
 গরুড়বেগে বিক্ষুব্ধ হয় সেই স্থান ।
 তৎপর অধঃশিরে নাগরাজ করতঃ ধৃত,
 ভক্ষণ তরে ইচ্ছানুরূপ করে নিষ্পীড়িত
 সেইরূপ মহাবীর মোরে করতঃ দর্শন,
 গরুড়রাজের ন্যায় করেন বন্ধন ।
 তৎপর বিহারে হয়ে উপনীত,
 মম দৃষ্টিশল্য করেন উৎপাটিত ।
 আশাবতী লতা জন্মে চিত্তলতাবনে,
 একটি ফলফলে তার সহস্রবৎসর ব্যবধানে ।
 এমতরো দুর্লভ ফল করতে ভক্ষণ,
 দেবগণের প্রিয় হয় আশাবতী বন ।
 সেইরূপ শতসহস্র ব্যবধানে উদিল যেই মুণি,
 প্রাতঃসন্ধ্যায় দেবের ন্যায় তাঁরে আমি নমিঃ ।
 সূর্য স্পর্শে ফুল্লিত হয় কমল যেমন,
 মহাবীর বুদ্ধ স্পর্শ আমিও তেমন ।
 বলাকা যোনিতে পুরুষ জাতি নাই বিদ্যমান,
 গর্ভগ্রহণে মেঘ গর্জন আশে থাকে অপেক্ষামান ।
 কালক্রমে মেঘ করলে গর্জন,
 শ্রবণ করে মেঘনাদ করে গর্ভধারন ।
 যাবৎকাল পুনঃ মেঘনাদ শুনতে না পায় ।
 তাবৎকাল গর্ভপ্রসবের হয় না উপায় ।
 কালক্রমে মেঘগর্জন শুনবে যখন,

গৰ্ভভার মুক্ত হয়ে মহাপ্রীত হন ।
 পদুমুত্তরের ধর্মমেঘে করলে গর্জন,
 শ্রদ্ধায় পুণ্যগর্ভ হল মম ধারণ ।
 যতকাল পুনঃ ধর্মগর্জন করিনি শ্রবণ,
 ততকাল গর্ভভার ক্ষেপনে হইনি সক্ষম ।
 কালক্রমে কপিলধামে শাক্যমুনির হলে উদয় ।
 ক্ষেপন করি গর্ভভার মম সমদুয় ।
 এবে আমি তৃষ্ণাহীন ক্রেশ অবসানে,
 সমাপন হয়েছে কৃত্য বুদ্ধের শাসনে ।

[থের অপদান]

(এখানে অপদান গাথাটি সংক্ষেপিত করা হয়েছে, অপদান গ্রন্থে বিস্তারিত দ্রষ্টব্য)

অতঃপর ভগবান স্বয়ং তাঁকে সমস্ত বিনয় পিটক শিক্ষা দিলেন ।
 স্থবির নিজের প্রতিভাবলে “ভারুকচ্ছ, অঙ্কুক, কুমারকশ্যপবন্তু”^{৭৮} এই
 তিনটি বিষয়ের সুবিচার করলেন । ভগবান তাঁর এক একটি সুবিচারের
 এক একবার সাধুবাদ দিয়ে তাঁকে “বিনয়ধর” উপাধি প্রদান করে । তিনি
 উপোসথ দিনে “প্রাতিমোক্ষ”^{৭৯} আবৃত্তিকালীন ভিক্ষুগণকে উপদেশ প্রসঙ্গে
 তিনটি গাথা ভাষণ করেন-

২৪৯ । সদ্ধায় অভিনিক্খস্ম নব নব্বজিতো নবো,
 মিত্তে ভজ্যে কল্যাণে সুদ্ধাজীবে অতন্দিতে ।

২৫০ । সদ্ধায় অভিনিক্খস্ম নব নব্বজিতো নবো,
 সজ্জস্মিং বিহরং ভিক্খু সিক্খথ বিনয়ং বুধো ।

২৫১ । সদ্ধায় অভিনিক্খস্ম নব নব্বজিতো নবো,
 কপ্পাকপ্পেসু কুসলো বিহরেষ্য অপুরুক্কথোতি ।

^{৭৮}. এই বিষয় সমূহ জ্ঞাত হতে শ্রীমৎ বুদ্ধবংশ ভিক্ষু কর্তৃক অনুদিত ‘পারাজিকা’ গ্রন্থ দ্রষ্টব্য ।

^{৭৯}. বিনয় শাস্ত্র হতে সংগৃহীত উপদেশমূলক গ্রন্থ । এই গ্রন্থে উল্লিখিত শীলসমূহ বৌদ্ধ
 ভিক্ষুদের প্রতিপাল্য ।

বাংলা :

নব প্রব্রজিত কর্মফল ও রত্নত্রয়ে করতঃ বিশ্বাস,
শুদ্ধজীবী, বীর্যবান কল্যাণমিত্রের সনে করতে হবে বাস ।
সেই নব প্রব্রজিত^{৮০} সজ্জ মাঝে করে অবস্থান,
সদা তাঁকে করতে হবে যোগ্যাযোগ্য ও বিনয় সাধ্যায়ন ।
এরূপে প্রব্রজিত সর্ব বিষয়ে হয়ে জ্ঞাত,
তৃষ্ণাদির মূল উৎপাটনের প্রয়াশ করেন সতত । (৩ঃ১১)

এই গাথাত্রয় আয়ুত্মান উপালি স্থবির কর্তৃক ভাষিত ।

বিস্তৃতার্থ : এখানে “সদ্ধায়াতি” অর্থে- অচল শ্রদ্ধান্বিত হয়ে কর্মফলাদি ও রত্নত্রয়ের প্রতি বিশ্বাস করে । “অভিনিক্ষম্মাতি”- গৃহ ত্যাগ পূর্বক “নবপব্বজিতোতি”- নব প্রব্রজিত, প্রথম বয়সে প্রব্রজিত হয়েছে এমন শ্রামণ । “নবোতি”- শাসনে প্রথম শিক্ষার্থী দহর (বালক) । “মিত্তে ভজেয়্য কল্যাণে সুদ্ধাজীবী অতন্দিতেতি”- প্রিয়গুরু লাভার্থে শুদ্ধজীবী, অতন্দ্రిয়, বীর্যপরায়ণ কল্যাণমিত্রের সেবার জন্য উপদেশ অনুসারে অবস্থান করতে হবে ।^{৮১} “সজ্জস্মিং বিহরন্তি”- সজ্জারামে বাস করে ব্রতাদি পূরণ করতে হবে । “সিক্কেখং বিনয়ং বুধোতি”- জ্ঞানী ভিক্ষু বিনয় শিক্ষা করবে । কারণ বিনয় শাসনের আয়ু, বিনয় স্থিত হলে শাসনও স্থিত হবে । ইহা বুদ্ধ শাসনের আদি শুভ স্বরূপ । “কপ্পাকপ্পেসুতি”- সেই নব প্রব্রজিত যোগ্যাযোগ্য বিষয়ে বা সূত্র-সূত্রানুলোম বিষয়ে সুদক্ষ হবেন “অপুরক্কতোতি”- তৃষ্ণাদি উৎপাদনের প্রত্যাশা না করে বাস করবেন । -ইহাই অর্থ ।

আয়ুত্মান উপালি স্থবির গাথা বর্ণনা সমাপ্ত



^{৮০}. নব প্রব্রজিত : স্বাভাবিক নিয়মে প্রব্রজিত বয়স গণনা করা হয় না । যিনি যত অধিক বর্ষাবাস গ্রহণ করে তা যথারীতি সমাপ্ত করেছেন তিনি অপর অপেক্ষা তত অধিক বয়স্ক ।

^{৮১}. অঙ্গুত্তর নিকায় দ্রষ্টব্য ।

১২। উত্তরপাল স্থবির গাথা বর্ণনা

“পণ্ডিতং বত মং সন্ততি” -এই গাথা সমূহ আয়ুত্মান উত্তরপাল স্থবির কর্তৃক ভাষিত।
কোথায় এর উৎপত্তি?
গাথা সমূহের উৎপত্তি কথা-

ইনি পূর্ব বুদ্ধগণের আশীর্বাদগ্রহণ করতঃ বিপশ্বী ভগবানের গমন মার্গে একটি সেতু নির্মাণ করে দেন। সেই পুণ্য প্রভাবে দেব-মনুষ্যকুল পরিভ্রমণ করে গৌতম বুদ্ধের সময় শ্রাবস্তীর ব্রাহ্মণকুলে জন্ম গ্রহণ করে “উত্তরপাল” নামে পরিচিত হন। বয়ঃপ্রাপ্তে বুদ্ধের যমক প্রতিহার্য দেখে প্রব্রজিত হয়ে ভাবনা করেন। একদিন তার অসংযত ভাবে নিমিত্ত চিন্তা করায় পর কামরাগ উৎপন্ন হয়। তিনি তৎক্ষণাৎ “দ্রব্য সমেত চোর ধরার ন্যায়” স্বীয় চিন্তকে নিগ্রহ করে সংবেগ উৎপাদন করলেন এবং অনুকূল ভাবে কর্মস্থান ভাবনা করে অর্হৎ ফল প্রাপ্ত হন। অতঃপর গাথা ভাষণ করেন-

বিপশ্বী চক্ষুত্মানের যথায় গমন স্থান,
প্রসন্ন চিত্তে তথায় সেতু করিনু নির্মাণ।
সেই হতে একানব্বই কল্প হয়নি দুর্গতি,
প্রসাদ মনে সেতু দানের এমনই সুকৃতি।
অদ্য আমি তৃষ্ণাহীন ক্লেশ অবসানে,
সমাণ্ড হয়েছে কৃত্য বুদ্ধের শাসনে।

-[থের অপদান]

পরে স্থবির স্বীয় মার্গফলাদি পর্যবেক্ষণ করে সিংহনাদে গাথা ভাষণ করেন-

২৫২। পণ্ডিতং বত মং সন্তং অলমথবিচিন্তকং,
পঞ্চকামগুণা লোকে সম্মোহা পাতয়িংসু মং।

২৫৩। পক্খন্তো মারবিসয়ে দল্হ সল্ল সমপ্পিতো,
অসক্খিং মচ্চুরাজস্স অহং পাসা পমুচ্চিত্তং।

২৫৪ । সবে কামা পহীণা মে, ভবা সবে বিদালিতা,
বিক্ষীণো জাতি সংসারো, নথি দানি পুনব্ভবোতি ।

বাংলা :

শ্রুতময়ী-চিন্তাময়ী বিষয়ে ছিলাম জ্ঞাত,
আত্ম-পরহিত চিন্তায় ছিলাম সমর্থ ।
সম্মোহকর-পঞ্চকামগুণ হতে হয়ে বিমুক্ত,
কামশল্য ও মৃত্যুপাশ হতে হয়েছি প্রমুক্ত ।
আমার সমস্ত কামগুণ করতঃ হত,
কামভব কর্মভবাদি হয়েছে বিদলিত ।
জন্মরূপ সংসার হয়েছে পরিক্ষীণ,
পুনঃভব হবেনা আর অনাগত দিন । (৩ঃ১২)

এই গাথাত্রয় আয়ুত্মান উত্তরপাল স্ববির কর্তৃক ভাষিত ।

বিস্তৃতার্থ : এখানে “পণ্ডিতং বত মং সন্ততি” অর্থে- শ্রুতময়ী, চিন্তাময়ী বিষয়ে আমার ন্যায় পণ্ডিতকে, “অলমথবিচিন্তকন্তি”- আমি আত্ম-পরহিত চিন্তা করতে সক্ষম । ক্রেশাদি বিধস্ত করে অস্তিম জন্ম দর্শন হেতু স্ববির এভাবে ভাষণ করেন । “পঞ্চ কামগুণাতি” রূপাদি পঞ্চ কামরসদ বা পঞ্চকাম রাজ্যে, “লোকেতি”- পঞ্চক্ষন্ধ লোকে, “সম্মোহাতি”- মনোমুগ্ধকর নিমিত্ত অসংযতভাবে দর্শন হেতু তাঁর কবলে পতিত হই । “সম্মোহাতি”- সম্মোহিত কর, মতিভ্রম কর, বিভ্রান্তকর, “পাতয়িংসূতি”- দৃঢ়ভাবে পঞ্চকামগুণ চিরদিনের জন্য নিপাত করল । - ইহাই অর্থ ।

“পঞ্চন্দোতি”- প্রবিষ্ট হয়ে “মারবিসযেতি”- ক্রেশমার রাজ্যে প্রবেশ করে তার বশবর্তী হয়েছি- ইহাই অভিপ্রায় । দেবপুত্রমার যেখানে আধিপত্য করত, প্রভুত্ব করত তৎস্থানে আমি প্রবেশ করে, “দল্হসল্লসমপ্লিতোতি”- কামরাগ শল্য হৃদয় বিদ্ধ হয়ে, “অসকিংখ মচ্ছুরাজসস অহং পাসা পমুচ্চিহুন্তি”- আমি মৃতুরাজ পাশ হতে প্রমুক্ত হতে সমর্থ হয়েছি ।

অতঃপর “সবের কামা পহীনা মে ভবা সবেৰ পদালিতাতি”-
বস্তুকামাদি সমস্ত কামরাগকে আর্যমার্গের দ্বারা আমি সমুচ্ছেদ করেছি,
ক্লেশকামও সমুচ্ছেদ করেছি, আমার সমস্ত কামগুণ ধ্বংস হয়েছে।
কামভব ও কর্মভবাদি বিদলিত হয়েছে। “বিক্খীণো জাতিসংসারো নখি
দানি পুনব্ভবোতি”- জন্মরূপ সংসার পরিস্ফীণ হয়েছে, এখন আর জন্ম
গ্রহণ করতে হবেনা, ইহা আমার অন্তিম জন্ম। এভাবে স্থবির শেষ গাথাটি
ভাষণ করেছিলেন।

উত্তরপাল স্থবির গাথা বর্ণনা সমাপ্ত



১৩। অভিভূত স্থবির গাথা বর্ণনা

“সুণাথ ঐতযো সবেত্তি” -এই গাথা সমূহ আয়ুস্মন অভিভূত স্থবির কর্তৃক ভাষিত।
কোথায় এর উৎপত্তি?
গাথা সমূহের উৎপত্তি কথা-

ইনি পূর্ব বুদ্ধগণের আশীর্বাদগ্রহণ করে বৈশ্বভূ^{৮২} ভগবানের সময় এক কুলগৃহে জন্ম গ্রহণ করেন। বয়ঃপ্রাপ্তে সংসঙ্গ লাভ করে বুদ্ধ শাসনের প্রতি প্রসন্ন হয়ে ভগবানের পরিনির্বাণের পর বুদ্ধাঙ্গি গ্রহণ করতে জনসঙ্ঘকে উৎসাহিত করেন। নিজে সর্বাঙ্গে সুগন্ধজলে বুদ্ধের জ্বলন্ত শাশান নির্বাণ করেন। সেই পুণ্যপ্রভাবে দেব-মনুষ্যকুল সংসরণ করে গৌতম বুদ্ধের সময় বেঠিপুর নগরে রাজকূলে জন্ম গ্রহণ করে “অভিভূত” নামে পরিচিত হন এবং পিতার মৃত্যুর পর রাজত্ব লাভ করেন। সেই সময়ে ভগবান বহু জনপদ ভ্রমণ করে সেই নগরে উপস্থিত হন। রাজা শুনলেন যে- “ভগবান আমার নগরে শুভাগমণ করেছেন।” তখনই বুদ্ধের নিকট উপস্থিত হয়ে ধর্ম শ্রবণ করেন ও দ্বিতীয় দিনে মহাদান প্রবর্তন করেন। ভগবান তাঁর চিন্তানুরূপ বিস্তারিত ভাবে ধর্মদেশনা করলে তিনি ধর্ম শ্রবণের পর রাজত্ব ত্যাগ করে প্রব্রজিত হন ও অর্হত্ব ফল লাভ করেন এবং নিম্নোক্ত গাথা ভাষণ করেন—

^{৮২}. বৈশ্বভূ বুদ্ধ (বিশ্বভূ) : শিখী বুদ্ধের পরে জগতে বৈশ্বভূ বুদ্ধ উৎপন্ন হয়। তাঁর ত্রিবিধ শ্রাবক সম্মেলন হয়েছিল। প্রথম সম্মেলনে আশী লক্ষ ভিক্ষু, দ্বিতীয় সম্মেলনে সত্তর লক্ষ ও তৃতীয় সম্মেলনে ষাট লক্ষ ভিক্ষু উপস্থিত ছিলেন। তখন আমাদের গৌতম বোধিসত্ত্ব সুদর্শন নামক নরপতিরূপে জন্মগ্রহণ করে বুদ্ধ প্রমুখ সঙ্ঘকে চীবরাদি সহ মহাদান দিয়ে শান্তার নিকট প্রব্রজিত হয়েছিলেন। বিবিধ সদাচার গুণমণ্ডিত হয়ে তিনি চিত্রদর্শনজনিত প্রীতি লাভের ন্যায় বুদ্ধরত্নের প্রতি সর্বদাই সুপ্রসন্ন থাকতেন। ভগবান বৈশ্বভূর জন্মস্থান ছিল অনোপম নামক নগর। সুপ্রতীত নামক ভূপতি পিতা, যশবতী নাম্নী মাতা, শোণ এবং উত্তরা নামক দুই অগ্রশ্রাবক, উপসম্পন্ন নামক উপস্থাপক এবং দামা ও সমালা নাম্নী তাঁর দুই অগ্রশ্রাবিকা ছিলেন। তাঁর বোধিবৃক্ষ ছিল শালতরু, দেহের উচ্চতা ষাট হস্ত ও ষাট হাজার বৎসর তাঁর পরমায়ু ছিল (জাতক নিদান)

বেশ্বভূ ভগবানের দেহাস্থি করতে গ্রহণ,
জ্বলন্ত শ্মশানাগ্নি সুগন্ধি জলে করি নির্বাপন ।।
সেই পুণ্যে একত্রিশ কল্প হয়নি দুর্গতি,
সুগন্ধি জলে অগ্নি নির্বাপনের এমনই সুকৃতি ।
অদ্য আমি তৃষ্ণাহীন ক্লেশ অবসানে,
সমাপন হয়েছে কৃত্য বুদ্ধের শাসনে ।

-[থের অপদান]

সেই সময়ে তার জ্ঞাতিবর্গ ও প্রজাবৃন্দ সমবেত হয়ে বললেন-
“ভাস্তে, কেন আপনি আমাদেরকে অনাথ করে প্রব্রজিত হলেন ।” এই
নিবেদন করে সকলে বিলাপ করত লাগল । স্থবির তাদেরকে প্রব্রজ্যা
গ্রহণের কারণ সম্বন্ধে নিম্নোক্ত গাথা সমূহ ভাষণ করেন-

২৫৫ । সুণাথ এগাতযো সবেব যাবন্তেথ সমাগতা,
ধম্মং বো দেসযিস্সামি, দুক্কং জাতি পুনপ্পুনং ।

২৫৬ । আরভথ, নিক্কমথ, যুগ্গথ বুদ্ধ-সাসনে,
ধুনাথ মচ্চুনো সেনং নলাগারং'ব কুঞ্জরো ।

২৫৭ । যো ইমস্মিং ধম্মম-বিনয়ে অপ্রমত্তো বিহেস্সতি,
পহায় জাতি সংসারং দুক্কস্সসত্ত্বং করিস্সতী'তি ।

বাংলা :

আমার জ্ঞাতি প্রমুখ আর সমাগত জন,
মনোযোগে মম ধর্মকথা করহ শ্রবণ ।
পুনঃপুনঃ জন্ম গ্রহণ বড়ই দুঃখকর,
তদ্ব্যতীত শাসনে স্মৃতিমান-মাত্রাজ্ঞ হও সত্ত্বর ।
হস্তী যেমন নলাগারকে করে বিনাশ,
তদ্রূপে মারসেনাকে সবে কর নাশ ।
ধর্ম-বিনয়ে অপ্রমত্তে বাস করে যেইজন,
জন্মরূপ সংসার ত্যজি তিনি সুখী হন ।

এই গাথাত্রয় আয়ুত্মান অভিভূত স্থবির কর্তৃক ভাষিত । (৩ঃ১৩)

বিস্তৃতার্থ : এখানে “সুণাথাতি” অর্থে- এখানে উপস্থিত সকলে আমার বাক্য মনোযোগের সাথে শ্রবণ কর । “ঞঃঞযোতি”- আমার জ্ঞাতি প্রমুখ আরো যতজন, এখানে স্থবির সম্বোধনার্থ প্রকাশ করেছেন- “সবেব যাবন্তেথ সমাগতা”তি”- উপস্থিত সকলে শ্রদ্ধা সহকারে “সুণাথা”- শ্রবণ কর “ধম্মং বো দেসযিস্সমী”- আমি তোমাদেরকে ধর্মদেশনা করব । “দুক্ষা জাতি পুনশ্চুন”- জন্মগ্রহণ করলে মাতৃগর্ভ হতে গুরু করে জরা- ব্যাধি সম্ভূত মহাদুঃখ ভোগ করতে হয় । তদ্ব্যতীত পুনঃ পুনঃ জন্ম গ্রহণ বড়ই দুঃখকর ।

অতঃপর স্থবির জাতিদুঃখ হতে মুক্তির উপায় নির্দেশ করতে উৎসাহ মূলক- “আরম্ভথা” গাথাটি ভাষণ করেন । “আরম্ভথাতি” অর্থে- বীর্যনুষ্ঠান কর, বীর্যবান হও । “যুজ্জথ বুদ্ধসাসনেতি”- বুদ্ধের শাসনে শীলপালন, ইন্দ্রিয় রক্ষণ; ভোজনে মাত্রাজ্ঞান, স্মৃতি উৎপাদন এই সব ধর্মে নিযুক্ত হও । “ধুনাথ মচ্ছুনো সেনং নলাগারংব কুঞ্জরোতি”- বলবান হস্তী যেমন নলাগারকে বিধ্বংস করে তেমনি মৃত্যুরাজ সৈন্যকে অর্থাৎ ক্লেশ শত্রুকে বিধ্বংস কর, বিনাশ কর । -ইহাই অর্থ ।

পুনঃরায় স্থবির বুদ্ধের শাসনের প্রতি উৎসাহ করে “যো ইমস্মি” তৃতীয় গাথা ভাষণ করেন- যে এই ধর্ম-বিনয়ে অপ্রমত্ত ভাবে বাস করবে, সে জন্মরূপ সংসারকে পরিত্যাগ করে চিরদুঃখের অবসান করবে । -ইহাই অর্থ ।

অভিভূত স্থবির গাথা বর্ণনা সমাপ্ত



১৪ । গৌতম স্থবির গাথা বর্ণনা

“সংসরন্তি” -এই গাথা সমূহ আয়ুত্মান গৌতম স্থবির কর্তৃক ভাষিত ।

কোথায় এর উৎপত্তি?

গাথা সমূহের উৎপত্তি কথা-

ইনি পূর্ব বুদ্ধগণের আশীর্বাদগ্রহণ করে শিখী বুদ্ধের পরিনির্বাণের পরে তাঁর শ্মশান দেব-মনুষ্যগণ পূজা করতেছেন দেখে আটটি চম্পক পুষ্পে পূজা করেন । সেই পুণ্য প্রভাবে দেব-মনুষ্যকুল সংসরণ করে গৌতম বুদ্ধের সময়ে শাক্যরাজ কুলে জন্ম গ্রহণ করে “গৌতম” নামে পরিচিত হন । বয়ঃপ্রাপ্তে একদিন জ্ঞাতি সমাগমে প্রব্রজিত হয়ে ষড়্ভাজ্জ হন এবং নিম্নোক্ত গাথা ভাষণ করেন-

মহাস্নাতক শিখীবুদ্ধ লোকবন্ধু প্রধান,
অষ্ট চম্পক দানে তার চিতায় করিনু প্রণাম ।
সেই হতে একত্রিশ কল্প হয়নি দুর্গতি,
শ্রদ্ধাচিহ্নে পুষ্প দানের এমনই সুকৃতি ।
অদ্য আমি ষড়্ভাজ্জ ক্লেশ অবসানে,
সমাপন হয়েছে কৃত্য বুদ্ধের শাসনে ।

-[থের অপদান]

অতঃপর তাঁকে জ্ঞাতিগণ বললেন যে- “ভাশ্বে, কেন আমাদেরকে পরিত্যাগ করে প্রব্রজিত হয়েছেন?” তদুত্তরে স্থবির বললেন- “আমি সংসার দুঃখে অতিশয় কাতর হয়ে ছিলাম, এখন পরম শান্তি নির্বাণসুখ লাভ করেছি ।” এই বলে নিম্নোক্ত গাথা ভাষণ করেন-

২৫৮ । সংসরং হি নিরযং অগঞ্জিসং,
পেতলোকমগমং পুনপ্পুনং,
দুক্খমমিহ পি তিরচ্ছানযোনিয়া
নেকধা হি বৃসিতং চিরস্ময়া ।

২৫৯ । মানুসোপি চ ভবোভিরাধিতো,
সগ্নকাযমগমং সক্তিং সক্তিং,
রূপধাতুসু অরূপধাতুসু
নেবসঞ্ঞীসু অসঞ্ঞীসু ঠিতং ।

২৬০ । সম্ভবা সুবিদিতা অসারকা
সজ্জতা পচলিতা সদেরিতা,
তং বিদিত্বা মহমত্তসম্ভবং
সন্তিম্বেব সতিমা সমজ্জগন্তি ।

বাংলা :

আদ্যন্ত-বিরহিত পুনঃ পুনঃ সংসার করত ভ্রমণ,
অষ্টনিরয়^{৮০} ও ষোড়শ উৎসদ^{৮১} নিরয়ে^{৮২} জন্ম করেছি গ্রহণ ।
পুনঃ পুনঃ দুঃখাকর ক্ষুৎপিপাসাদি প্রেতলোকে হয়েছি জাত,
উষ্ট্র-গরু-গন্ধর্ভ-কাক-বলাকাদি যোনিতেও বহুবার হয়েছি ভীত ।
কখনও কখনও স্বর্গে করেছি পরিভ্রমণ,
রূপারূপ-নৈবসংজ্ঞা নাসংজ্ঞা ভবে জন্ম করেছি ধারণ ।
এবে মম জন্ম গ্রহণের দোষ হয়েছে জ্ঞাত,
অসার সংস্কার চলমান ধর্মসমূহ বড়ই অনিত্য ।
ঈশ্বরায়ত্ব বিহীন এই সংসার হয়েছি সুবিদিত,
স্মৃতি সহকারে নির্বাণ শাস্তি করেছি অধিগত । (৩ঃ১৪)

এই গাথাত্রয় আয়ুত্মান গৌতম স্থবির কর্তৃক ভাষিত ।

বিস্তৃতার্থ : এখানে “সংসরন্তি” অর্থে- আদ্যন্ত-বিরহিত সংসারে
পুনঃ পুনঃ ভ্রমন করা, পুনঃ পুনঃ জন্ম-মৃত্যুতে সংসরণ করা । -ইহাই অর্থ ।

^{৮০}. অষ্টমহা নিরয় : ১) সঞ্জীব, ২) কালসুত্ত, ৩) সজ্জাত, ৪) রোরুব, ৫) মহরোরুব, ৬) তাপন, ৭) মহাতাপন ও ৮) অবীচি । (সঙ্কর্ম রত্নাকর)

^{৮১}. ষোড়শ উৎসদ (উৎসদ) নিরয় : ১) বেতরণী, ২) পচনসুনখ, ৩) সজোতি, ৪) অঙ্গারকাসু, ৫) ১ম লোহকুস্তী, ৬) ২য় লোহকুস্তী, ৭) পহুতসলিলানদী, ৮) সেলময়াদি, ৯) সূনাপন, ১০) মীলপিণ্ড, ১১) অসূচী রহদ, ১২) বলিসবিদ্ধ, ১৩) অয়পকবত, ১৪) অয়মুগ্গর, ১৫) সিম্বলী ও ১৬) পচনক । (সঙ্কর্ম রত্নাকর)

“হীতি” ব্যাকরণে অব্যয় পদ, “নিরয়ং অগচ্ছিসসন্তি”- অগ্নিময় সঞ্জীবাদি অষ্ট মহানিরয় ও ষোড়শ উৎসদ্ নিরয়ে জন্ম গ্রহণ করেছে। “পেতালোকন্তি”- ক্ষুৎপিপাসাদি প্রেতলোকে “অগমন্তি”- প্রতিসন্ধি গ্রহণ করেছে, উৎপন্ন হয়েছে। “পুনশ্চনন্তি”- পুনঃ পুনঃ, বারংবার, “দুঃখমমিহপীতি”- অনেক বার তীক্ষ্ণ কশাঘাত দুঃখ ভোগ করেছে, বিলাপ-ক্রন্দন করেছে, ভীত-ত্রাসিত অন্তরে দুঃখ ভোগ করেছে। তদ্ব্যতীত বলা হচ্ছে- “দুঃখমমিহপীতি”। “তিরচ্ছানযোনিযন্তি”- মৃগ-পক্ষী আদি যোনিতে, তীর্যক যোনিতে, “নেকধা হীতি”- উষ্ট্র, গরু, গর্দভ, কাক, বলাকা, কুণাল প্রভৃতি তীর্যক যোনিতে ভীত-ত্রাসিত হয়েছে। “মানুসোপি চ ভবো ভিরাধিতোতি”- উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত বা অনুগামী কুশলকর্মের প্রভাবে আমার মনুষ্যকূলে বহুবার জন্মলাভ হয়েছে।^{৮৫} “সম্মকায়মগমং সকিং সকিন্তি”- কখনও কখনও স্বর্গেও উৎপন্ন হয়েছে, “রূপধাতুসূতি”- পৃথগ্জনাবস্থায় রূপলোক ও “অরূপধাতুসূতি”- অরূপলোকেও জন্ম গ্রহণ করেছে। “নৈবসংজ্ঞাঃসু অসংজ্ঞাঃসুটিষ্ঠন্তি”- নৈবসংজ্ঞানাসংজ্ঞা ও অসংজ্ঞী^{৮৬} ভবেও জন্ম গ্রহণ করেছে।

উপরোক্ত গাথাদ্বয়ে স্থবির আদ্যন্ত-বিরহিত সংসারবর্তে স্বীয় জন্মদুঃখ ব্যাখ্যা করে তৃতীয় গাথায় সেই অনন্ত দুঃখ অবসান প্রকাশার্থে- “সম্ভবা” গাথা ভাষণ করেন- “সম্ভবাতি” অর্থে- ভব, কামভবাদি যোনি গ্রহণ বা জন্ম পরিগ্রহণ; “সবিদিতাতি”- বিদর্শনাদি শ্রেষ্ঠমার্গের দ্বারা আমি জন্ম সম্বন্ধে সুবিদিত হয়েছে। “অসারকাতি”- ইহা অসার সারবিরহিত, “সজ্জাতাতি”- সত্যই ইহা সংখ্যাত বা সংস্কার মূলক “পচলিতাতি”- ইহা জরা-মরণ ধর্মসমূহ দ্বারা অস্থির। “সদেৱিতাতি”- ইহা সদা সর্বকাল ভঙ্গশীল, প্রভঙ্গুর- ইহাই অর্থ। “তং বিতিত্বা মহামন্তসম্ভবন্তি”- তাকে আমি যথাভূত ভাবে দর্শন করে জ্ঞাত হয়েছে, ঈশ্বরায়ত্ব বিহীন স্বীয় আয়ত্ব

^{৮৫}. এই বিষয়ে সুবিদিত হতে মধ্যনিকায় ও সংযুক্ত নিকায় ‘কাণকচ্ছপোপমসুত্ত’- এর উদাহরণটি দ্রষ্টব্য।

^{৮৬}. অসংজ্ঞী : অসংজ্ঞী বলতে অসংজ্ঞসত্ত্ব বুঝায়। অসংজ্ঞ রূপব্রহ্মলোকের সত্ত্বগুণের পঞ্চকন্দের মধ্যে ‘নাম’ ও ‘বেদনা’ বর্তমান থাকে। কিন্তু ‘সংজ্ঞা-সংস্কার-বিজ্ঞান’- এই তিনটি বর্তমান থাকে না বলে এই ভরের সত্ত্বগুণ নিক্ষেপের মতো নূতন কিছু ভাবতে বা চিন্তা করতে পারে না। তদ্ব্যতীত এই ভবের সত্ত্বগুণ অসংজ্ঞসত্ত্ব নামে পরিচিত।

বিষয়ে পরিজ্ঞান দ্বারা জ্ঞাত হয়ে “সন্তিম্বেব সতিমা সমজ্জগন্তি”- স্মৃতি সহকারে শান্তি বা নির্বাণকে অধিগত করেছি ।

এভাবে স্থবির তাঁর জ্ঞাত বিষয় ধর্মোপদেশ কালে প্রকাশ করেন ।

গৌতম স্থবির গাথা বর্ণনা সমাপ্ত



১৫। হারিত স্থবির গাথা বর্ণনা

“যো পুবেব করণীযানীতি”-এই গাথা সমূহ আয়ুত্মান হারিত স্থবির কর্তৃক ভাষিত।

কোথায় এর উৎপত্তি?

গাথা সমূহের উৎপত্তি কথা-

ইনি পদুমুত্তর বুদ্ধের সময় কুলগৃহে জন্ম গ্রহণ করেন। বুদ্ধের পরিনির্বাণের পর তাঁর শ্মশান সুগন্ধিদ্বারা পূজা করেন। সেই পুণ্যে দেব-মনুষ্যকুল পরিভ্রমণ করে গৌতম বুদ্ধের সময় শ্রাবস্তীতে ব্রাহ্মণকূলে জন্ম গ্রহণ করে “হারিত” নামে পরিচিত হন। বয়ঃপ্রাপ্তে জাত্যাভিমানবশতঃ অপরাপর লোককে বৃষলবাক্যে সম্বোধন করতেন। পরে তিনি ভিক্ষুদের নিকট ধর্মশ্রবণ করে প্রব্রজিত হন। কিন্তু চিরাভ্যস্ত বৃষলবাদ পরিত্যাগ করতে পারলেন না। একদিন ভগবানের ধর্মকথা শুনে সংবেগ প্রাপ্ত হন, নিজের চিত্তবিকার জ্ঞাত হয়ে মান-ঔদ্ধত্যপূর্ণ চিত্তকে নিগ্রহ করে অর্হত্বফল প্রাপ্ত হলেন এবং নিম্নোক্ত গাথা ভাষণ করেন-

বিবিধ সুগন্ধিদ্বারা শ্মশান করে সমাজন,

বুদ্ধ শ্মশান পূজেছিঁনু হয়ে ইষ্টমন।

তদাহতে শতসহস্র কল্প হয়নি দুর্গতি,

শ্রদ্ধাচিন্তে শ্মশানপূজার এমনই সুকৃতি।

অদ্য আমি তৃষ্ণাহীন ক্লেশ অবসানে,

সমাপন হয়েছে কৃত্য বুদ্ধের শাসনে। (৩ঃ১৫)

-[থের অপদান]

অতঃপর স্থবির বিমুক্তি সুখে বিহার কালে “যো পুবেব করণীযাতি” তিনটি গাথা ভাষণ করেন।

[গাথা সমূহের পদ্য ও ব্যাখ্যাংশ উক্ত নিপাতে বহুল স্থবির গাথা বর্ণনায় আলোচনা করা হয়েছে।]

হারিত স্থবির গাথা বর্ণনা সমাপ্ত



১৬। বিমল স্থবির গাথা বর্ণনা

“পাপমিভ্বেতি” -এই গাথা সমূহ আয়ুত্মান বিমল স্থবির কর্তৃক
ভাষিত।

কোথায় এর উৎপত্তি?

গাথা সমূহের উৎপত্তি কথা—

ইনি পূর্ব বুদ্ধগণের আশীর্বাদগ্রহণ করে পদুমুত্তর ভগবানের সময়
এক কুলগৃহে জন্ম গ্রহণ করেন। ভগবানের পরিনির্বাণ সময়ে সাধুকীড়া
করেন। উপাসকগণ ভগবানের মৃতদেহ শ্মশানে নিয়ে উপনীত হলে তিনি
বুদ্ধের গুণ স্মরণ পূর্বক সুমন পুষ্পে পূজা করেন। সেই পুণ্যকর্মের প্রভাবে
দেব-মনুষ্যকুল সংসরণ করে গৌতম বুদ্ধের সময়ে বারাণসীতে ব্রাহ্মণকুলে
জন্ম গ্রহণ করে “বিমল” নামে পরিচিত হন। বয়ঃপ্রাপ্তে সোমমিত্র স্থবিরের
নিকট প্রব্রজিত হয়ে তার উপদেশে অচিরে অর্হত্বফল লাভ করেন। এবং
নিম্নোক্ত গাথা ভাষণ করেন—

মনুষ্যগণ ভগবানের মৃতদেহ নিয়ে চিতায় করতে গমন,
বুদ্ধগুণ স্মরণপূর্বক সুমনপুষ্পে প্রীতমনে পূজেছি তখন।
সেই পুণ্যে শতসহস্র কল্প হয়নি দুর্গতি,
প্রসাদ মনে পুষ্প পূজার এমনই সুকৃতি।
অদ্য আমি তৃষ্ণাহীন ক্লেশ অবসানে,
সমাণ্ড হয়েছে কৃত্য বুদ্ধের শাসনে।

—[থের অপদান]

অতঃপর স্থবির সঙ্গী ভিক্ষুকে উপলক্ষ্য করে তিনটি গাথা ভাষণ করেন।

২৬৪। পাপমিত্ত বিবজ্জেত্বা ভজ্যেয়ুত্তমপুণ্ণলে,
ওবাদে চ’স্স তিটেঠ্য্য পথেত্তো অচলং সুখং।

২৬৫। পরিত্তং দারুমানুয়হ যথাসীদে মহগ্গবে,
এবং কুসীতমাগস্ম সাধুজীবী বিসীদতি।

২৬৬। তস্মা নং পরিবজ্জেয়্য কুসীতং হীনবীরিয়ং, ৬৬
পবিবিত্তেহি অরিয়েহি পহিতত্তেহি ঝাযিহি;
নিচ্চং আরদ্ধ বিরিয়েহি পণ্ডিতেহি সহাবাসে’তি।

বাংলা :

সদা পাপী মিত্রকে করতঃ বর্জন,
উত্তমের সেবা কর অনুক্ষণ ।
নির্বাণ প্রয়াশী হয়ে তখন,
তঁর উপদেশে করবে কর্ম সম্পাদন ।
কার্যতঃ করবে যা ভাষিবেও তা,
অকার্যতঃ বৃথাবাক্য ভাষ না কদা ।
কার্যতঃ শূন্য যেবা শুধু কথাই বাহার,
পণ্ডিতজন মুহুর্তে বুঝতে পারে জ্ঞান কত তার ।
বুদ্ধ বর্ণিত নির্বাণ পরম সুখকর,
শোক-তাপহীন সর্বদুঃখ নিরুদ্ধকর । (৩ঃ১৬)

বিস্তৃতার্থ : এখানে “পাপমিত্তেতি” অর্থে- অকল্যাণমিত্র, পাপীমিত্র, অপুরুষ, বীর্যহীন ব্যক্তি । “বিবজ্জেন্দ্ৰত্বাতি”- তাকে ভজন (সেবা, পূজা) না করে দূরে বর্জন পূর্বক; “ভজেয়্যুত্তমপুণ্ণলন্তি”- সুপুরুষকে, পণ্ডিতকে, কল্যাণমিত্রকে উপদেশ-অনুশাসন গ্রহণ পূর্বক উত্তম ভাবে সেবা করবে । “ওবাদে চস্‌স তিটেঠ্য্যাতি”- তঁরই উপদেশে থেকে কর্ম সম্পাদন করবে, “পথেন্তোতি”- আকাজ্ঞা ও প্রার্থনা করবে, “অচলং সুখন্তি”- নির্বাণসুখ ও ফলসুখ, যে সুখ শ্বাশত ও অপরিবর্তণী “অচল”ন্তি । -ইহাই অর্থ ।

[অবশিষ্ট গাথার ব্যাখ্যাংশ উক্ত নিপাতে বঙ্কল স্থবির গাথা বর্ণনায় আলোচনা করা হয়েছে ।]

বিমল স্থবির গাথা বর্ণনা সমাপ্ত

তিক্‌ নিপাতে নির্বাণগত বিমলসহ স্থবির ষোলজন,
সিংহনাদে ৪৮টি গাথা করেছেন কীর্তন ।

তিক্‌ নিপাত সমাপ্ত



চতুষ্ক নিপাত

১। নাগসমাল স্থবির গাথা বর্ণনা

“অলঙ্কৃতাতি” -এই গাথা সমূহ আয়ুত্থান নাগসমাল স্থবির কর্তৃক ভাষিত ।
কোথায় এর উৎপত্তি?
গাথা সমূহের উৎপত্তি কথা-

ইনি পদুমুত্তর বুদ্ধের সময় কুলগৃহে জন্ম গ্রহণ করেন । একদিন গ্রীষ্মের তীব্র-রৌদ্রতপ্ত ছায়াবিহীন পথে গমনরত বুদ্ধকে দেখে প্রসন্নমনে ছত্র দান করেন । সেই পুণ্য প্রভাবে দেব-মনুষ্যকুল পরিভ্রমণ করে গৌতম বুদ্ধের সময়ে শাক্যরাজকুলে জন্ম গ্রহণ করে “নাগসমাল” নামে পরিচিত হন । বয়ঃক্রমে জ্ঞাতি সমাগমে সংসার ত্যাগে প্রব্রজ্যাধর্ম গ্রহণ করে কিছুদিন বুদ্ধের সেবায় নিয়োজিত হন । একদিন পিণ্ডাচরণার্থে নগরে প্রবেশ করতেছেন এমন সময় এক সুসজ্জিতা, সুশ্রী-লাবণ্যময়ী নর্তকীকে রাজপথে বাদ্য সহকারে নৃত্যরত দেখে ভাবলেন- “এই রমনী চিত্তক্রিয়া বায়ুধাতু প্রভাবে সমস্ত শরীরকে ইচ্ছানুরূপ পরিবর্তন করতেছে ।” অহো, সংস্কার কি অনিত্য! তৎমুহূর্তে স্থবির বিনাশশীল স্বভাবের প্রতি অনুধাবন করে অর্হত্ব ফল প্রাপ্ত হয়ে নিম্নোক্ত গাথা সমূহ ভাষণ করেন-

প্রজ্জ্বলিত অঙ্গারের ন্যায় রৌদ্রতপ্ত ধরায়,
নগ্নপদে ভগবান পদুমুত্তর গমনে তথায় ।
এমন তরো মুহূর্তে দৃষ্ট হলে বুদ্ধে,
শ্বেতছত্র দান করি দীর্ঘ কালের হিতে ।
রৌদ্রতপ্ত এই পৃথিবী যেন জলভ্রম,
গ্রহণীয়া মমছত্র শীত-তাপ-বায়ু করেন নিবারণ ।
মহাযশস্বী করুণাঘন পদুমুত্তরের অনুকম্পায়,
মম সংকল্প পূর্ণ হয় ছত্র দানের প্রভায় ।
ত্রিশকল্প দেবলোকে লভি দেবেন্দ্র আসন,
পঞ্চশতবার চক্রবর্তী হয়ে ভুলোক করি শাসন ।
প্রদেশরাজা হয়েছি আমি অগণিত বার,
পূর্বকৃত কুশলকর্মের এমনই প্রভাব ।

ইহাই আমার অস্তিম জন্ম, তৃষ্ণামূল হয়েছে উৎপাটন,
অদ্য আমি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ ছত্র করেছি ধারণ ।
সেই হতে শত সহস্র কাল হয়নি দুর্গতি,
প্রীতমনে শ্বেতছত্র দানের এমনই সুকৃতি ।
এবে আমি তৃষ্ণাহীন ক্লেশ অবসানে,
সমাপন হয়েছে কৃত্য বুদ্ধের শাসনে ।

-[থের অপদান]

অতঃপর তিনি অর্হত্বফল সম্প্রাপ্ত হয়ে নিম্নোক্ত গাথা সমূহও
ভাষণ করেন-

- ২৬৭ । অলঙ্কতা সুবসনা মালিনী চন্দনুস্দা,
মজ্জে মহাপথে নারী তুরিয়ে নচ্চতি নট্টকী ।
- ২৬৮ । পিণ্ডিকায় পবিট্টোহং গচ্ছন্তো নং উদক্খসং,
অলঙ্কতং সুবসনং মচ্ছুপাসং'ব ওড়িতং ।
- ২৬৯ । ততো মে মনসিকারো যোনিসো উদপজ্জথ,
আদীনবো পাতুরহু নিব্বিদা সমতিট্টথ ।
- ২৭০ । ততো চিত্তং বিমুচ্ছি মে, পস্স ধম্ম সুধম্মতং,
তিস্সো বিজ্জা অনুপ্পত্তা কতং বুদ্ধস্স সাসনন্তি ।

বাংলা :

অলঙ্কত-সুবসন পুষ্পমাল্য করে ধারণ,
নট্টকী পথিমধ্যে বাদ্যতালে নৃত্যে হয় নিমগণ ।
পিণ্ডার্থে প্রবেশ করি রাজ পথধরে,
হঠাৎ দৃষ্টিগোচর হয় রূপজাল বিস্তৃত সেই রমণীরে ।
এদেহ অস্থিসংযোজিত স্নায়ুবন্ধ মাংসলিগু করতঃ বিচার,
আত্ম-পরদেহের প্রতি উৎপন্ন হয় অসারত্ব ভাব ।
প্রত্যক্ষ করি দোষ জ্ঞান হল স্থিত,
অতঃপর বিদর্শনে চিত্ত হল বিমুক্ত ।
ত্রিবিদ্যা অধিগতে নির্বাণপ্রদ ধর্মের হল দর্শন,
সকল কার্যকৃত্য হয়ে প্রত্যক্ষ করেছি বুদ্ধ বচন । (৪ঃ১)

বিস্তৃতার্থ : এখানে “অলঙ্কৃতাতি” অর্থে- হস্তপদাদি (অপাদমস্ত ক) সুবর্ণ ও মহামূল্যবান অলঙ্কার দ্বারা অলংকৃত বা আবৃত করে। “সুবসনাতি”- সুন্দর মস্ন বস্ত্র, লাবণ্যোজ্জ্বল বস্ত্র পরিধান করে, “মালিনীতি”- পিলক্সিপুষ্পমাল্য ধারণ করে, “চন্দনুসদাতি”- সমস্ত শরীরে সুগন্ধি চন্দন লেপন করে, চন্দন চর্চিত হয়ে “মঝে মহাপথে নারী তুরিয়ে নচ্চতি নট্টকীতি”- এক যুবতী নর্তকী নগরের সুবহু রাস্তার মধ্যে পঞ্চাঙ্গিক তূর্য বাদ্য^৭ ইচ্ছানুরূপ নৃত্য করতেন। -ইহাই অর্থ।

“পিণ্ডিকায়তি”- দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করতে বা পিণ্ডাচরণ করতে “পবিট্টোহন্তি”- প্রবেশ করি, প্রবিষ্ট হই, “গচ্ছন্তো নং উদকিখসুং”- সুবহু পথে গমন কালে বা গমন করতে করতে সেই লাবণ্যগর্বিতা নর্তকীকে অবলোকন করি “কিং বিয়?”- কিসের ন্যায়? মৃত্যুরাজের পাশতুল্য, মৃত্যুপাশের ন্যায়। যেখানে অনবহিতভাবে পঞ্চকামগুণে অঙ্ক হয়ে মূর্খজন জীবন বিসর্জন দেয়, “মনসীকারো যোনিসো উদপজ্জথাতি”- এই দেহ অস্থিসংযোজিত, স্নায়ুসম্বন্ধীভূত, মাংসলিঙ্গ, অসূচীদুর্গন্ধ, অতিশয়ঘৃণীত, ক্ষয়ধর্মী পরমদন-ভেদন ও বিনাশধর্মী এরূপ প্রজ্ঞানেত্রে দর্শন করি। “আদীনবো পাতুরহতি”- দেহ স্বভাবই ভঙ্গুরশীল ও উদয়-ব্যয় ধর্মী, সদা এর পরিচর্যা করতে হয়, ইহা ভঙ্কর যক্ষতুল্য পীড়াদায়ক এরূপে দেহের আদীনবো (দোষ) বা অসারত্ব দর্শন করি। “নিব্বিদা সমাতিট্টথাতি”- দোষ প্রত্যক্ষ হলে নির্বিদা (নির্বাণ) জ্ঞান আমার হৃদয়ে স্থিত হয়, তৎমূহর্তে রূপ-অরূপ ধর্মের প্রতি নিরাসক্তভাব, বিরাগভাব উৎপন্ন হয়। “ততোতি বিপসুসনাঞঞণাতো পরং”- বিদর্শন ভাবনার পরে চিত্ত মার্গনুক্রমে সকল ক্লেশ হতে বিমুক্ত হয়েছিল। এতে ফলোৎপত্তি জ্ঞান দর্শন হয়। মার্গক্ষেপে ক্লেশ বিমুক্তি করাকে ফলবিমুক্তি বলা হয়। -ইহাই অর্থ।

নাগসমাল হুবির গাথা বর্ণনা সমাপ্ত



^৭. পঞ্চাঙ্গ তূর্য যথা- আতত, বিতত, আতত-বিতত, সুমির ও ঘন (পঃ সূ)।

২। ভগু স্থবির গাথা বর্ণনা

“অহং মিন্ধেনাতি” -এই গাথা সমূহ আয়ুত্থান ভগু স্থবির কর্তৃক ভাষিত।

কোথায় এর উৎপত্তি?

গাথা সমূহের উৎপত্তি কথা-

ইনি পদুমুত্তর বুদ্ধের সময়ে কুলগৃহে জন্ম গ্রহণ করেন। কালক্রমে বুদ্ধের পরিনির্বাণগত হলে সুগন্ধি পুষ্পদ্বারা পুলকিত চিণ্ডে বুদ্ধাস্থি পূজা করেন। সেই পুণ্যের প্রভাবে “নির্বাণরতি স্বর্গে”^{৮৮} উৎপন্ন হয়। অতঃপর দেব-মনুষ্যকুল পরিভ্রমণকালে গৌতম বুদ্ধের সময় শাক্যরাজকুলে জন্ম গ্রহণ করে “ভগু” নামে পরিচিত হন। বয়ঃক্রমে অনুরুদ্ধ, কিম্বিল প্রভৃতির সাথে সংসার নিক্রমণ করে প্রব্রজ্যা ধর্মে দীক্ষিত হয়ে বালকলোণক গ্রামে বাস করেন। একদিন স্ত্যানমিদ্ধ^{৮৯} (তন্দ্রা, আলস্য) দূর করার অভিপ্রায়ে আবাসের বহির্ভাগে চংক্রমণ করতে করতে হঠাৎ ভূমিভাগে পড়ে গেলেন। এরপর স্থবির ভগু সেই পতনাবস্থায় বিদর্শন জ্ঞান প্রকট করে তন্দ্রা দূর করেন এবং তৎস্থানে অর্হত্বফলে প্রতিষ্ঠিত হয়ে আত্মনেপদ (ইষ্ট) কণ্ঠে নিম্নোক্ত গাথা ভাষণ করেন-

মহাযশস্বী ভগবান পদুমুত্তর হলে নির্বাণগত,

পূজে ছিলাম পুষ্প দ্বারা বুদ্ধাস্থি যত।

দেবলোকে উৎপন্ন হই সেই পুণ্য ফলে,

মম চিণ্ডে প্রসাদ ছিল সদা-সর্বকালে।

^{৮৮}. নির্বাণরতি স্বর্গ : ছয়স্বর্গের মধ্যে ইহা পঞ্চম স্বর্গ। মনুষ্যগণের ৮০০ শত বৎসরে এই ‘নির্বাণরতি’ দেবগণের এক দিব্যরাত্রি। এই দেবলোকবাসীর গণনায় তাদের পরমায়ু ৮০০০ হাজার বৎসর কিন্তু মনুষ্যগণনায় ২৩০ কোটি ৪০ লক্ষ বৎসর। সুনিম্মিত দেবপুত্র এই দেবলোকের অধিপতি। এই দেবলোকে দ্বিহেতুক পৃথগজ্ঞান, ত্রিহেতুক পৃথগজ্ঞান ও অষ্ট আর্য়পুদাল এই দশ শ্রেণীর ব্যক্তি জন্ম গ্রহণ করে থাকেন। এই স্বর্গ হতে ৪২০০০ হাজার যোজন উপরে ‘পরনিম্মিত বসবস্তি’ স্বর্গ।

^{৮৯}. স্ত্যানমিদ্ধ : আচার্য বুদ্ধঘোষের মতে- স্ত্যান চিন্তের গ্রানি এবং মিদ্ধ চৈতসিক বা মানসিক গ্রানি (পঃসু)। বিমুক্তিমগ্নে কথিত আচার্য উপতিষ্যের মতে- স্ত্যান মনের জড়তা এবং মিদ্ধ দেহের জড়তা। দেহের জড়তা হলেও মিদ্ধ চিন্তের উপক্ৰেশ। মিদ্ধ ত্রিবিধ- ১) আহারজ, ২) ঋতুজ ও ৩) চিন্তজ। বস্তুতঃ চিন্তজ মিদ্ধই নীরবণ নামের যোগ্য।

গমন কালে অম্বপুষ্প বর্ষিত হত বৃষ্টির মত,
মানবকুলে ভূপতিও ছিলাম জগৎ খ্যাত ।
শ্রদ্ধাচিন্তে বুদ্ধাস্থি পূজার মহাপ্রভায়,
রূপছিল দর্শনীয় সদ্যকুসমের ন্যায় ।
সেই হতে শতসহস্র কল্প হয়নি দুর্গতি
প্রীতমনে বুদ্ধাস্থি পূজার এমনই সুকৃতি ।
অদ্য আমি তৃষ্ণাহীন ক্রেশ অবসানে,
সমাপন হয়েছে কৃত্য বুদ্ধের শাসনে ।

-[থের অপদান]

এরূপ বিমুক্তিসুখে বিহারকালে শান্তা স্থবিরের একাকী বাস কিরূপ
সুখকর জিজ্ঞাস করার অভিপ্রায়ে বললেন- “হে ভিক্ষু, তুমি অপ্রমাদ
ভাবে বাস করতেছ কি?”

তদুত্তরে স্থবির অপ্রমাদ বাস বর্ণনায় নিম্নোক্ত গাথা সমূহ ভাষণ
করেন-

২৭১ । অহং মিত্তেন পকতো বিহারা উপনিক্খমিৎ,
চক্কমং অভিরুহন্তো তথৈব পপতিং ছমা ।

২৭২ । গতানি পরিজ্জিত্বা পুনপারুয়হ চক্কমং,
চক্কমে চক্কমিৎ সোহং অঙ্কন্তং সুসমাহিতো ।

২৭৩ । ততো মে মনসিকারো যোনিসো উদপজ্জথ,
আদীনবো পাতুরহ্ নিব্বিদা সমতিট্ঠথ ।

৩৭৪ । ততো চিত্তং বিমুচ্ছি মে, পস্স ধম্মসুধম্মতং,
তিস্সো বিজ্জা অনুপ্পত্তা কতং বুদ্ধস্স সাসনন্তি ।

বাংলা :

তন্দ্রাভিভূত হয়ে আমি ত্যাগী বিছানা,
চংক্রমণে রত হলে (পুনঃপুন) ভূপতিত হয় দেহখানা ।
পুনঃরায় চংক্রমণে রত ছিলাম গাত্র মার্জ্জন করে,

পঞ্চনীবরণ^{৯০} আলোড়ন করি স্থির চিত্তে পুনচংক্রমনে ।
 প্রত্যক্ষ করি দোষ, জ্ঞান হল স্থিত,
 অতঃপর বিদর্শনে চিত্ত হল বিমুক্ত ।
 ত্রিবিদ্যা অধিগতে নির্বাণপ্রদ ধর্মের হল দর্শন,
 বিমুক্ত আজি শাসনে কৃত্য করে সম্পাদন । (৪৪২)

এই গাথাসমূহ আয়ুত্মান ভণ্ড স্থবির কর্তৃক ভাষিত ।

বিস্তৃতার্থ : “বিদ্বেন পকতোতি” অর্থে- শারীরিক ক্রেশদ্বারা প্রবলভাবে তন্দ্রায় অভিভূত হয়ে, “বিহারাতি”- বাস করি, অবস্থান করি, কালযাপন করি বা অতিবাহিত করি । “উপনিব্ধমিস্তি”- চংক্রমণ করতে করতে নিব্ধমণ বা বাহির হয়ে “পপতিং ছমাতি”- চংক্রমণ কালে চংক্রমণ পথে তন্দ্রাভিভূত হয়ে ভূমিভাগে বা ভূমিতে পতিত হই । “গন্তানি পরিমজ্জিত্বাতি”- ভূমিতে পতিত হলে পাংসু (ধূলা-ময়লা) লিপ্ত হয় তা প্রতিসারণের অভিপ্রায়ে গাত্র পরিমার্জন করি । “পুনপারুয়্হ চক্কমিস্তি”- চংক্রমণ কালে পতিত হলেও ক্ষান্ত না হয়ে পুনঃরায় চংক্রমণে আরোহন বা নিবিষ্ট হই । “অঙ্কতং সুসমাহিতোতি”- পঞ্চনীবরনাদি প্রহাণের অভিপ্রায়ে স্মৃতি সম্প্রযুক্ত ভাবে একাত্মচিত্তে পুনঃরায় চংক্রমণ যোজনা বা আরম্ভ করি- ইহাই অর্থ ।

[শেষ গাথার ব্যাখ্যা পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে ।]

ভণ্ড স্থবির গাথা বর্ণনা সমাপ্ত



^{৯০}. পঞ্চনীবরণ : কাম, হিংসা, আলস্য-তন্দ্রা, ঔদ্ধত্য-অনুতাপ ও বিচিকিৎসা ।

৩। সভিয় হুবির গাথা বর্ণনা

“পরে চা’তি”- এই গাথা সমূহ আয়ুত্মান সভিয় হুবির কর্তৃক ভাষিত।

কোথায় এর উৎপত্তি?

গাথা সমূহের উৎপত্তি কথা-

ইনি পূর্ব বুদ্ধগণের আশীর্বাদ প্রাপ্ত হয়ে ককুসন্ধ^{১১} বুদ্ধের সময় এক কুলগৃহে জন্ম গ্রহণ করেন। একদিন দিব্যবিহারে বুদ্ধকে গমন করতে দেখে পুলকিত মনে জুতা দান করেন। সেই পুণ্যের প্রভাবে কশ্যপ বুদ্ধের পরিনির্বাণের পরে সুবর্ণচৈত্রে সাতজন কুল কুমারের সাথে প্রব্রজিত হয়ে কর্মস্থান গ্রহণ করে অরণ্যে বাস করেন। তারা সাধনায় সিদ্ধিলাভে ব্যর্থ হয়ে একে অপরকে বললেন- “আমরা পিণ্ডার্থ গমন করে জীবনের জন্য মমতা উৎপন্ন করে থাকি, জীবনের প্রতি মমতা রেখে লোকোত্তর জ্ঞান লাভ সম্ভব নয়। ইহাই সত্যই যে, পৃথগ্জনাবস্থায় মৃত্যু বড়ই দুঃখকর।” চলুন! আমরা সোপান (সিঁড়ি) তৈরী করে পর্বতচূড়ায় আরোহণ করি এবং দেহ-প্রাণের মমতা পরিত্যাগ করে বীর্য-উদ্যোগে শ্রমণ্যধর্ম পালন করি। অতঃপর সর্বসম্মতি ক্রমে সেই উপায় অবলম্বন করলেন। তৎমধ্যে মহাহুবির সেই দিনই ষড়্ভিজ্জ লাভ করে উত্তরকুরু^{১২} হতে পিণ্ড সংগ্রহ (ভিক্ষা) করে আনয়ন করলে সঙ্গী ভিক্ষুরা বললেন- ভাস্তে, আপনি আপনার কর্তব্য সম্প্রদান করেছেন (অর্হৎ হয়েছেন) আপনি

^{১১}. ককুসন্ধ বুদ্ধ : ভগবান বিশ্বভূর পরে ককুসন্ধ বুদ্ধ জগতে উৎপন্ন হয়। তাঁর একটি মাত্র শ্রাবক সম্মেলন হয়েছিল। তথায় চল্লিশ হাজার ভিক্ষু উপস্থিত ছিলেন। তখন আমাদের গৌতম বোধিসত্ত্ব ক্ষেম নামক নরপতিরূপে জন্ম গ্রহণ করেছিলেন। তিনি বুদ্ধ প্রমুখ সজ্জকে পাত্রচীবর এবং অঞ্জন-ভৈষজ্যাদি সহ প্রচুর দান করে বুদ্ধের নিকট প্রব্রজিত হয়েছিলেন। ককুসন্ধ বুদ্ধের জন্মস্থান ছিল ক্ষেম নগর, পিতা অগ্নিদত্ত নামক ব্রাহ্মণ, মাতা বিশাখা নাম্নী ব্রাহ্মণী, বিধুর ও সঞ্জীব নামক দুই অগ্রশ্রাবক, বুদ্ধিজ নামক উপস্থাপক এবং শ্যামা ও চম্পক নাম্নী তাঁর দুই অগ্রশ্রাবিকা ছিলেন। তাঁর বোধিতরু ছিল মহাশিরীশ বৃক্ষ, শরীরের উচ্চতা চল্লিশ হস্ত ও পরমায়ু ছিল চল্লিশ হাজার বৎসর। (জাতক নিদান)

^{১২}. উত্তরকুরু : পালিগ্রন্থে সিনেরূপর্বতের পূর্বদিকে পূর্ববিদেহ, দক্ষিণ দিকে জম্বুদীপ, পশ্চিমদিকে অপরগোয়ান ও উত্তর দিকে উত্তরকুরু এই চারিদ্বীপ বর্ণিত হয়েছে। উত্তরকুরু রাজ্যের কম্মসুসধম্ম নামক নগরে বুদ্ধ মহাসতিপট্টানসুত্ত দেশনা করেছিলেন। (সূত্রপিটক)

কত্কার্য হয়েছেন। আপনার সঙ্গে আলাপ করলেও আমাদের সময় নষ্ট হয়। আমরা এখন পিও ভোজন করব না, আপনি আপনার লব্ধ সুখ উপভোগ করুন। স্থবির তাদেরকে (সঙ্গীদেরকে) পিও ভোজনের জন্য সম্মত করতে না পেয়ে অন্যত্র গমন করলেন। তৎপর দুই-তিনদিন পরে এদের মধ্যে একজন অনাগামী^{৭৩} ফলে প্রতিষ্ঠিত হলেন। তিনিও অবশিষ্টদের সঙ্গে ত্যাগ করে অন্যত্র চলে গেলেন। কালক্রমে অর্হৎ স্থবির নির্বাণ প্রাপ্ত হলেন এবং অনাগামী স্থবির শুদ্ধাবাস ব্রহ্মলোকে উৎপন্ন হলেন। অপর পাঁচজন ছয় কামস্বর্গে উৎপন্ন হয়ে দিব্যসুখ ভোগ করতে লাগলেন। অতঃপর ভগবান গৌতম বুদ্ধের সময় দেবলোক হতে মর্ত্যে এসে একজন মল্লরাজকুলে, একজন গান্ধার^{৭৪} রাজকুলে, একজন বাহিয় রাজ্যে, একজন রাজগৃহে ও অপরজন জনৈক পরিব্রাজিকার গর্ভে জন্ম গ্রহণ করলেন। এই পরিব্রাজিকা জনৈক এক ক্ষত্রিয়ের কন্যা। মাতা-পিতার ইচ্ছা- “আমাদের কন্যা শাস্ত্রজ্ঞান লাভ করুক।” এইরূপ অভিপ্রায়ে এক পরিব্রাজকের হস্তে কন্যাকে সমর্পণ করলেন। পরিব্রাজক তার সাথে গোপনে ব্যভিচারে লিপ্ত হলে সেই অচিরে গর্ভবতী হয়। তখন তাকে গর্ভিনী দেখে আবাস্ত্র অপরাপর পরিব্রাজিকারা আশ্রম হতে বহিঃস্কার (বাহির) করে দিল। সেই রমণী অন্যত্র যাওয়ার সময় রাস্তায় এক সভার মধ্যে উপস্থিত হলে তখনই উক্ত সভায় একপুত্র সন্তান প্রসব করেন। তাই সেই পুত্রের নাম রাখা হয়েছিল- “সভিয়”। বালক বয়ঃক্রমে পরিব্রাজক প্রব্রজ্যা গ্রহণ করে নানা শাস্ত্রে বিপুল অভিজ্ঞতা লাভ করল। এতে সেই ক্রমে মহাতার্কিক হয়ে উঠল। যেখানে পণ্ডিত আছে শুনত, সেখানে গিয়ে তর্ক আরম্ভ করে দিত। এতে তার জয় হত। পরবর্তীতে তার সমান তার্কিক না পেয়ে নগরদ্বারে একটি আশ্রম নির্মাণ করল। সেখানে ক্ষত্রিয় কুমারদেরকে শিক্ষা দান করতে লাগলেন। একদিন তিনি মাতাকে স্ত্রীত্ব লাভের দোষ বর্ণনা করে ব্রহ্মলোকে উৎপন্ন হবার উপযোগী ২০টি প্রশ্ন

^{৭৩}. অনাগামী : আর্যমার্গের উত্তরোত্তর অনুশীলনে নির্বাণোপলব্ধির তৃতীয় স্তরে উন্নীত সাধককে বলা হয় অনাগামী, কারণ তাঁর কাম-ক্রোধ নির্মূল হওয়ায় তিনি কামলোকে জন্মগ্রহণ করেন না এবং দেহত্যাগের পর ‘শুদ্ধাবাস’ নামে কথিত ব্রহ্মলোকে জন্ম নিয়ে সেখান থেকে যথাকালে পরিনির্বাণ লাভ করেন।

^{৭৪}. গান্ধার : এটি কাশ্মীর উপত্যকা নিয়ে গঠিত ছিল। রাজধানী ছিল তক্ষশীলা। সম্রাট অশোকের সময় গান্ধার তাঁর রাজ্যভুক্ত হয়।

রচনা করল । শ্রমণ-ব্রাহ্মণদিগকে সেই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করলে কেহই প্রশ্নের উত্তর দিতে সক্ষম হত না । শুদ্ধাবাস ব্রহ্মলোকের ব্রহ্মাই এই প্রশ্নগুলি রচনা করে দিয়েছিলেন^{৭৫} । এদিকে ভগবান ধর্মচক্র প্রবর্তন করে রাজগৃহের বেণুবনে বাস করছিলেন । অতঃপর সন্নিয়^{৭৬} সেখানে উপনীত হয়ে বুদ্ধকে এই প্রশ্নগুলো জিজ্ঞেস করে । তিনি প্রশ্নোত্তরে প্রব্রজিত হয়ে অর্হত্বফল লাভ করে নিন্যোক্ত গাথা ভাষণ করেন—

নিষ্পাপ বিমুক্তপুরুষ ককুসঙ্ক ভগবানে,
পাদুকা দানিনু তাঁরে প্রসাদ মনে ।
তদা হতে অদ্যাবধি হয়নি দুর্গতি,
প্রীতমনে পদুকা দানের এমনই সুকৃতি ।
এখন আমি কৃত্তকার্য শাস্তার শাসনে,
নির্বাণসুখ অধিগত ক্লেশ অবসানে ।

—[থের অপদান]

অতঃপর একদিন দেবদত্ত^{৭৭} সঙ্ঘভেদ করার অভিপ্রায়ে উপক্রম করলে স্থবির দেবদত্ত পক্ষীয় ভিক্ষুদেরকে উপদেশ প্রসঙ্গে নিন্যোক্ত গাথা সমূহ ভাষণ করেন—

- ২৭৫ । পরে চ ন বিজানন্তি ময়মেথ যমামসে,
যে চ তথ বিজানন্তি ততো সম্মন্তি মেধগা ।
- ২৭৬ । যদা চ অবিজানন্তা ইরিয়ন্ত্যমরা বিয়,
বিজানন্তি চ যে ধম্মং আতুরেসু অনাতুরা ।
- ২৭৭ । যং কিঞ্চি সিথীলং কম্মং সঙ্কলিট্ঠং চ যং বতং,
সঙ্কস্সরং ব্রহ্মচরিয়ং ন তং হোতি মহপ্ফলং ।
- ২৭৮ । যস্স সব্রহ্মচারীসু গারবো নূপলব্ধতি,
আরকা হোতি সদ্ধম্মা নভং পুথুবিয়া যথা^{৭৮}তি ।

^{৭৫}. সুত্তনিপাত অট্টকথায় সন্নিয়সুত্ত দ্রষ্টব্য ।

^{৭৬}. সুত্তনিপাতে সন্নিয়সুত্ত দ্রষ্টব্য ।

^{৭৭}. বুদ্ধের শিষ্যদের মধ্যে দেবদত্তই ছিল সদা বুদ্ধ বিরোধী । তজ্জেতু তাকে মৃত্যুরপর নরকে পতিত হতে হয়েছে ।

বাংলা :

মূর্খেরা ভাবে চিরদিন থাকবে সংসারে,
 এমন মোহান্বিত হয় ঘেঁষে হিংসা করে ।
 দু'দিনের তরে সবে আছে এ সংসারে,
 একথা জ্ঞাতহলে লোক বিবাদ না করে ।
 যারা ধর্মকে দেয়স্থান চিন্তের ভিতরে,
 আহা! কি পরম সুখে তারা বাস করে ।
 যেই কর্ম করা নাহি যায় সাবধানে,
 যদি করে সন্দিগ্ধ ও অপবিত্র মনে ।
 ভাল রূপে সেই কর্ম নহে সম্পাদন,
 অতিশয় ফল তাতে না হয় অর্জন ।
 যথা আকাশ-পাতাল ব্যবধান হয়না নিরূপন,
 তদ্রূপ সদ্ধর্ম হতেও দূরে থাকে অজ্ঞানীগণ । (৪ঃ৩)

এই গাথা সমূহ আয়ুজ্ঞান সন্নিবিষ্ট স্থবির কর্তৃক ভাষিত ।

বিস্তৃতার্থ : “পরেতি” অর্থে- অপরে অর্থাৎ মূর্খেরা, পণ্ডিতগণের মতে যারা ধর্মকে অধর্ম এবং অধর্মকে ধর্ম এরূপ ভ্রান্তধারণায় বিবাদ, কলহ সৃষ্টি করে । বিবাদ পরায়ণ হয়ে ইহা বুঝে না যে সতত তারা মৃত্যুর দিকে অগ্রসর হচ্ছে । “বিজ্ঞানস্তুতি”- জানা বা জ্ঞাত হওয়া বুঝায়, পণ্ডিতগণ ইহাই জ্ঞাত হন যে- আমরা সতত মৃত্যুর দিকে অগ্রসর হচ্ছি । “ততো সম্মুখি মেধগাতি”- যারা যথাযত ভাবে জানে তাদের সকল প্রকার কলহ শান্ত হয় । “পারেচাতি”- যারা শাস্ত্রের উপদেশের বাহিরে, শাস্ত্রের শাসনের বর্হিভূত অর্থাৎ মিথ্যা সংকল্পকারী তারা বুঝে না যে জীবন ক্রমে মৃত্যুর দিকে যাচ্ছে তাই তাদের বিবাদ উপশম হয় না । অপরদিকে যারা ভ্রান্তমত ত্যাগ করে ধর্ম কি, অধর্ম কি তা যথাভূতরূপে জানে । সেই পণ্ডিতগণ কলহ বিবাদের উর্ধে অবস্থান করে । -ইহাই অর্থ ।

“যদাতি”- যদা, যৎকালে, যখনই “অবিজ্ঞানস্তুতি”- বিবাদের উপশমোপায় বিশেষরূপে না জানে, ধর্মধর্ম জ্ঞানবোধ না থাকে, “ইরিয়ন্ত যমরা বিয়াতি”- সেই ভ্রান্ত, দান্তিক, চপল, মূর্খরা ও বিক্ষিপ্ত বাক্যভাষী ব্যক্তির অমরগণের ন্যায় জরা-মরণ অতিক্রান্ত মনে করে বিবাদে লিপ্ত হয়,

এতে কলহের মীমাংসা হয় না। “বিজ্ঞানন্তি”- যিনি ধর্মতঃ আতুরগণের (রাগাদি দ্বারা ক্লিষ্ট) মধ্যে অনাতুর হয়ে অবস্থান করে, যিনি রাগ-দেষ-মোহাদি পরিত্যাগ করে শান্তার ধর্মকে প্রত্যভিজ্ঞায়, কার্যনৈপুণ্যে বিচার-বুদ্ধি-বিদ্যাদ্বারা যথাভূত ভাবে জানে তিনি বিবাদরহিত হয়ে অবস্থান করে।- ইহাই অভিপ্রায়।

“যং কিঞ্চিৎ সিথিলং কন্মন্তি”- যেই কর্ম নিষ্ক্রিয় ভাবে সম্পাদিত হয় তাকে সিথিল কর্ম বলে। “সংকিলিট্ঠন্তি”- গোপনে-প্রকাশ্যে কুহকপূর্ণ মিথ্যা জীবনাচার করা বা কলুষিতব্রত সংশ্লিষ্ট কর্ম করা এবং যেই নীতি বেশ্যাসেবা, মায়াযোগ অধর্মতঃ জীবন যাপনে দূষিত।-ইহাই সমাধান।

“সঙ্কস্‌সরন্তি”- সজ্জস্থ হওয়া অর্থাৎ সজ্জ সমাগমে সজ্জস্থ হওয়া, অহেতুক কর্মে উপোসথ কৃত্যাদি সম্পাদন না করে সজ্জসমাগম হতে দূরে থাকা। এরূপ ব্রহ্মচর্যের বা শ্রামণেরা প্রত্যাশানুসারে বা ধারনানুরূপে মহাফল লাভ করতে পারে না। এরূপ ব্যক্তি কঠোর সাধনার আচার বা অভ্যাস করলেও বিবাদের অবসর হয়না- ইহাই অভিপ্রায়।

“গারবো নূপলব্ধতীতি”- যে ব্যক্তি অনুশাসকে, সর্বক্ষচারীকে সম্মান-গৌরব করে না বা গৌরব উপলব্ধি হয় না। “আরকা হোতি সন্ধন্মতি”- সেই পটিপত্তি ধর্ম, পটিবেধ ধর্ম হতে দূরে অবস্থান করে থাকে। অর্থাৎ যে ব্যক্তি গুরুপ্রদত্ত (বুদ্ধ প্রজ্ঞাপ্ত) বিদ্যা শিক্ষা না করে, অনুসরণ না করে সেই ব্যক্তি কোথায় হতে সত্যজ্ঞাত হবে? তিনিই সন্ধর্ম হতে দূরে থাকে। তা কিরূপে? যেমন- পৃথিবী হতে আকাশ দূরে অনুরূপ আকাশ হতেও পৃথিবী দূরে তা কখনো সমান বা নিকটস্থ হয় না। তাই উক্ত হয়েছে-

আকাশ-ভূমি ব্যবধান বুঝা মহাভার;
তদ্রূপ বুঝাদুষ্কর সমুদ্রের এপাড়-ওপাড়।
এরূপে ধর্ম হতে দূরে রয় অধার্মিক যোজন;
তাই ভ্রান্তমত ত্যাগী কর সত্য আচারণ।

সভিয় স্থবির গাথা বর্ণনা সমাপ্ত



৪। নন্দক স্থবির গাথা বর্ণনা

“ধিরখুতি”- এই গাথা সমূহ আয়ুত্মান নন্দক স্থবির কর্তৃক ভাষিত ।

কোথায় এর উৎপত্তি?

গাথা সমূহের উৎপত্তি কথা-

ইনি পদুমুত্তর সম্যক্ সমুদ্র শাসনামলে হংসবতী নগরে মহাধনাঢ্য শ্রেষ্ঠী হয়ে জন্ম গ্রহণ করেন । একদিন বুদ্ধের ধর্মদেশনা কালে সভায় উপস্থিত হয়ে দেখলেন যে- “ভগবান জনৈক একজন ভিক্ষুকে ভিক্ষুণীদের উপদেষ্টার অগ্রস্থান উপাদি প্রদান করেন ।” তখন তিনিও উক্ত উপাধির প্রত্যাশায় লক্ষটাকা মূল্যের বস্ত্র দ্বারা বুদ্ধকে পূজা করে বর প্রার্থনা করেন । অতঃপর একদিন বোধিবৃক্ষে প্রদীপ পূজা করেন । এরূপ ভগবান ককুসন্ধ বুদ্ধের সময় করবিক পাখি হয়ে জন্ম গ্রহণ করে মধুরবব করতে করতে বুদ্ধকে প্রদক্ষিণ করত । পরে ময়ুর কুলে জন্ম গ্রহণ করে এক পচ্ছেক^{৯৮} (প্রত্যক) বুদ্ধের গুহাদ্বারে (আবাসস্থানে) প্রসন্নমনে প্রত্যহ তিনবার কেকানাদে শব্দ করত । এরূপে সংসার পরিভ্রমণ কালে গৌতম বুদ্ধের সময় শ্রাবস্তীতে^{৯৯} এক কূলগৃহে জন্ম গ্রহণ করে “নন্দক” নামে পরিচিত হন । বয়ঃপ্রাপ্তে একদিন বুদ্ধের ধর্মশ্রবণ করে প্রব্রজিত হন । পরে বিদর্শন ভাবানায় অর্হত্বফলে প্রতিষ্ঠিত হন এবং নিনোক্ত গাথা সমূহ ভাষণ করেন-

^{৯৮}. পচ্ছেক বুদ্ধ : সম্যক্ সমুদ্রের শাসনের শেষভাগে পচ্ছেক বুদ্ধগণ উৎপন্ন হয়ে থাকেন । তাঁরা দুই অসংখ্যকল্প পারমিতা পূর্ণ করেন । সম্যক্ সমুদ্র একাকী উৎপন্ন হন, পচ্ছেক বুদ্ধগণ একসঙ্গে সহস্রজনও উৎপন্ন হয়ে থাকেন । ধর্মপ্রচারের প্রতি তাঁদের উৎসাহ থাকে না । কিন্তু তাঁদেরকে দান দিলে প্রত্যক্ষ ফল পাওয়া যায় । বুদ্ধ-বিদ্বেষী দেবদত্ত ও পিতৃহন্তা অজাতশত্রু অনাগতে পচ্ছেক বুদ্ধ হবেন ।

^{৯৯}. শ্রাবস্তী : শ্রবস্ত ঋষির নিবাস ছিল বলে শ্রাবস্তীর নাম শ্রাবস্তী । অর্থকথাচার্যগণ বলেন- ‘সব্বমেথ অখীতি সাবথি’ । মানুষের উপভোগ ও পরিভোগের সকল বস্ত্র তথায় ছিল বলে সাবথি বা শ্রাবস্তী । শ্রাবস্তী বুদ্ধের সময়ে কোশলরাজ্যের রাজধানী ছিল । কোশলের প্রথম রাজধানী অযোধ্যা, দ্বিতীয় সাকেত এবং তৃতীয় শ্রাবস্তী । শ্রাবস্তীর আধুনিক নাম মাহেট । সুত্ত-নিপাতের পারায়ণ- বঙ্গের বথুগাথায় শ্রাবস্তী ‘কোসল-মন্দির’ বা ‘কোসল-পুর’ নামে আখ্যাত হয়েছে ।

পদুমুত্তর ভগবানের শ্রী পাদপদ্মে,
ত্রিবস্ত্র দান করি পুলকিত চিত্তে ।
শত সহস্র কল্পকাল লভি সুকৃতি,
অদ্যাবধি হর্ষে ছিলাম হয়নি দুর্গতি ।
এবে আমি তৃষ্ণাহীন ক্লেশ অবসানে,
সমাপন হয়েছে কৃত্য বুদ্ধের শাসনে ।

-[থের অপদান]

অতঃপর একদিন পাঁচশত ভিক্ষুণীকে উপোসথ দিনে দেশনাকালে একটি মাত্র উপদেশে অর্হত্ব ফলে প্রতিষ্ঠিত করালেন । তাই ভগবান তাকে “ভিক্ষুণীদের প্রধান উপদেষ্টা” উপাধি প্রদান করেন । একদিন স্থবির শ্রাবস্তীতে পিণ্ডাচরণে প্রবেশ করতেছেন এমন সময়ে এক রমণী তাঁকে দেখে কামানুরাগে হেসে উঠে । তখন স্থবির রমণীর অবস্থা দেখে “শরীরের জঘন্যতা” প্রকাশ করার জন্য নিয়োক্ত গাথা সমূহ ভাষণ করেন-

২৭৯ । ধীরথু পূরে দুগ্ধক্ষে মারপক্ষে অবসুতে,
নব সোতানি তে কাযে যানি সন্দত্তি সব্বদা ।

২৮০ । মা পুরাণং অমগ্রিৎথো, মা সাদেসি তথাগতে,
সল্লেপি তে ন রজ্জত্তি কিমঙ্গ পন মানুসে ।

২৮১ । যে চ থো বালা দুম্মেধা দুম্মত্তি মোহ পারুতা,
তাদিসা তথ রজ্জত্তি মারথিত্তিস্মিং বন্ধনে ।

২৮২ । যেসং রাগো চ দোসো চ অবিজ্জা চ বিরাজিতা,
তাদী তথ ন রজ্জত্তি ছিন্নসুত্তা অবন্ধনাতি ।

বাংলা :

এদেহ ক্লেশযুক্ত, অশুচিপূর্ণ, মারপক্ষভূত,
তথাপি কামে যেনা রমিত ধিক্ সতত ।
প্রজ্ঞানেত্রে দর্শন কর নবদ্বার সতত,
স্রোতের ন্যায় অসূচিরাশি হচ্ছে নির্গত ।

এ আনন্দ এ আমোদ তবে কেন বল?
 সর্বদেহে জ্বলতেছে রাগ-দেষ-মোহানল ।
 কুচিন্তা করনা কভু আৰ্যগণের প্রতি,
 এতে হয় মহাপাপ দুঃখ নিরবধি ।
 স্বর্গেও রমেনা মন তাঁর কদাচন,
 মানুষের সঙ্গে বাস করবে কেমন?
 মূর্খ-দুর্মেধ গণ মোহ আবৃত হয়ে,
 মারপাশে রমিত হয় দুঃখে জড়ায়ে ।
 বাসনা বন্ধন ছিন্ন করে মুক্ত যেইজন,
 দুঃখ ক্রেশ হতে মুক্ত নিশ্চয় সেইজন । (৪ঃ৪)

এইরূপে নন্দক শ্ববির গাথায় শরীরের জঘন্যতা প্রকাশ করেন ।

বিস্তৃতার্থ : “ধি” অর্থে- ধিক্, নিন্দা, ভর্ৎসনা, অবজ্ঞা, ধিক্কার, ছি ছি লজ্জা; “অথু” অর্থে- অধিক, অধিকস্ত; বুঝানো হয়েছে । ব্যঞ্জন সন্ধিতে “র” -এর আগম হয়ে- “ধী+র+অথু= ধিরথু” হয়েছে । “ধিরথু”- তোমাকে ধিক্কার । -ইহাই অর্থ ।

“পূরেতি”- পূর্ণ বা পরিপূর্ণতা বুঝায় । এইদেহ অতিশয় ঘনীত, নানা কীটদ্বারা পরিপূর্ণ, নানাবিধ অসূচীতে ভরপুর- ইহাই অর্থ ।

“দুগ্ধাক্তি”- দুর্গন্ধ, মন্দ গন্ধ, পুতিগন্ধপূর্ণ বুঝায়; স্বভাবতঃ পঁচা ও কীটপূর্ণ বস্তুই দুর্গন্ধ । -ইহাই অর্থ ।

“মারপেক্খতি”- মারপক্ষ বা মারপক্ষভূত বুঝায়; সাধারণতঃ অক্ষপৃথক জনেরা (মূর্খরা) বিপরীত বস্তুর প্রতি, ভোগ্যময় বস্তুর প্রতি সৌমনস্য নিমিত্ত উৎপন্ন করে ক্রেশমার, দেবপুত্রমার দ্বারা আবদ্ধ হয়ে নিম্নগামী হয়ে থাকে । এরূপ মূর্খব্যক্তিকে বলা হয়- “মারপক্ষভূক্ত” । তাই উক্ত হয়েছে- “মারপেক্খতি” । -ইহাই অর্থ ।

“অবস্সুতেতি”- উপচিয়ে পড়ে যাওয়া, ক্ষরিত হওয়া, বর্হিপ্লাবিত হয় এরূপ বুঝায়; শরীরের যেই যেই স্থানে অসূচীক্ষরণের ছিদ্র রয়েছে সেই সেই স্থান হতে সর্বদা অসূচীরাশি, ক্রেশরাশি নির্গত হচ্ছে । অর্থাৎ নবদ্বার বিশিষ্ট এই শরীর হতে সর্বদা অসূচী প্রবাহিত হচ্ছে । যেমন- “অক্খিম্হা অক্খিম্হাথকোতি”- চক্ষু হতে চক্ষুমল^{১০০}; এখানে অসূচীক্ষরণের স্থানই

^{১০০}. সূত্র নিপাত দ্রষ্টব্য

নির্দেশ করা হয়েছে। এরূপ অসূচীতে ভরপুর নবদ্বারে নিত্য প্রবাহমান শরীকে যথাভূত জানা উচিত। -ইহাই অর্থ।

“মা পুরাণং অমঞ্জিঃপ্রথোতি”- অতি প্রাচীন কালে প্রজ্ঞাপ্ত হাসি ক্রীড়ার কথা মনে না করা; “ইদানিপি এবং পটিপজ্জিস্সতীতি মা চিন্তে হি”- বর্তমানে ইহার অনুশীলন বা অনুসরণ না করা, অভ্যাস না করা। -ইহাই অর্থ।

“মাসাদেসি তথাগতেতি”- পূর্বের উপনিশ্রয় সম্পত্তির হেতুতে বুদ্ধশ্রাবকগণের আগমন, তাঁরা সম্যকরূপে পটিপত্তি ধর্মকে, রূপারূপ ধর্মকে, সত্যকে, সত্যধর্মকে এবং আর্যসত্যকে অধিগত করেছে; তদ্ব্যতীত তথাগতের শ্রাবকের প্রতি কুচিন্তা, কুমনা হওয়া উচিত নয়। তা মহাদুঃখের কারণ হয়। -ইহাই অর্থ।

“মঙ্গেপি তে ন রজ্জন্তি কিমন্তু পন মানুসে”- স্বর্গেও তার মন রমিত হয় না, মানুষের কথাই বা কি? সর্বজ্ঞবুদ্ধের শ্রাবকগণ বিমুক্তিসুখে সদা অকম্পিত; তাই তাঁদের মন স্বর্গেও রমিত হয় না, অপর দিকে মানুষেরা রাগ-দ্বेष-মোহাদি ময়লায় পরিপূর্ণ ইহার আদীনব (দোষ) সম্যকরূপে দর্শন করে মানুষের সঙ্গে রমণ কিভাবে সম্ভব? -ইহাই অর্থ।

“যে চ খো বালা”- যে বা যিনি মূর্খ, বাল অর্থাৎ যার কাছে ধর্মজ্ঞানের অভাব; “দুস্মেধা”- দুর্মেধ, বোকা, নির্বোধ অর্থাৎ যিনি অশুভকে-শুভ এবং শুভকে-অশুভ দর্শন করে এরূপ ভ্রান্তমতিকে দুর্মেধ বলা হয়। “মোহপবুতা”- মোহাবদ্ধ হওয়া অর্থাৎ যার চিন্তামোহ দ্বারা আবৃত তাদৃশ মূর্খজন, মারপাশে রমিত হয়, মারফাঁদে বদ্ধিত হয়। -ইহাই অর্থ।

“বিরাজিতাতি”-রজঃহীন, নিদোষ, নিষ্পাপ বুঝায়; অর্থাৎ যারা খীনাশ্রব, কামরাগ-দ্বেষ-অবিদ্যা^{১০১} সমুচ্ছিন্ন হয়েছে বা প্রহীণ হয়েছে; তাদৃশ আর্যপুরুষগণের ভবতৃষ্ণাসূত্র ছিন্নবিধায় তারা মারপাশ সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হয়ে অবস্থান করে থাকেন। -ইহাই অর্থ।

এই ভাবে স্থবির সেই রমণীকে ধর্মকথা ভাষণ করেন।

নন্দক স্থবির গাথা বর্ণনা সমাপ্ত।



^{১০১}. অবিদ্যা : আচার্য বুদ্ধঘোষের মতে- প্রতীত্যসমুৎপাদতত্ত্বে অবিদ্যার স্থান প্রথম। এই অবিদ্যারও কারণ আছে। এরদ্বারা সংসারের অনাদিত্ব (অনমতল্লতা) প্রতিপাদিত হয়েছে। যেমন আসব অবিদ্যার কারণ, তেমন অবিদ্যাও আসবের কারণ। অতএব সংসারের বা সৃষ্টির পূর্বকোটি বা আদি নিবাকৃত বা নির্দ্ধারিত হয় না। পুনরা কোটি ন পঞঃঞযতি। (পঃ ৪ সঃ)

৫। জম্বুক স্থবির গাথা বর্ণনা

“পঞ্চপঞ্ঞাসাতি” -এই গাথা সমূহ আয়ুত্মান জম্বুক স্থবির কর্তৃক ভাষিত ।

কোথায় এর উৎপত্তি?

গাথা সমূহের উৎপত্তি কথা-

ইনি অতীত বুদ্ধগণের সময় পুণ্যাদি কুশল সঞ্চয় করে তিষ্য বুদ্ধের সময় এক কুলগৃহে জন্মগ্রহণ করেন । বয়ঃপ্রাপ্তে ভগবানের সম্যক সম্বোধিকে বিশ্বাস করে বোধিবৃক্ষকে পাখার বাতাস দ্বারা পূজা করেন । অতঃপর ভগবান কশ্যপ বুদ্ধের সময় কুলগৃহে উৎপন্ন হন ও প্রব্রজ্যা গ্রহণ করে একজন উপাসকের নির্মিত বিহারে বাস করতেন । সেই শ্রদ্ধাবান উপাসক প্রত্যহ তাঁর সেবা করতেন । একদিন এক অর্হৎ স্থবির অতিজীর্ণ চীবরে কেশচ্ছেদনার্থ অরণ্য হতে গ্রামের দিকে আসতে ছিলেন । উপাসক তার গমনে শান্ত-দান্ত ভাব দেখে প্রসন্ন হয়ে ক্ষৌরকার (নাপিত) ডেকে কেশ-শূশ্রু ছেদন করে দিলেন । পরে উত্তমরূপে ভোজন করিয়ে সুন্দর চীবর দান করে উপাসকের বিহারে বাস করার জন্য প্রার্থনা করেন । তখন স্থবিরও উপাসকের প্রার্থনা সম্মতি জ্ঞাপন করে তথায় বাস করতে লাগলেন । কিন্তু বিহারবাসী ভিক্ষু অর্হৎ স্থবিরের প্রতি ঈর্ষা-মাৎসর্য পোষন করে বললেন- “এই পাপী ভিক্ষু ও উপাসকের সেবা গ্রহণ করে এখানে বাসের চেয়ে অঙ্গুলিদ্বারা কেশ উৎপাটন ও উলঙ্গ পরিব্রাজকরূপে বিষ্ঠা-মূত্রে জীবন যাপনই আমি শ্রেয়ঃ মনে করি ।” এই আক্রোশ বাক্য বলামাত্রই সেই ভিক্ষু পায়খানায় প্রবেশ করে পায়স গ্রহণের ন্যায় স্থায়ী হস্তে উদর পূর্ণ বিষ্ঠা ভক্ষণ ও মূত্রপান করতে লাগলেন । যাবজ্জীবন এই উপায় অবলম্বন করে মরণাশ্তে নিরয়ে উৎপন্ন হয় । পুনঃ বিষ্ঠাকণ্ড নিরয়ে অসূচী-মূত্র পান করে কিছুদিন অতিবাহিত করেন । পরে মনুষ্যালোকে জন্ম গ্রহণ করে পাঁচশত জন্ম নিগঠ পরিব্রাজক হয়ে বিষ্ঠা ভক্ষণ করেছিলেন ।

অতঃপর গৌতম বুদ্ধের সময় মনুষ্যকূলে জন্ম গ্রহণ করলেও আর্য-নিন্দার ফলে দরিদ্রগৃহে জন্ম হয় । পূর্ব সংস্কার হেতু ক্ষীর, ঘৃত পান করাতে চাইলেও তা পান না করে মূত্র পান করত । ভাত খাওয়াতে চাইলে বিষ্ঠা ভক্ষণ করত । বাল্যকাল হতে বিষ্ঠা-মূত্র পানাহারে অভ্যস্ত হওয়ায়

বয়স্ক অবস্থায়ও তাই খেত। এতে জ্ঞাতী স্বজনেরা বিষ্ঠাভক্ষণ নিবারণ করতে না পেরে তাকে পরিত্যাগ করল। অতঃপর সে নগ্ন পরিব্রাজক দলে প্রব্রজিত হল। কোন দিন স্নান করত না, শরীরে ছাই-মাটি লেপন করত, কেশ-শাশ্রু টেনে টেনে উৎপাটন করত। এক পায়ের উপর ভার দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকত। কখনও কারো নিমন্ত্রণ গ্রহণ করত না। সে পুণ্যার্থীগণের দান মাসে একবার মাত্র গ্রহণ করবে বলে অধিষ্ঠান করেছিল। সেই দান কুশাগ্র দ্বারা একটুমাত্র জিহ্বাগ্রে গ্রহণ করত। রাত্রে আর্দ্র বিষ্ঠায় পোকা আছে ভেবে তা ভক্ষণ করত না, শুষ্ক বিষ্ঠাই আহার করত। এই ভাবে তার পঞ্চগ্ন বছর অতিক্রম হলে জন সাধারণ চিন্তা করল- “ইনি মহাতপস্বী ও অতিশয় অল্লোচ্ছুক।” তাই সকলের প্রাণ তার প্রতি তদ্রূপ হল।

অতঃপর ভগবান তার হৃদয় অভ্যন্তরে “ঘটে প্রদীপের ন্যায়” অর্হৎ ফলের হেতু প্রজ্জ্বলিত হচ্ছে দেখে নিজেই তার নিকট উপস্থিত হন এবং তাকে ধর্মদেশনা করে স্রোতাপত্তি ফলে প্রতিষ্ঠিত করেন। তৎপর “এহি ভিক্ষু” সম্বোধনে উপসম্পদা (ঋদ্ধিময় উপসম্পদা) প্রদান করে বিদর্শন ভাবনা দ্বারা অর্হত্ব ফলে প্রতিষ্ঠিত করেন।^{১০২}

তৎপর অর্হত্ব প্রাপ্ত হয়ে পরিনির্বাণ কালে ব্যক্ত করেন- “আমি আদিত্যে মিথ্যা জীবনাচার করেছি। এখন বুদ্ধের আশ্রয়ে, বুদ্ধের অনুকম্পায় বিমুক্তি অধিগত করেছি”- এভাবে বিমুক্তি সুখে স্ববির নিম্নোক্ত গাথা সমূহ ভাষণ করেন-

২৮৩। পঞ্চপঞঃপাস বস্সানি রজো জল্লমধারয়িৎ,
ভুঞ্জন্তো মাসিকং ভত্তং কেসমস্সুং অলোচয়িৎ।

২৮৪। একপাদেন অট্ঠাসিৎ, আসনং পরিবজ্জয়িৎ,
সুখং গুথানি চ খাদিৎ, উদ্দেশং চ ন সাদিয়িৎ।

২৮৫। এতাদিসং করিত্ত্বান বহুং দুগ্গতিগামিনং,
বুহমানো মহোঘেন বুদ্ধং সরণমাগমং।

২৮৬। সারণ-গমনং পস্স, পস্স ধম্ম-সুধম্মতং,
তিস্সো বিজ্জা অনুপ্পত্তা, কতং বুদ্ধস্স সাসনন্তি।

^{১০২}. এখানে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হয়েছে- ধর্মপদ অট্টকথার ‘মাসে মাসে কুসল্লেনাতি’ গাথায় বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। (ধর্মপদ অট্টকথা-জমুকথের বখু)

বাংলা :

কাদা-ধূলি মর্দনে করি অনশন,
 মাসান্তে আহারে জীবন করেছি ধারণ ।
 প্রত্যহ কেশ-শাশ্রু করি উৎপাটন,
 পঞ্চগ্ন বৎসর এই ব্রত করেছি পালন ।
 একপদে দাঁড়িয়ে দিবা করতাম গত,
 আহারে বিষ্ঠামল খেতাম সতত ।
 এতাদৃশ হীনব্রতে জীবন সায়াহে,
 প্রতিষ্ঠিত হইনু আমি বুদ্ধের শরণে ।
 বুদ্ধের আজ্ঞাপথ করি অনুসরণ,
 নির্বাণপ্রদ ধর্মেরগুণ করেছি দর্শন ।
 ত্রিবিদ্যা অধিগতে ছিন্ন করেছি মায়াব বন্ধন,
 কৃত্যকার্য হয়ে এবে বিমুক্তি সুখ আছি অনুক্ষণ । (৪ঃ৫)

এই চারটি গাথা আয়ুত্মান জন্মুক স্থবির কর্তৃক ভাষিত ।

বিস্তৃতার্থ :- এখানে “পঞ্চপঞ্জাসবসুসনি রজোজল্লমধারযিস্তি” অর্থে- পঞ্চগ্ন বৎসরকাল ব্যাপী ধূলা-ময়লা, কাদা, আবর্জনা ইত্যাদি শরীরে ধারণ করে; অর্থাৎ নগ্নব্রত গ্রহণ করে, স্নানাদি ত্যাগ পূর্বক পঞ্চগ্ন বৎসরকাল শরীরে ছাই-মাটি লেপন করে মুক্তির অভিপ্রায়ে জীবন-ধারণ করেছি । -ইহাই অর্থ ।

“ভুঞ্জস্তো মাসিকং ভন্তস্তি”- মাসান্তের বা মাসান্তে শুধু মাত্র একবার আহার-ভোজন করি; অর্থাৎ সে পুণ্যার্থীগণের দান মাসে একবারই গ্রহণ করে; সেই দান কুশগ্রন্থদ্বারা একটুমাত্র জিহ্বাগ্রে গ্রহণ করে রাত্রে বিষ্ঠাই আহার করতাম । -ইহাই অর্থ ।

“অলোচযিস্তি”- উৎপাটন করা এমন, তুলে ফেলা এমন, গোঁফদাড়ি-কেশ টেনে টেনে সমূলে উৎপাটন করা বুঝায় । অর্থাৎ ব্রতে শিথিল বা শ্লথন না হওয়ার অভিপ্রায়ে অঙ্গুলিদ্বারা কেশ শাশ্রু উৎপাটন করতাম । -ইহাই অর্থ ।

“একপাদেন অট্ঠাসিং আসনং পরিবজ্জযিস্তি”- একপায়ে উপর নির্ভর করে দাঁড়িয়ে থাকা বুঝায়; অর্থাৎ মুক্তির অভিপ্রায়ে সারাক্ষণ

উভয় হস্ত উর্ধ্বদিকে স্থির করে একপায়ে ভর করে দাঁড়িয়ে থাকি; তবে এর দ্বারা মুক্তিলাভ কখনো সম্ভব নয় । -ইহাই অর্থ ।

“এতাদিসং করিত্বান বহুং দুর্গতি গামিনস্তি”- এতাদৃশ দুর্গতিগামী বহু পাপকর্ম করা বুঝায়; অর্থাৎ এরূপ বিপাকধর্মী দুর্গতিগামী বহু পাপব্রত অতীতে সম্পাদন করি বা আমা কর্তৃক সাধিত হয়েছে ।

“বুধহমানো মনোঘেনাতি”- মহাস্রোতে পতিত হওয়ার সময় বা ভেসে যাওয়ার সময় বুঝায়; অর্থাৎ কামাদি মহা প্লাবনে কবলিত হয়ে অপায় সমুদ্রে পতনমুখী হওয়া । -ইহাই অর্থ ।

“বুদ্ধং সরণমাগমস্তি”- বুদ্ধের শরণাপন্ন হওয়া বা বুদ্ধের শরণে প্রতিষ্ঠিত থাকা বুঝায়; অর্থাৎ পুণ্যাদি কুশল কর্ম সম্পাদন করে মনুষ্যত্বজ্ঞান লাভ করে সম্যক সম্বুদ্ধের শরণ গ্রহণ করে, সম্যক রূপে অবস্থান করা । -ইহাই অর্থ ।

“সরণগমনং পসুস পসুস ধম্মসুধম্মতন্তি”- শরণ দর্শন কর, নির্বাণপ্রদ ধর্মের গুণ দর্শন কর; অর্থাৎ- বুদ্ধের শরণ দর্শন করে বুদ্ধের শাসন ধর্মের বা নির্বাণপ্রদ ধর্মের দর্শন হেতু মিথ্যাদৃষ্টি দূরীভূত হয়ে “তিস্বেসা বিজ্জা” -ত্রিবিদ্যা অধিগত করেন ।

অতঃপর উক্ত হয়েছে-

তিষ্যবুদ্ধের বোধিবৃক্ষে করে বন্দনা,
পূজাস্বরূপ শ্রদ্ধাচিহ্নে করি ব্যজনা ।
সেই হতে বিরানব্বই কল্প হয়নি দুর্গতি,
শ্রদ্ধা চিহ্নে ব্যজনের এমনই সুকৃতি ।
অদ্য আমি তৃষ্ণাহীন ক্লেশ অবসানে,
সমাপন হয়েছে কৃত্য বুদ্ধের শাসনে ।

-[থের অপদান]

জম্বুক স্থবির গাথা বর্ণনা সমাপ্ত



৬। সেনক স্থবির গাথা বর্ণনা

“স্বাগতং বতাতি” -এই গাথা সমূহ আয়ুত্মান সেনক স্থবির কর্তৃক ভাষিত।

কোথায় এর উৎপত্তি?

গাথা সমূহের উৎপত্তি কথা-

ইনি পূর্বের বুদ্ধগণের আশীর্বাদ গ্রহণ করে শিখী বুদ্ধের সময় কুলগৃহে জন্ম গ্রহণ করেন। একদিন বুদ্ধকে দেখে প্রসন্নচিত্তে ময়ুর-কলাপে পূজা করেন। সেই পুণ্য প্রভাবে সংসার পরিভ্রমণ কালে ভগবান গৌতম বুদ্ধের সময় উরুবিল কশ্যপের ভগ্নীর গর্ভে উৎপন্ন হয়ে “সেনক তিষ্য” নামে পরিচিত হন। বয়ঃক্রমে ব্রাহ্মণ বিদ্যায় দক্ষতা লাভ করে গৃহবাসে আবদ্ধ থাকেন। তৎকালে জনসাধারণ বৎসর বৎসর ফাল্গুন মাসের উত্তর ফাল্গুনী নক্ষত্রে গয়াতে “তীর্থাভিষেক উৎসব” করত। তাই ইহা “গয়াফাল্গুনী” উৎসব নামে প্রসিদ্ধ ছিল। বুদ্ধ সেই উৎসব দিনে সত্ত্বগণের প্রতি দয়া করে গয়াতীর্থ সমীপে অবস্থান করতেন। জনসংখ্যা অনেক দূরদূরান্ত স্থান হতে “গয়াফাল্গুনী” উৎসবে আগমন করত। সেই সময় সেনকও ঐ উৎসবে আগমন পূর্বক ভগবানের ধর্মদেশনা শ্রবণ করে প্রব্রজিত হয়ে অচিরে অর্হত্ব ফল প্রাপ্ত হলেন এবং নিম্নোক্ত গাথা ভাষণ করেন-

ময়ুরের পালক দ্বারা ব্যজন করে নির্মাণ,

প্রীত মনে বুদ্ধ পদে করেছি প্রদান।

ত্রি-অগ্নি^{১০০} নির্বাপনে লভি বিপুল প্রীতি,

প্রীতমনে ময়ুরপুচ্ছ দানের এমনই সুকৃতি।

অহো বুদ্ধ অহো ধর্ম গুণতে প্রধান,

মহানন্দে স্থিত আছি ব্যজন করে দান।

ত্রি-অগ্নি নির্বাপনে তৃষ্ণা হলো হত,

সর্বাস্রবক্ষীণ হলো পুনঃ হবেনা ভব।

^{১০০}. ত্রি-অগ্নি : দীর্ঘ নিকায়ের সঙ্গীতি সূত্র মতে ত্রি-অগ্নি হচ্ছে যথা- রাগাগ্নি, ঘ্বেষাগ্নি ও মোহাগ্নি।

সেই হতে একত্রিশ কল্প হয়নি দুর্গতি,
 শ্রদ্ধা চিন্তে ব্যজন দানের এমনই সুকৃতি ।
 অদ্য আমি তৃষ্ণাহীন ক্রেশ অবসানে,
 সমাপন হয়েছে কৃত্য বুদ্ধের শাসনে ।
 -[থের অপদান]

অতঃপর স্থবির বিমুক্তি সুখে বিহার কালে নিন্মোক্ত গাথা সমূহ
 ভাষণ করেন-

- ২৮৭ । স্বাগতং বত মে আসি গয়াং গয়া ফল্লুয়া,
 যং অদ্দসাসিং সম্বুদ্ধং দেসেসত্তং ধম্মমুত্তমং ।
- ২৮৮ । মহপ্পভং গণাচরিয়ং অগপ্পত্তং বিনায়কং,
 সদেবকস্স লোকস্স জিনং অতুলদস্সনং ।
- ২৮৯ । মহানাগং মহাবীরং মহাজুতিমনাসবং,
 সব্বাসব পরিক্কখীণং সখারমকুতোভয়ং ।
- ২৯০ । চিরসঙ্কলিট্ঠং বত মং দিট্ঠিসন্দানসন্দিতং,
 বিমোচযী যো ভগবা সব্বগঞ্জেহি সেনকত্তি ।

বাংলা :

গয়া-ফাল্লুনী উৎসবে গয়াতীর্থ স্থানে^{১০৪},
 শুভাগমন করি আমি আনন্দ উর্যাপনে ।
 তৎস্থানে দর্শন করি সম্যক্ সম্বুদ্ধে,
 যিনি উত্তমধর্ম ব্যাখ্যা করেন ভুলোকে ।
 ব্যাম-প্রভা বিভূষিত দেহ প্রভাকর,
 জ্ঞানলোকে সমুজ্জল শ্রেষ্ঠগুণাকর ।
 সর্বধর্মে বিশারদ যিনি ধর্মরাজ,

^{১০৪}. গয়াফাল্লুনী : গয়া প্রসিদ্ধ তীর্থ-বিশেষ । উদান বল্লনা বা উদান-অট্টকথা মতে গয়াতীর্থ বলতে গয়াগ্রামের অদূরস্থিত এক পুষ্করিণী ও এক নদী । বুদ্ধঘোষের মতেও 'গয়া তি একা পোক্খরিণী পি, অখি নদী পি' (সার-প) । গয়ানদীর পরিচিত নাম ফল্লু । বিশ বা একুশ মাইল ব্যাপী নৈরঞ্জনা ও মহানদীর সম্মিলিত প্রবাহের নামই ফল্লু ।

সিংহনাদে ধর্মকথা কহে ভিক্ষুমাঝ ।
 শীলগুণে বিভূষিত বিনয়ে নায়ক,
 সদেবলোকের জিন তিনি তপস্বী স্নাতক ।
 দেহ বিভূষিত মহাবত্রিশ লক্ষণে^{১০৫},
 বিভূষিত আরো ক্ষুদ্র অশীতি ব্যঞ্জনে^{১০৬} ।

^{১০৫}. বত্রিশ মহালক্ষণ : দীর্ঘ নিকায়ের অষ্টসুত্তের অর্থকথা ও জিনালঙ্কার বর্ণনায় উক্ত হয়েছে ডগবান বুদ্ধ বত্রিশ মহালক্ষণে মণ্ডিত ছিলেন। যথা- ১) সুপ্রতিষ্ঠিতপাদ, ২) পাদতলের নিম্নদেশে সর্বাকার পরিপূর্ণ নেমি ও নাভিসহ সহস্র চক্র বিদ্যমান, ৩) আয়ত পাঞ্চি বা পরিপূর্ণ পায়ের মুড়ি, ৪) দীর্ঘ অঙ্গুলি, ৫) ব্রহ্ম উজ্জু শরীর, ৬) সপ্ত উন্নত স্থান- দুই হস্ত, দুই পাদ, দুই অংস, ক্ষক ও গ্রীবা বা অংসকট মাংসপূর্ণ উন্নত স্থান, ৭) মৃদু কোমল হস্ত ও পাদতল, ৮) জালহস্তপাদ, ৯) পায়ের মধ্যবর্তী গুহ, ১০) উর্দ্ধমুখী লোমের অগ্রভাগ, ১১) এণিমৃগ সদৃশ জঙ্ঘা, ১২) অতিশয় মস্ন সন্ধি মুখাবয়ব, ১৩) সুবর্ণ কাঞ্চন সদৃশ ত্বক, ১৪) গুহ্যেন্দ্রিয় কোবরক্ষিত, ১৫) নিগ্রোধ পরিমণ্ডল অর্থাৎ বয়ঃ প্রমাণ ব্যাম, ব্যামপ্রমাণবয়ঃ, ১৬) দণ্ডায়মান অবস্থান উভয় হস্ত দ্বারা উভয় জানুদ্বয় স্পর্শ ও পরিমর্দন করতে সক্ষম, ১৭) সিংহপূর্বাবধিকায়, ১৮) ক্ষকগহ্বর পরিপূর্ণতা প্রাপ্ত, ১৯) সমবর্ত ক্ষক, ২০) সুক্ষর সগ্রাহী জিহ্বা, ২১) গাড় নীলনেত্র, ২২) গো-চক্ষু বিশিষ্ট, ২৩) উষ্ণীষশীর্ষ, ২৪) প্রত্যেক লোমকূপে একলোম, ২৫) ভ্রমণগলের মধ্যে উর্ণা (চক্রাকারে উর্ধ্বমুখী স্বর্ণবর্ণ একটা লোম), ২৬) চলিশ দন্ত, ২৭) অবিরলদন্ত, ২৮) প্রশস্ত জিহ্বা, ২৯) ব্রহ্মঘর, ৩০) সিংহহনু, ৩১) সমদন্ত ও ৩২) শুদ্রদন্ত ।

^{১০৬}. অশীতি অনুব্যঞ্জন : জিনালঙ্কার বর্ণনায় বুদ্ধের অশীতি অনুব্যঞ্জন যথা- ১) পরিপূর্ণ পুরুষ লক্ষণ, ২) সুবিভক্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, ৩) সুসংহতগাত্র, ৪) উন্নত নখ, ৫) তাম্রবর্ণ নখ, ৬) স্নিগ্ধ নখ, ৭) সুগঠিত আঙ্গুল, ৮) চিত্রাঙ্গুল, ৯) অনুপূর্বাস্থল, ১০) নির্ঘৃহ শিরা, ১১) গুপ্ত শিরা, ১২) নিগূঢ় গুহ, ১৩) সবলগ্রহি, ১৪) সম ও সমান পদ, ১৫) ষড়্রশি সম্প্রসারণ, ১৬) মৃদুগাত্র, ১৭) সুন্দর গাত্র, ১৮) অলীনগ্রাত্র, ১৯) অনুসন্ধিগাত্র, ২০) নিখিল অবিকৃত শরীর, ২১) অতি সৌম্যগ্রাত্র, ২২) তুলাসদৃশ পদতল, ২৩) গভীর হস্তরেখা, ২৪) অনুপূর্ব হস্তরেখা, ২৫) বিষোষ্ঠ, ২৫) সুবাসিত উচ্চারণ, ২৭) মৃদু-তরুণ-লোহিত জিহ্বা, ২৮) গজেন্দ্রের সহিত অনুকরণীয় স্বর, ২৯) সু-উচ্চারিত স্বর, ৩০) মঞ্জুষোষ, ৩১) গজেন্দ্রগতি, ৩২) বৃষভগতি, ৩৩) হংসরাজগতি, ৩৪) সিংহরাজগতি, ৩৫) দক্ষিণাবর্তগতি, ৩৬) সমক্ষীত উদ্দসদ, ৩৭) সমস্ত প্রাসাদক, ৩৮) পবিত্র আচার-ব্যবহার, ৩৯) পরম পবিত্র বিদ্বৎ লোম, ৪০) পরিমণ্ডলাকার সমোজ্জ্বল রশ্মি, ৪১) ঋজুগাত্র, ৪২) কোমলগাত্র, ৪৩) অপূর্বগাত্র, ৪৪) ধনু উদর, ৪৫) সূচ্যাক্র রূপে বিহতাকার গোল ভাঁড়ি, ৪৬) গভীর নাভী, ৪৭) অভঙ্গ নাভী, ৪৮) অচ্ছিন্ন নাভী, ৪৯) দক্ষিণাবর্ত নাভী, ৫০) পরিণত জানুমণ্ডল, ৫১) সুগঠিত দন্ত, ৫২) তীক্ষ্ণ দন্ত, ৫৩) অভঙ্গ দন্ত, ৫৪) অচ্ছিন্ন দন্ত, ৫৫) সমদন্ত, ৫৬) উন্নত নাক, ৫৭) অনতি আয়তন নাক, ৫৮) ভ্রমরকালো নয়ন, ৫৯) নীলশ্বেতকমল সদৃশ নয়নদ্বয়, ৬০) কালো ভ্রু, ৬১) স্নিগ্ধ ভ্রু, ৬২) আয়তরুচির কর্ণ, ৬৩) সমরূপ কর্ণ, ৬৪) আয়ত সুরুচির কর্ণ, ৬৫) অবিচলিত সংযত ইন্দ্রিয়, ৬৬) অবিকৃত সংযত ইন্দ্রিয়, ৬৭) উত্তম ললাট, ৬৮) সমানুপাতিক ললাট,

অহঁতের নাগ তিনি প্রজ্জায় প্রভাকর,
 মণ্ডিত অতুল দর্শনশ্রী তিনি মহাবীর ।
 তিনি সর্বজ্ঞ সর্বে সর্বজ্ঞানময়,
 তৃষ্ণাহীন জিন মারসেনা করি জয় ।
 মহা প্রভাশালী মহাতেজস্বান,
 মহাপ্রজ্জাশালী যিনি মহাবলবান ।
 সর্বাস্রব পরীক্ষীণে আছেন নির্ভীকে,
 দর্শন করিনু নমি তব বিমুক্তিকে ।
 ছিলাম আমি ভ্রান্তমতি অধর্ম পামর,
 সর্ববন্ধন ছিন্ন আজি পেয়ে সুধাকর ।
 অবিদ্যাগ্রস্থি হতে তপস্বী স্নাতক,
 মুক্ত করলেন আজি অধম সেনক । (৪৪৬)

এই গাথা সমূহ আয়ুস্মান সেকন স্থবির কর্তৃক ভাষিত ।

বিস্তৃতার্থ : এখানে “স্বাগতং বত মে আসীতি” অর্থে- আমার
 সুষ্ঠু-সুন্দর গুণাগমন হয়েছে, “গয়াযন্তি”- গয়াতীর্থ সমীপে,
 “গয়াফল্লয়াতি”- গয়াফাল্লুণী, ফাল্লুনমাসের উত্তর ফাল্লুণী নক্ষত্র উৎসবে;
 “যন্তি”- যেহেতু তথায় আগমন করি; “অন্দসাসিস্তি”- দেখে ছিলাম, দর্শন
 করি; “সমুদ্রান্তি”- সমুদ্রকে, উত্তমরূপে জ্ঞাত হয়েছে এমন সর্বজ্ঞ বুদ্ধকে,
 নিজ জ্ঞান বলে নিপুনভাবে সর্ববিষয় জ্ঞাত বুদ্ধকে; “দসেস্তুং ধম্মমুত্তমন্তি
 ”- যিনি উত্তম, সম্মুখস্থ, সর্বোত্তম সর্বশ্রেষ্ঠ, পর্যায়ক্রমে, ভূয়োদর্শী,
 অভিজ্ঞলব্ধ বিষয়বস্ত্র বা ধর্মকে ভাষণকারী । -ইহাই অর্থ ।

“মহাপ্রভান্তি”- যিনি দেহপ্রভায়, জ্ঞান প্রভায় সর্বোত্তম ভাবে
 অলংকৃত; “গণাচরিয়ন্তি”- যিনি ভিক্ষু পরিষদকে- ভিক্ষুণী পরিষদকে-
 উপাসক-উপাসিকা পরিষদকে উত্তমরূপে শিক্ষাদাতা বা শাসন কর্তা ।
 “অগ্নপ্পত্তং”- যিনি শীলাদি গুণে সর্বোত্তম রূপে অধিগত, জ্ঞাত বা অগ্রস্থান
 প্রাপ্ত । “বিনায়কং”- যিনি দেব-মনুষ্যের স্বয়ং পথ নির্দেশক, মুক্তির পথ
 প্রদর্শক বা বিনায়ক । “সদেবকস্স লোকস্স জিনং”- যিনি

সদেবলোককে অপরাভূত ভাবে জয় করেছেন, পঞ্চমারকে জয় করেছেন বিপু বা ইন্দ্রিয় জয় করেছেন। “অতুলদসনং”- দ্বাত্রিংশ মহা পুরুষ লক্ষণ যুক্ত, অশীতি অনুব্যঞ্জে পরিমণ্ডিত রূপকায়, দশবলে বলীয়ান, চতুর্বিধ বৈশারদ্যালংকৃত^{১০৭}, দেব-মনুষ্যালোকে অদ্বিতীয় রূপ-শ্রী অধিকারী, অভূতপূর্ব শ্রীধারী, অতুল্য রূপের অধিকারী। -ইহাই অর্থ।

“মহানাগং”- ক্ষীণাসবগণের মধ্যে গতিপরাক্রমশালী মহানুভব সম্পন্ন মহানাগ^{১০৮} (গজবর)। “মহাবীরং”- মারসৈন্য দমনকারী মহাবীর। “মহাজুতিস্তি”- মহাপ্রতাপশালী, মহাজ্যোতিঃধর। “সব্বাসবপরিবক্ষীণং”- সর্বাসব পরিবক্ষীণ করেছেন, চারি আসব^{১০৯} শূন্য; শ্রাবক বুদ্ধগণ- প্রত্যক বুদ্ধগণ- সর্বজ্ঞ বুদ্ধগণ সকলে সর্বাসব হত করে; তাদৃশ ব্যক্তিদেরকে বলা হয় ক্ষীণাসব। “সংখারং”- যিনি মিথ্যাদৃষ্টি পরায়ণ মানুষ্যগণকে পরমার্থ জ্ঞান দ্বারা সম্যক পথে উপনীত করেন, বিনয়ানুকূল শাসন করেন, সর্বজ্ঞ বিদ্যায় সুনিপুন ব্যক্তি। “অকুতোভয়ং”- যিনি চতুর্বিধ বৈশারদ্যায় বিশারদ, অসমসাহসিক, অকুতোভয়, নির্ভীক সাহসী; তাদৃশ গুণসম্পন্ন সম্যক সম্বুদ্ধকে আগম পূর্বক আমি দর্শন করি।

এরূপে স্থবির শাস্তাকে দর্শনদ্বারা সংসারের আদীনব (দোষ) আত্মলব্ধ জ্ঞানে চতুর্থ গাথায় ভাষণ করেন। তা এইরূপ- ঘৃণীত আমানির ন্যায়, শঙ্কায়বাহী মন্যুয় পাত্রে ন্যায় এই সংসার চিরকাল কলুষিত “চিরসঙ্কলিট্ঠং”। স্তম্ভে বন্ধিত কুকুর-কুকুরীর ন্যায় স্বকায়দৃষ্টি (মিথ্যাদৃষ্টি) স্তম্ভে আমি বন্ধি ছিলাম। সেই অবিদ্যাদি গ্রন্থি হতে আর্যমার্গ হস্ত দ্বারা শাস্তা আমি সেনককে বিমুক্ত করেন। সেহেতু শাস্তাকে আমার অভিপ্রেসাদ জ্ঞাপন করছি। -ইহাই অর্থ।

সেনক স্থবির গাথা বর্ণনা সমাপ্ত



^{১০৭}. চতুর্বিধ বৈশারদ : যথা- ১. সর্বজ্ঞ লাভের জ্ঞান, ২. তৃষ্ণাক্ষয় করার জ্ঞান, ৩. কাম্যভোগের অশেষদোষ ও ধর্ম জীবনের বিঘ্ন বর্ণনের জ্ঞান এবং ৪. সম্যকরূপ নির্বাণের উপায় নির্ধারণ করার জ্ঞান। -এই চারি প্রকার বৈশারদ্যগুণে বিভূষিত। (হস্তসার)

^{১০৮}. নাগ : ক্ষীণাসব অর্হতের প্রতীক (প : সু)

^{১০৯}. আসব : পালি আসব = সং আশয় কিংবা আস্রব। ‘আশয়’ অর্থে ইচ্ছা, অভিপ্রায়। ‘আস্রব’ অর্থে আগন্তুকরূপে প্রাবৃত্ত হয়। আসব আসক্তিই বটে। চতুর্বিধ আসব- ১) কামাসব, ২) ভবাসব, ৩) দৃষ্টাসব ও ৪) অবিদ্যাব।

৭। সম্ভূত স্থবির গাথা বর্ণনা

“যো দন্ধকালেতি” -এই গাথা সমূহ আয়ুত্মান সম্ভূত স্থবির কর্তৃক ভাষিত।

কোথায় এর উৎপত্তি?

গাথা সমূহের উৎপত্তি কথা-

ইনি অতীত বুদ্ধগণের আশীর্বাদ চয়ন করে বুদ্ধশূন্যকালে চন্দ্রভাগা নদীতীরে কিন্নর যোনিতে জন্ম গ্রহণ করেন। একদিন জনৈক পচেক সম্বুদ্ধকে প্রসন্নচিত্তে বন্দনা করে অর্জুন পুষ্প দ্বারা পূজা করেন। সেই পুণ্য প্রভাবে দেব মনুষ্যকুল সংসরণ করে গৌতম বুদ্ধের সময় কুলগৃহে জন্ম গ্রহণ করে “সম্ভূত” নামে পরিচিত হন। অতঃপর বয়ঃক্রমে বুদ্ধের পরিনির্বাণের পরে ধর্মভাণ্ডাগারিক আনন্দ^{১১০} স্থবিরে নিকট ধর্মশ্রবণ করতঃ প্রব্রজিত হয়ে বিদর্শন ভাবনা দ্বারা অর্হত্ব ফল প্রাপ্ত হন এবং নিম্নোক্ত গাথা ভাষণ করেন-

চন্দ্রভাগা নদীতটে হয়ে কিন্নর,
দর্শনে প্রীত হই বুদ্ধ প্রভাকর।
চয়নপূর্বক অর্জুনপুষ্প করি তারে দান,
প্রসাদ মনে কৃতাঞ্জলীতে করতঃ প্রণাম।
তথা হতে চ্যুত হলে লভি দেবগতি,
শ্রদ্ধাচিহ্নে পুষ্প দানের এমনই সুকৃতি।
ছয়ত্রিশবার ইন্দ্রত্ব লভি দেবলোকে,
দশবার চক্রবর্তীরাজ হই ভুলোকে।
প্রদেশরাজ্য শাসন করি গণনাতিতবার,
শ্রদ্ধাচিহ্নে পুষ্পদানের এমনই সুকৃতি আমার।
কুশলকারক ধর্ম রয়েছে আমাতে তাই,

^{১১০}. আনন্দ : ইনি বুদ্ধের বহুশ্রুত শিষ্যগণের মধ্যে অগ্রণী ছিলেন। খুদ্ধক নিকায়ের- থেরগাথা অট্টকথায়, মজ্জিম নিকায়ের- সেখ, বাহিত্তিয়, আনেঙ্গসঙ্ঘ, গোপক মোল্লান, বহুধাতুক, চুল্লসুৎসংগত, মহাসুৎসংগত, অচ্ছরিয়বভূত ও ভদ্দেকরত্ত সুত্তে; দীর্ঘ নিকায়ের- মহানিদান, মহাপরিনিব্বান ও সুভসুত্তে; অঙ্গুত্তর নিকায়ের- চুল্লনিরয়লোকধাতু সুত্তে এতদন্ধবঙ্গে এবং অভিনিক্খমণ প্রসঙ্গে আয়ুত্মান আনন্দ স্থবিরের মহাত্ম্য বর্ণিত হয়েছে।

অনাগরিক হয়ে আজি পরমা শান্তি পাই ।
এবে আমি তৃষ্ণাহীন ক্রেশ অবসানে,
সমাপন হয়েছে কৃত্য বুদ্ধের শাসনে ।

-[থের অপদান]

অতঃপর বুদ্ধের নির্বাণের শতবর্ষ পরে বৈশারীর বজ্জিপুত্র ভিক্ষুগণ যখন দশবস্তু গ্রহণ করেন, তখন কাকণ্ডকপুত্র যশ স্থবির প্রমুখ ৭০০ (সাতশত) অর্হৎ সেই দুর্দৃষ্টি ভেদ করে সদ্ধর্মের প্রতিষ্ঠা করেন । বজ্জিপুত্রগণের অধর্মতঃ কার্য প্রকাশ করে স্থবির সংবেগভরে নিম্নোক্ত গাথা সমূহ ভাষণ করেন-

২৯১ । যো দন্ধকালে তরতি তরণীয়ে চ দন্ধয়ে,
অযোনিসো সংবিধানেন বালো দুক্খং নিগচ্ছতি ।

২৯২ । তস্‌সথ পরিহাযন্তি কালপকেখব চন্দিমা,
আযসস্যঞ্চ পপ্পোতি মিত্তেহি চ বিরুজ্জতী'তি ।

২৯৩ । যো দন্ধকালে দন্ধেতি তরণীয়ে চ তারয়ে,
যোনিসো সংবিধানেন সুখং পপ্পোতি পণ্ডিতো ।

২৯৪ । তস্‌সথ পরিপূরেন্তি সুক্খপকেখব চন্দিমা,
যসো কিত্তিঞ্চ পপ্পোতি মিত্তেহি ন বিরুজ্জতী'তি ।

বাংলা :

যৎকালে না করে যেবা সন্দেহ নিরসন,
সর্ব কার্যে দন্ধ হয় সেই মূর্থজন ।
কৃষ্ণপক্ষের চন্দ্র যেমন সদর্থলাভে ত্রাস,
মূঢ়জনও কল্যাণ ত্যজি খ্যাতি করে হ্রাস ।
যথাকালে করে যেবা সন্দেহ নিরসন,
সর্ব কার্যে সফল হয় সেই পণ্ডিতজন ।
শুক্লপক্ষের চন্দ্র যেমন ব্যাপে ভুলোক,
সর্বদিকে লভে পণ্ডিত কৃতকার্যের সুখ । (৪৪৭)

বিস্তৃতার্থ ৪ এখানে “যো দক্ষকালে তরতীতি” অর্থে- কোন বিষয়ে সন্দেহ উৎপন্ন হলে তা মীমাংসা না করলে; অর্থাৎ কর্তব্য কর্মকে অকর্তব্য মনে করলে পরবর্তীতে তা দুঃখ প্রদান করে। যেমন- কোন বিনয় বিষয়ে সন্দেহ উৎপন্ন হলে তা বিনয়ধরকে জিজ্ঞাসা করে সমাধান না করলে বা উপেক্ষা করলে পরবর্তীতে সে পাপ (সন্দেহ) ঐ ব্যক্তিকে নিষ্পেশিত করে থাকে, দক্ষ করে থাকে। “তরগীয়ে চ দক্ষযেতি”- গৃহীদের শরণগমন শীল-দানাদি এবং প্রব্রজিতের ব্রতপূরণাদি সহ সমর্থ-বিদর্শনাদিতে সফলের অভিপ্রায়ে শীঘ্র প্রচেষ্টা না করে, কর্তব্যকার্যে আলস্য করে “এখন নয় পরে” এরূপ মনোভাব প্রকাশ করা। -ইহাই অর্থ।

“অযোনিসংবিধানেনাতি”- অমনোযোগী, অপবিত্র ভাবে, ভ্রান্ত মনে, ভ্রান্তপায়ে কার্য সম্পাদন দ্বারা অর্থাৎ বিপরীতভাবে কার্যানুষ্ঠান দ্বারা সেই মূর্খ ব্যক্তি, মন্দবুদ্ধি লোক দুঃখে পতিত হয়। -ইহাই অর্থ।

“তস্স্থাপরিহাযন্তীতি”- তাদৃশ ব্যক্তি মিথ্যাদৃষ্টি হেতু কৃষ্ণপক্ষের চন্দ্রের ন্যায় দিন দিন সদর্থলাভে আস্র হয়ে থাকে। -এরূপ ব্যক্তির অশ্রদ্ধাসম্পন্ন, অপ্রসন্ন, অলস, অক্ষম, মস্তুর হীনবীর্য হয়ে থাকে। সেহেতু তাদের পরিহানি হয়, বিজ্ঞজন কর্তৃক নিন্দীত হয়, চারিদিকে তাদের অখ্যাতি ঘোষিত হয়। -ইহাই অর্থ।

“মিত্তেহি চ বিরুদ্ধতীতি”- অনুসরণীয় বিষয় অনুসরণ করে না, কল্যাণ মিত্রের উপদেশ গ্রহণ না করে ভ্রান্তমতি হয় এবং কল্যাণমিত্রের বিরুদ্ধাচারণ করে থাকে। -ইহাই অর্থ।

শেষের গাথা দু’টি উপরোক্ত গাথাদ্বয়ের বিপরীতে উপস্থাপন করা হয়েছে- যে ব্যক্তি অনুচিতকাজ সম্পাদন করে না, উচিত কাজই সম্পাদন করে, ঠিকভাবে কার্যানুষ্ঠান করে; সেই পণ্ডিত সুখ লাভ করে থাকে। গুরুপক্ষের চন্দ্রের ন্যায় তাঁর সদর্থ (কীর্তিপ্রভা) পরিপূর্ণ হয়। তাঁর জ্ঞাতী সম্পত্তি ও কীর্তিলাভ হয়। কল্যাণ মিত্রের সাথে তাঁর বিরোধ হয় না।

স্থবির এভাবে দশবস্ত্র বিষয়ে যথার্থ ব্যাখ্যা করে বজ্জিপুত্রদেরকে ভ্রান্তমত পরিত্যাগ করায় ঐক্যতা আনয়ন করে সন্ধর্মের প্রতিষ্ঠা করেন।

সম্ভূত স্থবির গাথা বর্ণনা সমাপ্ত



৮। রাহুল স্থবির গাথা বর্ণনা

“উভয়েনাতি”-এই গাথা সমূহ আয়ুস্মান রাহুল স্থবির কর্তৃক
ভাষিত।

কোথায় এর উৎপত্তি?

গাথা সমূহের উৎপত্তি কথা-

ইনি পূর্ব বুদ্ধগণের আশীর্বাদ গ্রহণ করে দ্বিপদোত্তম পদুমুত্তর
বুদ্ধের সময় এক কুলগৃহে জন্ম গ্রহণ করেন। বয়ঃপ্রাপ্তে বুদ্ধের নিকট
উপস্থিত হয়ে দেখলেন যে- শাস্তা একজন ভিক্ষুকে “শিক্ষাকামীদের
শ্রেষ্ঠ” স্থানে নিয়োগ করেন। তখন তিনিও শিক্ষাকামীদের শ্রেষ্ঠত্ব পদের
প্রার্থনা করে বিহারাদির কার্য সম্পাদন করেন। অতঃপর গৌতম বুদ্ধের
সময় সিদ্ধার্থের ঔরসে যশোধরার গর্ভে জন্ম গ্রহণ করেন “রাহুল” নামে
পরিচিত হয়ে মহাশ্চক্রিয় (রাজকুলে) বর্দ্ধিত হন। বয়ঃক্রমে প্রব্রজ্যা গ্রহণ
করে বুদ্ধের নিকট অনেক সুত্তপদ শিক্ষা করে জ্ঞান পরিপক্ব হলে
অর্হত্বফলে প্রতিষ্ঠিত হন।”^{১১১} এবং নিম্নোক্ত গাথা ভাষণ করেন-

পদুমুত্তর ভগবান জগতের প্রধান,
সমুত্তল প্রাসাদ তারে করিণু প্রদান।
খীনাশবে পরিবেষ্ঠা সেই মহামুণি,
কুটিরস্থানে গিয়ে নমিঃ নরোত্তম জানি।
আলোকদানে উদ্ভাসিত করে ধর্মরাজ,
সিংহনাদে এই গাথা কহে ভিক্ষুমাঝ।
এ-দানের আনিশংস গুন ভিক্ষুগণ,
দাতার ভবিষ্যৎ কীর্তি ভাষিব এখন।
স্বর্ণময়-রূপ্যময় প্রাসাদ হবে আবির্ভূত,
সর্বজনের কাছে তিনি হবে মনঃপূত।
ছেষটিবার ইন্দ্র হবে লভি দেবাসন,
চক্রবর্তী হয়ে সহস্রবার করবে ভুলোক শাসন।
একুশ কল্প বিমল নামক হবে ক্ষত্রিয়,

^{১১১}. বিনয়পিটকে মহাবর্ণ গ্রন্থের প্রব্রজ্যাবিধি দ্রষ্টব্য।

চতুরঙ্গ চক্রবর্তী রাজ হবে অনিবার্য ।
 নগর হবে রেণুবতী বিপুল নন্দিত,
 তিনশত চারিসহস্র হবে আমত্য ।
 প্রাসাদ হবে সুদর্শন বিশাল প্রমাণ,
 সপ্তরত্নে^{১১২} কূটাগার হবে বিচিত্র শোভন ।
 দশ শব্দ-বিদ্যায় লভিবে জ্ঞান,
 সুদর্শন নগরে তিনি হবে প্রধান ।
 প্রভাকর আলো যেমন করে নির্গত,
 আট যোজন স্বীয়ালায় হবে আলোকিত ।
 শতসহস্র কল্পকাল করে সংসরণ,
 গৌতম নামক বুদ্ধের হবে আগমন ।
 শাক্যগোত্রে হবে জাত হয়ে তুষিত চ্যুত,
 গৌতম বুদ্ধ কালে হবে সিদ্ধার্থের ঔরসে জাত ।
 যদি গৌতম আগারে থাকে হবে চক্রবর্তী,
 তথাপি বুদ্ধ হবে সংসার ত্যাজি ।
 আগার হতে নিষ্ক্রমিয়ে হবে প্রব্রজিত,
 রাহুল নামে জাত হবে মেধাবী পুত্র ।
 শ্রেষ্ঠক্ষেত্রে দানকার্যের এমনই ফল,
 পূর্বকৃত কুশল কড়ু না হয় বিফল ।
 কিকী যেমন অগুরক্ষে চামরী লেজ,
 তদনুরূপে রক্ষা করি বুদ্ধ উপদেশ ।
 ক্রমে ক্রমে মম জ্ঞান হলে পরিপক্ক,
 সর্ব আসব হত করে হলাম বিমুক্ত ।
 এবে আমি তৃষ্ণাহীন বিমুক্ত বিহারী,
 সমাপন হয়েছে কৃত্য সত্য আচরি ।

-[থের অপদান]

^{১১২}. সপ্তরত্ন :

“সুবল্লং রজতং মুক্ত মণি বেলুরিয়ানি চ,
 রজিরঞ্চ পবালন্তি সত্তাহ রতনানি মে ।”

যথা— সুবর্ণ, রৌপ্য, মুক্ত, মণি, বৈদর্য্য, বজ্র ও প্রবাল এই সপ্তবিধ রত্ন ।

অতঃপর স্থবির নিজের শীলব্রতাদি দর্শন করে অর্হৎফল প্রকাশ
পূর্বক নিম্নোক্ত গাথা সমূহ ভাষণ করেন-

২৯৫ । উভয়েনৈব সম্পন্নো রাহুলভদ্রোতি মং বিদু,
যঞ্চমিহ পুত্তো বুদ্ধস্স যঞ্চ ধম্মেসু চক্কুমা ।

২৯৬ । যঞ্চ মে আসবা খীণা যং চ নখি পুনব্ভবো,
অরহা দক্কিণেযোমিহ তেবিজ্জো অমতদ্দসো ।

২৯৭ । কামক্কজালপচ্ছন্না তণ্হাহদন ছাদিতা,
পমত্তবক্কুনা বদ্ধা মচ্ছা'ব কুমিনা মুখে ।

২৯৮ । তং কামং অহমুজ্জিত্বা ছেত্ত্বা মারস্স বন্ধনং,
সমূলং তণ্হং অবসুয্হ সীতিভূতোস্মি নিব্বুতো'তি ।

বাংলা :

জ্ঞাতি ও মার্গ সম্পদ উভয়ই পরিপূর্ণ,
তদ্বৈত জনশ্রুতি রাহুলভদ্র অনন্য ।
স্বয়ং আমি বুদ্ধপুত্র ধর্মে চক্ষুস্মান,
সর্বতৃষ্ণা হত করে ভবচক্রের হল অবসান ।
এখন আমি অর্হত দক্ষিণার উত্তম পাত্র,
নির্বাণামৃতদর্শী এবে ত্রিবিদ্যা প্রাপ্ত ।
সত্ত্বগণ কামরূপ-তৃষ্ণাজালে হয়ে আবৃত,
কুমীন^{১১০} মুখে মৎস্যর সদৃশ হয় আবদ্ধ ।
এরূপে সত্ত্বগণ মার পাশে গিয়ে,
মুক্তির উপায় দেখেনা কভু দুঃখ জড়ায়ে ।
তাদৃশ তৃষ্ণা জাল করতঃ ছেদন,
সমূলে তৃষ্ণারশি করেছি উৎপাটন ।
ক্লেশ-পরিদাহ আজি করতঃ শীতল,
সউপাদিশেষ নির্বাণে হয়েছি পরিমল । (৪৪৮)

এই গাথা সমূহ আয়ুস্মান রাহুল স্থবির কর্তৃক ভাষিত ।

^{১১০}. কুমীন : বাঁশ দ্বারা নির্মিত মাছ ধরার পেটারি বিশেষ ।

বিস্তৃতার্থ : এখানে “উভয়েনৈব সম্পন্নোতি” অর্থে- জ্ঞাতি সম্পত্তি এবং পটিপত্তি (মার্গ) সম্পত্তি উভয় সম্পত্তি পরিপূর্ণ, গুণান্বিত বা অধিকৃত; -ইহাই বুঝায়।

“রাহুলভদ্রোতি মং বিদূতি”- নিপুন শিক্ষাপ্রাপ্ত, শিক্ষিত বলে সত্রক্ষচারিগণ আমাকে “রাহুলভদ্র” নামে জানে বা সম্বোধন করত। কথিত আছে তাঁর জন্ম কথা শুনে বোধিসত্ত্ব উক্তি করেন- “আমি রাহু বন্ধনে আবদ্ধ হচ্ছি, আমাকে রাহু আবদ্ধ করতেছে” তদেহেতু মহারাজ শুদ্ধোদন “রাহুল” নামই গ্রহণ করেন। তাই বলা হয়েছে- “রাহুলভদ্রোতি মং বিদূতি”। “ভদ্রোতি”- ভদ্র, শিষ্ট, সভ্য, সাধু- বুঝায়। “অমিহ পুত্তো বুদ্ধসসতি”- আমি বুদ্ধের ঔসরজাত পুত্র; “ধম্মোসসূতি”- লৌকিয় এবং লোকোত্তর চারি আৰ্যসত্য ধর্মই; “চক্খুমাতি”- ধর্মজ্ঞান বা মার্গজ্ঞানে চক্ষু সম্পন্ন বা চক্ষুস্থান বুঝায়। -ইহাই অর্থ।

এই গাথায় স্থবির উভয় সম্পত্তি প্রদর্শনার্থে ভাষণ করেন- “দক্ষিণেযোতি”- দাক্ষিণেয়, দক্ষিণা বা দান প্রাপ্তির যোগ্য পাত্র; “অমতদসোতি”- নির্বাণামৃতদর্শী; -ইহাই অর্থ।

অতঃপর সত্ত্বগণ জ্ঞান সম্পত্তি এবং বিমুক্তি সম্পত্তির অভাব হেতু কুমীন আবদ্ধ মৎস্যের ন্যায় মারপাশে আবদ্ধ হয় এরূপে উভয় সম্পত্তি দর্শন কালে “কামদ্ধাতি”- গাথাদ্বয় ভাষণ করেন। “কামদ্ধাতি”- কাম সমূহে আবদ্ধ বুঝায়; “ছন্দো রাগোতি”- উত্তেজনা মূলক ইচ্ছা, ইচ্ছামূলক আসক্তি বা অনুরাগ, ক্রেশকামে-বস্তুকামে অন্ধীভূত; -ইহাই অর্থ।

“জালপচ্ছন্নতি”- সত্ত্বগণ ভবত্রয়ে আসক্তি জালে বা তৃষ্ণারূপ জালে সম্পূর্ণরূপে আবৃত বা আচ্ছাদিত। “তণ্হহদনছাদিতাতি”- তৃষ্ণারূপ প্রচ্ছাদনে সম্পূর্ণ রূপে আচ্ছাদিত; -ইহাই অর্থ।

“পমত্তবন্ধুনা বন্ধা মচ্ছাব কুমিনামুথেতি”- কুমীন, মুখে আবদ্ধ মৎস্যের ন্যায় প্রমত্তবন্ধু (প্রমত্তজন) মারদ্বারা কাম বন্ধনে আবদ্ধ সত্ত্বগণ এই বন্ধন হতে বাহির হতে পারে না। আমি সেই কাম-বাসনাকে পরিত্যাগ করে, মার-বন্ধনকে উচ্ছেদ করতঃ তৃষ্ণাকে সমূলে উৎপাটন করে সমস্ত ক্রেশ-পরিদাহ শীতল করেছি এবং সউপাদিশেষ নির্বাণে নির্বৃত্ত হয়েছি। -ইহাই অর্থ।

রাহুল স্থবির গাথা বর্ণনা সমাপ্ত



৯। চন্দন ছবির গাথা বর্ণনা

“জাতরূপেনাতি”-এই গাথা সমূহ আয়ুত্মান চন্দন ছবির কর্তৃক ভাষিত।
কোথায় এর উৎপত্তি?
গাথা সমূহের উৎপত্তি কথা-

ইনি পূর্বের বুদ্ধগণের আশীর্বাদ গ্রহণ করে একত্রিশ কল্পপূর্বে বুদ্ধশূন্য কালে পৃথিবীতে বৃক্ষদেবতা রূপে জন্ম গ্রহণ করেন। একদিন এক পর্বতে সুদর্শন নামক পশ্চেক বুদ্ধকে বাস করতে দেখে প্রসন্নচিত্তে কূটজপুষ্প পূজা করেন। সেই পুণ্যের প্রভাবে দেব-মনুষ্যকুল সংসরণ করে গৌতম বুদ্ধের সময় শ্রাবস্তীতে মহাধনাঢ্যকুলে জন্ম গ্রহণ করে “চন্দন” নামে পরিচিত হন। বয়ঃপ্রাপ্তে সংসার ধর্মে গৃহবাসে আবদ্ধ হন। একদিন বুদ্ধের নিকট ধর্মশ্রবণ করে স্রোতাপন্ন হলেন। অতঃপর এক পুত্রসন্তান লাভের পর গৃহবাস পরিত্যাগ করে প্রব্রজিত হয়ে অরণ্যে গমন করে কর্মস্থান ভাবনা করেন। তৎপর বুদ্ধদর্শনার্থ শ্রাবস্তীতে এসে শূশানে বাস করেন। এতে তাঁর পূর্বের ভার্যা তিনি শূশানে আগমন করেছেন শুনে বেশভূষায় সজ্জিত হওত বালকটিকে কোলে করে দাস-দাসী পরিবৃত্ত হয়ে ছবিরের নিকট উপনীত হয়। স্ত্রী ভাবল- “এখন স্ত্রীমায়া প্রদর্শন করে ছবিরকে প্রলোভিত করব ও চীবর ত্যাগ করাব।” ছবিরও দূর হতে তাকে আসতে দেখে স্থির করলেন- “সে না পৌঁছাতেই তার বাহিরে যাব।” তখনই দৃঢ়বীর্য সহকারে ষড়বিজ্ঞ অর্হৎ ফল প্রাপ্ত হলেন এবং নিম্নোক্ত গাথা ভাষণ করেন-

হিমবন্তের নিকটে ছিল বসল গিরি,
সুদর্শনবুদ্ধ করতেন বাস সত্য্যচরি।
কূটজ পুষ্প আমি করতঃ চয়ন,
তৎস্থানে একদিন করি আগমন।
শ্রদ্ধাভরে বুদ্ধপদে করতঃ প্রণাম,
কূটজ পুষ্প তাঁরে করিনু প্রদান।
সেই পুণ্যে একত্রিশ কল্প হয়নি দুর্গতি,
শ্রদ্ধাভরে পুষ্পদানের এমনই সুকৃতি।
অদ্য আমি তৃষ্ণাহীন ক্রেশ অবসানে,
সমাপন হয়েছে কৃত্য বুদ্ধের শাসনে।

-[থের অপদান]

অতঃপর স্থবির আকাশে স্থিত হয়ে ধর্মদেশনা করেন। সেই জ্ঞী স্থবিরের উপদেশে শরণশীলে প্রতিষ্ঠিত হল। তিনি পুনঃ স্বীয় স্থানে প্রত্যাবর্তন করলে তাঁর সঙ্গী ভিক্ষুরা বললেন- বন্ধু, আপনার চেহারা এখন বেশ গৌরবর্ণ (ফর্সা) বোধ হচ্ছে, আপনি সত্যলাভ করেছেন কি? তদুত্তরে স্থবির গাথাযোগে স্বীয় অর্হত্বফল প্রাপ্তি প্রকাশ করেন-

২৯৯। জাতরূপেন পচ্ছন্না দাসীগণপুরক্খতা,
অঙ্কেন পুত্তং আদায় ভরিয়া মং উপাগমি।

৩০০। তঞ্চঃ দিস্বান আযত্তিং সকপুত্তস্স মাতরং,
অলঙ্কতং সুবসনং মচ্চুপাসং'ব ওড়িডতং।

৩০১। ততো মে মনসিকারো যোনিসো উদপজ্জথ,
আদীনবো পাতুরহ্ নিব্বিদা সমতিট্ঠথ।

৩০২। ততো চিত্তং বিমুচ্চি মে, পস্স ধম্মসুধম্মতং,
তিস্সো বিজ্জা অনুপ্পত্তা, কতং বুদ্ধস্স সাসনন্তি।

বাংলা :

স্বর্ণ-রৌপ্য অলঙ্কার করতঃ ধারণ,
দাস-দাসী-পুত্র নিয়ে রমণী করে আগমন।
সুবসনা স্বকীয় পুত্রের জননীর হলে দর্শন,
মৃত্যুরাজ পাশ তুল্য করেছি চিন্তন।
এদেহ অস্থিসংযোজিত স্নায়ুবন্ধ মাংসলিপ্ত করতঃ বিচার,
আত্ম-পরদেহের প্রতি উৎপন্ন করি অসারত্ব ভাব।
এরূপে প্রত্যক্ষ করতঃ দোষ, জ্ঞান হল স্থিত;
অতঃপর বিদর্শনে চিত্ত হল বিমুক্ত।
ত্রিবিদ্যা অধিগতে নির্বাণপ্রদ ধর্মের হল দর্শন,
সর্বকার্য কৃত্য হয়ে প্রত্যক্ষ করেছি অমৃত বচন। (৪ঃ৯)

বিস্তৃতার্থ : এখানে “জাতরূপেন সঞ্জন্নতি” অর্থে- সর্বশরীর স্বর্ণ-রৌপ্য-অলঙ্কার দ্বারা আচ্ছাদন করা বা স্বর্ণময়-রূপ্যময় আবরণ গাত্রে ধারণ করে। -ইহাই অর্থ।

“দাসীগণপুরক্খতাতি”- অলংকৃত হয়ে দাস-দাসী পরিবেষ্টিত করে সম্মুখভাগে গমন করা বুঝায়। “অঙ্কেন পুত্তমাদাযতি”- স্বীয় কোলে পুত্র গ্রহণ করে; “আযত্তিস্তি”- আগমন কালে, আসে বা আসতেছে এমন; “সকপুত্তস্স মাতরত্তি”- আমার ঔসরজাত পুত্রের জননী, আমার পূর্বের স্ত্রী। -ইহাই অর্থ।

সর্বাস্রব সমুচ্ছেদ করে স্থবির কামরাগের আদীনব প্রকাশার্থে এই গাথায় বলেন- “যোনিসো উদপজ্জথাতি”- সম্যক্ ভাবে, জ্ঞানপূর্ণ ভাবে দর্শন করে; স্থবিরের এরূপ চিত্ত উদয় হল- জরা-মরণ দ্বারা সত্ত্বগণ অভিভূত; অহো! সংস্কার মাত্রই অনিত্য, অধ্বংস, অশ্বাসত। -ইহাই অর্থ।

[অবশিষ্ট দুই গাথার ব্যাখ্যা উক্ত নিপাতের নাগসমাল স্থবির গাথা বর্ণনায় দ্রষ্টব্য]

চন্দক স্থবির গাথা বর্ণনা সমাপ্ত



১০ ধার্মিক হুবির গাথা বর্ণনা

“ধম্মো হবেতি”- এই গাথা সমূহ আয়ুস্মান ধার্মিক হুবির কর্তৃক ভাষিত ।

কোথায় এর উৎপত্তি?

গাথা সমূহের উৎপত্তি কথা-

ইনি পূর্ব বুদ্ধগণের আশীর্বাদ গ্রহণ করে শিখী বুদ্ধের সময় নিষাদ (ব্যাধ) কুলে জন্ম গ্রহণ করেন । একদিন অরণ্যে ভগবান দেবপরিষদকে ধর্মদেশনা করতেছেন যে- “একে ধর্মবলে” এই দেশনা বাক্য তিনি নিমিত্ত গ্রহণ করেন । বয়ঃক্রমে তৎস্থান হতে চ্যুত হয়ে দেব-মনুষ্যকুল পরিব্রজণ করে গৌতম বুদ্ধের সময় কোশলরাজ্যে জনৈক ব্রাহ্মণকুলে জন্ম গ্রহণ করে “ধার্মিক” নামে পরিচিত হন । বয়ঃক্রমে ভগবানের জেতবন^{১১৪} গ্রহণ দিনে প্রসন্ন হয়ে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করে এক গ্রাম্য বিহারে বিহারাদ্যক্ষরূপে বাস করতেন । বিহারে অতিথি ভিক্ষু আসলে তাদের দোষারোপ করতেন । সেই কারণে আগন্তুকরা বিহার ত্যাগ করে চলে যেত । অতঃপর তিনি একাকী বাস করতেন । বিহারদাতা এই বিষয় শুনে ভগবানকে উক্ত বর্ণনা জ্ঞাত করালেন । তখন ভগবান তাকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলে তিনিও সত্য বলে স্বীকার করেন । অতঃপর ভগবান বললেন- “শুধু এখন নয় অতীতেও সে আগন্তুক সেবায় অক্ষম ছিল ।” বুদ্ধ তখন অতীতের বৃত্তান্ত বর্ণনা করে উপদেশ প্রসঙ্গে নিম্নোক্ত গাথা ভাষণ করেন-

৩০৩ । ধম্মো হবে রক্খতি ধম্মচারিং,
ধম্মো সুচিন্ণো সুখমাবহাতি,
এসানিসংসো ধম্মে সুচিন্ণে,
ন দুগ্গতিং গচ্চতি ধম্মচারী ।

^{১১৪}. জেতবন : জেতবন পূর্বে কোশলরাজকুমার জেতের উদ্যান ছিল । জেতের নিকট হতে আঠার কোটি সুবর্ণমুদ্রাব্যয়ে এই উদ্যান ক্রয় করে শ্রেষ্ঠী সুদন্ত অনাথপিণ্ড তথায় বুদ্ধপ্রমুখ ভিক্ষুসংঘের বাসের জন্য এক সুরম্য আরাম বা বিহার প্রস্তুত করেছিলেন । কুমার জেতও অর্থদানে এই আরাম নির্মাণরূপে পুণ্যকার্যে যোগদান করেছিলেন বলে অনাথপিণ্ডিক-নির্মিত আরাম জেতবন নামেও অভিহিত হয়েছিল । জেতবন একটি রোপিত বন, স্বয়ংজাত নয় । জেতবন শ্রাবস্তীর দক্ষিণদ্বার হতে এক ক্রোশের মধ্যে অবস্থিত ছিল । ইহার আধুনিক নাম সাহেট ।

- ৩০৪ । নহি ধম্মো অধম্মো চ
উভো সমবিপাকিনো,
অধম্মো নিরযং নেতি,
ধম্মো পাপেতি সগতিং ।
- ৩০৫ । তস্ম হি ধম্মেসু করেয্য ছন্দং
ইতি মোদমানো সুগতেন তাদিনা,
ধম্মে ঠিতা সুগতবরস্ স সাবকা
নীযন্তি ধীরা সরণবরগ্গগামিনো ।
- ৩০৬ । বিপ্ফাটিতো গণ্ডমূলো তণ্হাজালো সমূহতো,
সো খীণ সংসারো নচ'খি কিঞ্চনং
চন্দো যথা দোসিনা পুণ্ণমাসিয়া'তি ।

বাংলা :

লৌকিক-লোকোত্তর শুদ্ধধর্মের করে যেবা রক্ষণ,
অপায়াদি বিবর্ত দুঃখ না ভোগে সেই কদাচন ।
কর্ম-কর্মফলে প্রতীতি করলে স্থাপন,
দুর্গতিতে সে ব্যক্তি করে না গমন ।
ধর্ম-অধর্মের নহে সম গতি,
অধর্মই নিরয় টানে ধর্মই সুগতি ।
তদ্ব্যতীত প্রাজ্ঞ-মেধাবী মঙ্গলকামী জন,
শ্রদ্ধা চিন্তে সুগত বচন করেন আচরণ ।
সুগতপথ আচরণে ধীর শ্রাবক যারা,
অচিরে সংসারাবর্ত ত্যজি মুক্ত হন তারা ।
অবিদ্যা দি তৃষ্ণাজাল করতঃ ছেদন,
সংসার দুঃখরাশি ক্ষয় হয়েছে এখন ।
মেঘমুক্ত হলে শশী উদ্ভাসে যেমন,
কামরাগ হত করে আমিও তেমন । (৪ঃ১০)

এই গাথা সমূহ আয়ুত্থান ধার্মিক জীবির কর্তৃক ভাষিত ।

বিস্তৃতার্থ : এখানে “ধম্মোতি” অর্থে- লৌকিক-লোকোত্তর সুচরিত ধর্ম বুঝায়; “রক্ষতীতি”- অপায় দুঃখ, সংসার দুঃখ ও বিবর্ত দুঃখ হতে রক্ষা করে এমন। “ধম্মচারিস্তি”- যিনি ধর্মাচরণ করেন, ধর্ম প্রতিপালনকারী; “সুচিপ্পো”- কর্ম-কর্মফলকে বিশ্বাস করে সঞ্চিত ধর্ম লৌকিক-লোকোত্তর সুখকে চিত্তপরম্পরা আনয়ন করা বা সুন্দর স্বভাব-আচারণ বুঝায়।

“সুখস্তি”- লৌকিক-লোকোত্তর সুখকে বুঝায়। “এসানিসংসো ধম্মে সুচিপ্পে ন দুগ্গতি গচ্ছতি ধম্মচারীতি”- ধর্মাচরণকারী সুসঞ্চিত ধর্মলাভের দরুন দুর্গতিতে গমন করেন না; ইহা ধর্মাচরণের আনিশংস বা ফল। -ইহাই অর্থ।

ধর্ম সুগতিতে গমন করায় আর অধর্ম দুর্গতি ঘটায় এই অর্থে- “ধম্মো অধম্মোতি”- ধর্ম-অধর্ম বলা হয়েছে। তদ্ব্যতীত উক্ত হয়- উভয়ে সমফল প্রদান করে না- “ন হি ধম্মো”- ধর্ম-অধর্ম সমান নয়। “অধম্মোতি”- দুঃচরিত ধর্ম, পাপধর্ম বুঝায়। “সমবিপাকিনোতি”- সমবিপাক বা সমফল প্রদায়ী বুঝায়। সেই কারণে ধর্মাধর্ম বিপাক ভেদ হয়। -ইহাই অর্থ।

“হৃদস্তি”- সন্তুষ্ট চিত্তে, কুশলকর্ম সম্পাদন করা বা কর্তব্য কর্মে হৃদ আনয়ন করা। “ইতি মোদমানো সত্তেভেন তাদিনাতি”- তদ্ব্যতীত সুগত বুদ্ধদ্বারা উপদিষ্ট হয়ে তাদৃশ মঙ্গলকামী ব্যক্তি সন্তুষ্ট চিত্তে ধর্মার্জনে ইচ্ছা উপলব্ধি করবে। “ধম্মে ঠিতা”- ধর্মে স্থিত অর্থাৎ সংসারবর্তে দুঃখ হতে মুক্ত ব্যক্তি বুঝায়। “সুগতবরসুস সাবকা নীযন্তি ধারী সরণবরগ্গামিনোতি”- সুগতশ্রেষ্ঠের ধীর শ্রাবকগণ শ্রেষ্ঠ শরণ গমনযুত ধর্মে স্থিত হয়ে অতিশয় সংসারাবর্ত দুঃখ হতে মুক্তি লাভ করে বা পরিত্রাণ লাভ করে। -ইহাই অর্থ।

এইরূপে শাস্তা তিনটি গাথা ভাষণ করলে তিনি গাথা শ্রবণান্তে উপবিষ্টাবস্থায়ই বিদর্শন জ্ঞান বৃদ্ধি করে অর্হত্ব ফল লাভ করেন এবং নিম্নোক্ত গাথা উদগীত করেন-

নিষাদ কুলে জাত হলে গহীন বিপিনে,
দৃষ্টহল দেবসঙ্ঘে পরিবৃত্ত বুদ্ধ ভগবানে।
তৎসভায় শিখী বুদ্ধ করে বিস্তার,

দেশন করে অমৃতপদ আর্যসত্য চার ।
 শ্রদ্ধাচিন্তে বুদ্ধবাণী করতঃ শ্রবণ,
 ক্ষীণ হলো আজি মম ভব সংসরণ ।
 সেই পুণ্যে একত্রিশকল্প হয়নি দুর্গতি,
 শ্রদ্ধাচিন্তে ধর্মশ্রবণের এমনই সুগতি ।

-[থের অপদান]

অতঃপর স্থবির অর্হত্তে প্রতিষ্ঠিত হয়ে চতুর্থ গাথায় শাস্তাকে অর্হত্ত
 প্রাপ্তি প্রকাশ করেন ।

বিস্তৃতার্থ : এখানে “বিপ্লেফাটিতেতি”- বিধৃত বা বিনষ্ট হয়েছে
 এমন বুঝায় । “গণ্ডমূলোতি”- অবিদ্যা; তাই উক্ত হয়েছে- “হে ভিক্ষুগণ,
 অবিদ্যায় হতেই পঞ্চ উপাদানস্ফঙ্কের সৃষ্টি ।”^{১১৫} আমার সেই অবিদ্যামূল
 ক্রেশাসূচীরমূল ভঙ্গ হয়েছে । ক্ষীতশীল দেহের মূল বিধস্ত করেছি, পঞ্চ-
 উপাদানস্ফঙ্ক^{১১৬} মূল তৃষ্ণাজাল সমূহত করেছি । আমার সংসারদুঃখ ক্ষয়
 প্রাপ্ত হয়েছে ।

“সো ধীণসংসারো ন চখি কিঞ্চনন্তি”- আমি তৃষ্ণা প্রহীণ করে,
 ভবচক্র সংসরণের মূল হনন করে, কামরাগাদি বিধবংশ করে অর্হত্তফল
 লাভে পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়েছি ।

“চন্দো যথা দোসিনা পুণ্ণমাসিয়ন্তি”- চন্দ্র যেমন মেঘ-শিশিরা
 দোষ বিরহিত হয়ে জ্যোৎস্না রাত্রিতে পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় বা পূর্ণিমায় পূর্ণতা
 লাভ করে আমিও আজ পূর্ণতা লাভ করেছি । -ইহাই অর্থ ।

ধার্মিক স্থবির গাথা বর্ণনা সমাপ্ত



^{১১৫}. সংযুক্ত নিকায় ও অঙ্গুত্তর নিকায় চুল্লিখল্লবিসাণসুত্ত নিদ্দেশ দ্রষ্টব্য ।

^{১১৬}. উপাদান স্ফঙ্ক : নৈতিক অর্থে ‘উপাদান’ যা আসক্তির বিষয়, যেখানে চিত্ত আসক্ত হয় ।
 দার্শনিক অর্থে ‘উপাদান’ যা জগৎ, জীব বা বস্তু সম্পর্কে চিত্তার উপজীব্য বিষয় অথবা যে
 সকল উপকরণ দ্বারা জগৎ, জীব বা বস্তু গঠিত হয়েছে মনে করা যেতে পারে । পঞ্চ উপাদান-
 স্ফঙ্কের সংক্ষিপ্ত নাম ‘নাম-রূপ’ । মধ্যম নিকায়ের মহা-হস্তিপদোপম সূত্রে উপাদান অর্থে-
 উপকরণ উক্ত হয়েছে ।

১১। সপ্লক স্থবির গাথা বর্ণনা

“যদা বলাকাতি” -এই গাথা সমূহ আয়ুস্মান সপ্লক স্থবির কর্তৃক
ভাষিত।

কোথায় এর উৎপত্তি?

গাথা সমূহের উৎপত্তি কথা-

ইনি পূর্ব বুদ্ধগণের আশীর্বাদ গ্রহণ করে ৩১ (একত্রিশ) কল্প পূর্বে
মহানুভব নাগরাজ হয়ে জন্ম গ্রহণ করেন। একদিন “সম্ভবক” নামক
পচ্ছেক বুদ্ধ যখন আকাশতলে ধ্যানমগ্ন ছিলেন। তখন বিশাল প্রমাণ
পদ্মপুষ্প মস্তকে ধারণ করে তাঁকে পূজা করেন। সেই পুণ্যফলে দেব-
মনুষ্যকুল পরিভ্রমণ করতঃ গৌতম বুদ্ধের সময় শ্রাবস্তীতে ব্রাহ্মণকুলে জন্ম
গ্রহণ করে “সপ্লক” নামে পরিচিত হন। একদিন ভগবানের নিকট
ধর্মশ্রবণ করতঃ প্রব্রজ্যা গ্রহণপূর্বক কর্মস্থান গ্রহণ করে অজকরগী নাম্নী
নদীতীরস্থ এক বিহারে অচিরে অর্হত্বফল লাভ করেন এবং নিম্নোক্ত গাথা
ভাষণ করেন-

হিমবস্তুর অবিদূরে ছিল রোমস গিরি,
সম্ভবক বুদ্ধ করতেন বাস উন্মুক্তচারী।
ধ্যানমগ্ন হলে বুদ্ধ অতিশ্রদ্ধা করে,
মহৎপদ্মে পূজেছি মস্তকোপরি ধরে।
সেই পুণ্যে একত্রিশ কল্প হয়নি দুর্গতি,
শ্রদ্ধাচিহ্নে বুদ্ধপূজার এমনই সুকৃতি।
অদ্য আমি তৃষ্ণাহীন ক্রেশ অবসানে,
সমাপন হয়েছে কৃত্য বুদ্ধের শাসনে।

-[থের অপদান]

অতঃপর স্থবির কিছুদিন পরে ভগবানকে বন্দনা করার জন্য শ্রাবস্ত
ীতে উপস্থিত হন। জ্ঞাতিগণের সেবায় তথায় কয়েকদিন থেকে ধর্মদেশনা
দ্বারা জ্ঞাতিবর্গকে শরণশীলে প্রতিষ্ঠিত করেন। স্থবির পুনঃ স্বীয় আবাসে
গমনের ইচ্ছা প্রকাশ করলে জ্ঞাতিগণ বললেন যে- “ভাশ্বে, এখানে বাস
করুন, আমরা আপনার সেবা করব।” তাদের প্রার্থনা সত্ত্বেও স্থবির

গমনেচ্ছা দৃষ্ট করে নিজের বাসস্থানের বিবেকগুণ প্রকাশ পূর্বক নিম্নোক্ত
গাথা সমূহ ভাষণ করেন-

৩০৭ । যদা বলাকা সুচিপগুরচ্চদা
কালস্স মেঘস্স ভয়েন তজ্জিতা,
পলেহিতি আলযমালযেসিনী
তদা নদী অজকরণী রমেতি মং ।

৩০৮ । যদা বলাকা সুবিসুদ্ধপগুরা
কালস্স মেঘস্স ভয়েন তজ্জিতা,
পরিযেসতি লেনমলেনদসিসিনী
তদা নদী অজকরণী রমেতি মং ।

৩০৯ । কল্প তথ ন রমেত্তি জম্মুযো উভতো তহিং,
সোভেত্তি আপগা ক্লং মম লেনস্স পচ্ছতো ।

৩১০ । তামতমদসজ্জসুপ্পহীণা
ভেকা মন্দবতী পনাদাযত্তি,
নাজ্জগিরি নদীহি বিপ্পবাসসমযো
খেমা অজকরণী সিবা সুরস্মা'তি ।

বাংলা :

ধবলপক্ষ বলাকাপাল কৃষ্ণ মেঘের নাদে,
যদা চরণভূমি ত্যাগ করে উড়ে লুকাতে ।
তৎকালে অজকরণী বারিপূর্ণ হলে দু'কুল,
বিবেক সুখে আমাকে করে উৎফুল ।
শ্বেত বলাকাপাল যদা গুনে মেঘগর্জন,
আশু বৃষ্টি ভয়ে করে নীড় নির্মাণ ।
তৎকালে অজকরণী বারিপূর্ণ হলে দু'কুল,
বিবেক সুখে আমাকে করে উৎফুল ।
বেগবান পশ্চাদে অজকরণী,
দু'তটে ফলেভরা জম্মুকরাণী ।
সর্পভয় নেই হেতু ভেকপাল যত,

ভেকনাদে চারিদিকে করে মুখরিত ।

জলানন্দে গিরি-নদী হল একীভূত,

কুমীরাদিরিক্ত হেতু নদীপুলিন অতি মনঃপূত ।

এরূপে মমগৃহে শোভা শত শত,

সেহেতু বিবেক সুখে আমি রমিত । (৪ঃ১১)

বিস্তৃতার্থ ৪ এখানে “যদাতি” অর্থে - যেই সময়, যৎকালে বা যখন; “বলাকাতি”- বলাকাপাখি বা বকপাখি; “সুচিপগুরচ্ছদাতি”- সুবিশুদ্ধ ধবলপক্ষ বা একেবারে ধপ্পে সাদা পাখাযুক্ত; “কালসুস মেঘসুস ভযেন তজ্জিতাতি”- জল বর্ষণকারী কালো মেঘ, অঞ্জনগিরি নিকটবর্তী কালো মেঘের গর্জন ভয়ে ভীত হয়ে; “পালেহিতীতি”- গোচরভূমি বা আহাৰ্য ভূমি হতে গমন করে বা উড়ে যায় এমন; “আলয়শ্চি”- স্থায়ী নীড়ে বা স্থায়ী বাসায়; “আলয়েসিনীতি”- আলায়ে গমন ইচ্ছুক বা আলায়মুখী হয় অর্থাৎ আলায়ে লুকাতে ইচ্ছা করে এমন । -ইহাই অর্থ ।

“তদা নদী অজকরণী রমেতি মন্তি”- সেই বৃষ্টির দিনে অজকরণী নাম্নী নদী নববারিতে পূর্ণ হয়ে আমাকে বিবেক সুখে, চিন্তাসুখে রমিত করে । “সুবিসুদ্ধপগুরাতি”- সুবিশুদ্ধ সাদাবর্ণ, সর্বশ্বেতবর্ণ অর্থাৎ অতুল্য সাদাবর্ণ । -ইহাই অর্থ ।

“পরিযেসতীতি”-অন্বেষণ করে, খোঁজ করে বা রাস্তা অনুসন্ধান করে “লেনশ্চি”- বাসস্থান বা বাসগৃহ বুঝায়; “অলেনদসিসিনীতি”- বাসস্থানের অভাব বা বাসগৃহহীন অর্থাৎ যখন সর্বশ্বেতবর্ণ বলাকাপাল কৃষ্ণবর্ণ মেঘের ভয়ে ভীত হয়ে পূর্বের বাসস্থানের অভাবে এখন বৃষ্টি সমাগত দেখে নীড় নির্মার্ণে ব্রতী হয় । -ইহাই অর্থ ।

“কং নু তথ ন রমেন্তি জম্বুযো উভতো তহিং সোভেন্তি আপগা কুলং মম লেনসুস পচ্ছতোতি”- আমার বাসগৃহের পশ্চাদ্ভাগে অজকরণী নদীর উভয় তীরে ফলভারাবনত জম্বুবৃক্ষ সমূহ শোভা পাচ্ছে, কে এমন সৌন্দর্যে রমিত না হয়? সকলেই রমিত হয় ।

“তামতমদসজ্জসুপ্লহীনাতি”- সর্পভয়হীন (সর্পশূন্য) বলে জয়োল্লাসে উন্মত্ত হয়ে, অত্যন্ত আনন্দ অনুভূত হয়ে বা গর্বিত হয়ে “ভেকা”- ভেক দল (মণ্ডুক দল, ব্যঙ্গপাল); “মন্দবতী”- মধুর স্বরে “পনাদয়ন্তি”- মধুর নাদে মুখরিত করে । “নাঙ্ক গিরিনদীহি বিপ্লবাসসমযোতি খেমা অজকরণী সিবা সুরস্মাতি”- অদ্য পর্বত

প্রবাহিত নদী সমূহের পৃথক থাকার উপায় নেই অর্থাৎ সমস্ত নদীর দু'কূল
উপ্চিয়ে জল ছুটছে। আজ অজকরণী নদীতে কুস্তীরাদির উপদ্রব না
থাকায় নিরুগ্রদ্রব নদী-পুলিন অতিশয় রমণীয়। তাই আমার মন বিবেক
সুখে রমিত হচ্ছে। -ইহাই অর্থ।

সপ্লক স্ববির গাথা বর্ণনা সমাপ্ত



১২। মুদিত স্থবির গাথা বর্ণনা

“পব্বজিস্তি” -এই গাথা সমূহ আয়ুত্থান মুদিত স্থবির কর্তৃক ভাষিত।

কোথায় এর উৎপত্তি?

গাথা সমূহের উৎপত্তি কথা-

ইনি পূর্ব বুদ্ধগণের আশীর্বাদ গ্রহণ করে বিপশ্বী বুদ্ধের সময় কুলগৃহে জন্ম গ্রহণ করেন। একদিন বুদ্ধকে দেখে প্রসন্নচিত্তে একটি মঞ্চদান করেন।^{১১৭} সেই পুণ্যফলে দেব-মনুষ্যকুল পরিভ্রমণ করে গৌতম বুদ্ধের সময় কোশলরাজ্যে গৃহপতিকূলে জন্ম গ্রহণ করে “মুদিত” নামে পরিচিত হন। সেই সময় রাজা কোন কারণ বশতঃ তাদের কুল আক্রমণ করেন। তখন মুদিত ভীত হয়ে পলায়ন পূর্বক অরণ্যে প্রবেশ করে এক অর্হৎ স্থবিরের বাসস্থানে উপস্থিত হন। অতঃপর স্থবির তার ভীতভাব দেখে আশাস্তিত করলেন যে- “ভয় করও না”। ভাঙে, কতদিন পরে আমার এই ভয় উপশম হবে? “সাত-আটমাস পরে”। ভাঙে, এতদিন আমি তা সহ্য করতে পারব না; আমাকে প্রব্রজ্যা প্রদান করুন। অতঃপর তিনি জীবন রক্ষণার্থ প্রব্রজ্যা যাচঞা করলে স্থবির তাকে প্রব্রজ্যা প্রদান করলেন। তিনি প্রব্রজিত হয়ে শাসনের প্রতি শ্রদ্ধা উৎপাদন করলেন। ভয় দূর হলেও শ্রমণ্যধর্মের প্রতিরূচি পরিত্যাগ করলেন না। ভাবনা করতে করতে প্রতিজ্ঞা করলেন যে- “অর্হত্বফল প্রাপ্ত না হয়ে কামড়া হতে বাহির হব না।” তৎপর দৃঢ়তার সাথে ভাবনা করে অর্হত্ব প্রাপ্ত হয়ে নিম্নোক্ত গাথা ভাষণ করেন-

নরোত্তম বিপশ্বীবুদ্ধ জগতে প্রধান,
প্রসাদমনে মঞ্চএক করি তারে দান।
হস্তীযান-অশ্বযান-দিব্যযান দানের ন্যায়,
প্রাপ্ত হই আসবক্ষয় মঞ্চদানের প্রভায়।
তদাহতে উননব্বই কল্প হয়নি দুর্গতি,
শ্রদ্ধাচিন্তে মঞ্চদানের এমনই সুকৃতি।

^{১১৭}. খেরগাথায় উল্লেখ আছে- একটি পছি (থলে) দান করেন।

অদ্য আমি তৃষ্ণাহীন ক্লেশ অবসানে,
সমাপন হয়েছে কৃত্য বুদ্ধের শাসনে ।

-[থের অপদান]

অতঃপর সঙ্গী ভিক্ষুরা তাঁর মার্গফল প্রাপ্তি সম্বন্ধে জিজ্ঞেসা করলে
গাথায় অর্হতুফল প্রাপ্তি প্রকাশ করেন-

- ৩১১ । পববজিৎ জীবিকথোহং, লদ্ধান উপসম্পদং,
ততো সদ্ধং পটিলভিৎ, দল্হবিরিয়ো পরক্কমিং ।
- ৩১২ । কামং ভিজ্জতুয়ং কাযো মংসপেসী বিসীযরুং,
উভো জণ্ণু কসক্কীহি জজ্জাযো পপতন্তু মে,
- ৩১৩ । নাসিস্সং ন পিবিস্সমি বিহারা চ ন নিকখমে,
ন পি পস্সং নিপাতেস্সং তণ্হাসল্লে অনূহতে ।
- ৩১৪ । তস্সমেবং বিহরতো পস্স বিরিয়পরক্কমং,
তিস্সো বিজ্জা অনুপ্পত্তা, কতং বুদ্ধস্স সাসনন্তি ।

বাংলা :

সুখময় জীবন আমি করতে যাপন,
শ্রামণ্য ও ভিক্ষুত্বব্রত করেছি গ্রহণ ।
অতঃপর রত্নত্রয়ে শ্রদ্ধা করে সতত,
দৃঢ়বীর্যে সাধনায় হইনু একাগ্রত ।
বীর্যবলে ধস্ত হউক পৃথিগন্ধ কায়,
ছিন্ন হউক মাংসপেশী যদিও তীব্রকষ্ট পাই ।
জানুসন্ধী-উরু-জজ্জা হউক চুরমার,
দেহস্থ সব ভূপতিতে হউক একাকার ।
যাবৎকাল তৃষ্ণাশল্য না হয় উৎপাটন,
তাবৎকাল বিন্দুকণা করব না ভোজন ।
দেখব না কোন দিক্ করব না শয়ন,
এ-আসন হতে কভু করব না গমন ।
এরূপে দৃঢ়বীর্যে করে অধিষ্ঠান,
বর্ধিত করি মম বিদর্শন জ্ঞান ।
এবে আমি ত্রিবিদ্যালাভী তৃষ্ণামূল করে হনন,
সমাপন হয়েছে কৃত্য পেয়ে শাস্তার শাসন । (৪৪১২)

বিস্তৃতার্থ : এখানে “জীবিকস্থোতি” অর্থে- জীবন ধারণের জন্যে; সুখে জীবন যাপনের জন্য প্রব্রজিত হই- “জীবিকস্থায় পববজিত্বা” । -ইহাই অর্থ ।

“লঙ্কান উপসম্পদান্তি”- প্রথমে শ্রমণ্য প্রব্রজ্যা এবং পরে ঐতিচতুর্থ কর্মবাচা দ্বারা উপসম্পদা^{১১৮} লাভ করি । “ততো সন্ধং পটিলভন্তি”- উপসম্পদা কাল হতে কল্যাণমিত্রের সেবা করে দ্বিতীয়তঃ মাতিকা, তৃতীয়তঃ অনুমোদন সূত্রাদি সহ সমর্থ-বিদর্শন কর্মস্থান শিক্ষা করি এবং বুদ্ধ-ধর্ম-সজ্জের গুণ শরণ করি ও তাতে শ্রদ্ধা স্থাপন করি । - ইহাই অর্থ ।

“দল্হবীরিয়ো পরক্কমিস্তি”- শ্রদ্ধাস্থাপন পূর্বক অকুশল ধর্ম ত্যাগ পূর্বক কুশল ধর্মই সম্পাদন করে দৃঢ়বীর্য সহকারে বিদর্শন ভাবনায় রত হই । অর্থাৎ এরূপ বীর্য উৎপাদন করে আমার এই পুতিগন্ধময় শরীর বীর্যবলে ভগ্ন হউক ও মাংসপেশী বিধ্বস্ত হউক । আমার উভয় জানুসন্ধি, জঙ্ঘা ও উরু ভেঙ্গে মাটিতে পতিত হউক । -ইহাই অর্থ ।

[অপর দুই গাথার ব্যাখ্যা তিক্ নিপাতে পচয় স্থবির গাথা বর্ণনায় আলোচনা করা হয়েছে ।]

মুদিত স্থবির গাথা বর্ণনা সমাপ্ত

চতুর্ক নিপাতে নির্বাণগত মুদিতসহ স্থবির বারজন,
সিংহনাদে ৫২টি গাথা করেছেন কীর্তন ।

চতুর্ক নিপাত সমাপ্ত



^{১১৮}. উপসম্পদা : অর্থে ডিম্বুত্বপদ প্রাপ্ত হওয়া বা লাভ করা বুঝায় । অগ্রমহাপণ্ডিত প্রজ্ঞালোক মহাস্থবির কর্তৃক অনূদিত থেরগাথা মতে উপসম্পদা পাঁচ প্রকার । যথা- ১) সরণগমন উপসম্পদা, ২) ওবাদপটিল্লহণ উপসম্পদা, ৩) প্রঞ্জএঃহব্যাকরণ উপসম্পদা, ৪) ঐতিচতুর্থ উপসম্পদা ও ৫) এহিভিক্খু উপসম্পদা । কিন্তু আচার্য বুদ্ধঘোষের বিনয় অট্টকথায় আটপ্রকার উপসম্পদার দৃষ্ট হয় । যথা- ১) সরণগমন উপসম্পদা, ২) ওবাদপটিল্লহণ উপসম্পদা, ৩) এহিভিক্খু উপসম্পদা, ৪) প্রঞ্জএঃহব্যাকরণ উপসম্পদা, ৫) গুরুধম্ম পটিল্লহণ উপসম্পদা, ৬) দূতেন উপসম্পদা, ৭) অথবাচিকা উপসম্পদা ও ৮) ঐতিচতুর্থ কন্ম উপসম্পদা ।

পঞ্চক নিপাত

১। রাজদত্ত হুবির গাথা বর্ণনা

“ভিক্ষু সিবধিকং গম্বাতি” -এই গাথা সমূহ আয়ুত্মান রাজদত্ত হুবির কর্তৃক ভাষিত।

কোথায় এর উৎপত্তি?

গাথা সমূহের উৎপত্তি কথা-

ইনি অতীত বুদ্ধগণের আশীর্বাদ চয়ন করে ১৪ (চৌদ্দ) কল্প পূর্বে বুদ্ধশূন্য সময়ে কুলগৃহে জন্ম গ্রহণ করেন। একদিন কোন কার্যবশতঃ বনে গমন করে তথায় বৃক্ষমূলে উপবিষ্ট এক পচ্চেক বুদ্ধকে দেখে প্রসন্ন মনে অম্বটকফল দান করেন। সেই পুণ্যকর্মের ফলে দেব-মনুষ্যকূলে বিচরণ করে গৌতম বুদ্ধের সময় শ্রাবস্তীতে সার্থবাহ (ব্যবসায়ী) কূলে জন্ম গ্রহণ করেন। মহারাজ বৈশ্রবণকে প্রার্থনা করে তাকে লাভ করায় মাতা-পিতা তার রাখলেন “রাজদত্ত”। অতঃপর বয়ঃক্রমে পঞ্চাশত শকটযোগে পণদ্রব্য নিয়ে বানিজ্যার্থ রাজগৃহে আগমন করেন। তৎ সময় রাজগৃহে এক সুন্দরী গণিকা দৈহিক সহস্র টাকামূল্যে পুরুষদের সেবা করত (ব্যভিচারে লিপ্ত হত)। সার্থবাহ পুত্র দৈনিক হাজার টাকার বিনিময়ে তার সাথে রমিত হতে লাগল। এতে অচিরেই তার সমস্ত সম্পত্তি বিনষ্ট হয়ে যায়। তিনি এমন দরিদ্র হলেন যে পরিশেষে অন্ন-বস্ত্রের পর্যন্ত অভাব হল। তাই ইতস্ততঃ দৌড়াদৌড়ি করতে করতে অতিশয় উদ্ভিগ্ন হয়ে উঠলেন। একদিন তিনি উপাসকদের সাথে বেণুবনে গমন করেন। ঐ সময়ে শাস্তা মহাপরিষদে ধর্মোপদেশ দান করতছিলেন। অতঃপর তিনি সভার একপ্রান্তে বসে বুদ্ধের ধর্ম শ্রবণ করতঃ প্রব্রজিত হয়ে ধূতাজ্জ গ্রহণ করে শ্মশানে বাস করেন। তখন অন্য একজন সার্থবাহপুত্র সহস্র টাকার বিনিময়ে ঐ গণিকার সেবা গ্রহণ করত। এতে গণিকা তার নিকট মহামূল্য মণিরত্ন আছে দেখে মণিরত্নের প্রতি লোভ উৎপন্ন করে। পরে এক ধূর্তলোকের সাহায্যে সার্থবাহ পুত্রকে হত্যাপূর্বক মণিরত্ন আত্মসাৎ করে। অতঃপর সার্থবাহ পুত্রের কর্মচারীগণ এই সংবাদ পেয়ে দূত প্রেরণ করে। সেই দূতগণ রাতেই গণিকার ঘরে প্রবেশ করে তাকে হত্যা করে তার অঙ্গ

ক্ষত-বিক্ষত না করে শাশানে ফেলে দেয় । এইদিকে রাজদত্ত স্থবির অশুভ নিমিত্ত গ্রহণ করার জন্য শাশানে বিচরণ কালে সেই গণিকার মৃতদেহ দেখতে পায় । তখনও সেই দেহ কুকুর-শৃগাল স্পর্শ করেনি, সদ্যঃমৃত বলে বিকৃতও হয়নি । কিন্তু ঐ দেহ দর্শনে ভাবনা করার চেষ্টা করলেও স্থবিরের কামরাগ উৎপন্ন হয় । অতঃপর স্থবির চিন্তকে গর্জন করে কিছুদূরে বসে অশুভ ভাবনায় মনোযোগী হন । সেই ভাবনাবলেই অর্হত্বফল লাভ করেন এবং নিম্নোক্ত গাথা ভাষণ করেন-

দৃষ্ট হল বুদ্ধবর গহীন বিপিনে,
অম্বটকফল দান করি প্রসাদমনে ।
সেই পুণ্যে একত্রিশ কল্প হয়নি দুর্গতি,
শ্রদ্ধাচিন্তে ফলদানের এমনই সুকৃতি ।
অদ্য আমি তৃষ্ণাহীন ক্রেশ অবসানে,
সমাপন হয়েছে কৃত্য বুদ্ধের শাসনে ।

-[থের অপদান]

অতঃপর স্থবির পূর্বকৃত কার্য স্মরণ করে প্রীতিভরে নিম্নোক্ত গাথা ভাষণ করেন-

৩১৫ । ভিক্ষু সীবথিকং গত্ত্বা অদসং ইথিমুজ্জিতং,
অপবিদ্ধং সুসানস্মিং খজ্জন্তিং কিমিহী ফুটং ।

৩১৬ । যং হি একে জিগুচ্ছন্তি মতং দিস্বান পাপকং
কামরাগো পাতুরহু, অন্ধোব বসতী অহং ।

৩১৭ । ওরং ওদনপাকম্‌হা তম্‌হা ঠানা অপক্কমিং,
সতিমা সম্পজানোহং একমত্তং উপাবিসিং ।

৩১৮ । ততো মে মনসীকারো যোনিসো উদপজ্জথ,
আদীনবো পাতুরহু, নিক্কিদা সমতিট্ঠথ ।

৩১৯ । ততো চিন্তং বিমুচ্চি মে পস্স ধম্মসুধম্মতং,
তিস্সো বিজ্জা অনুপ্পত্তা, কতং বুদ্ধস্স সাসনন্তি ।

বাংলা :

শ্মশানে গিয়ে ভিক্ষু দেখে অতঃপর,
পরে আছে রমণীর দেহ কীটাকর ।
নিরপেক্ষ পরিত্যক্ত দেহে অনুক্ষণ,
স্বীয়জাত কৃমি তারে করছে ভক্ষণ ।
কেহ কেহ পাপ বলে মৃত দর্শনে,
সেহেতু সকলে ঘৃণা মনে আনে ।
মনোনিবেশ করি আমি তার বিপরীতে,
তদ্ব্যবহিত কামরাগ জন্মে আমাতে ।
নবদ্বারে দেহাসূচী হয় স্রাবিত,
না বুঝে কামরাগে হইনু রমিত ।
পক্ষ হতে যত সময় একসের চাউল,
তৎস্থানে এরথেকেও অল্প ক্ষেপন করি কাল ।
তাজিয়ে সেই স্থান বসি অতঃপর,
মনোনিবেশ করিনু আমি স্মৃতির ভেতর ।
সেহেতু ধ্যানে একাগ্রতা হল উদয়,
কামভোগের দোষ যত প্রাদুর্ভূত হয় ।
নির্বাণ জ্ঞানে চিত্ত হল সুস্থিত,
সেই হতে মমচিন্তা হয় ক্রেশরহিত ।
সুগত শাসনে নির্বাণপ্রদ ধর্মের করে দর্শন,
ত্রিবিদ্যা আর মার্গফল হল সমাপন । (৫ঃ১)

এই গাথা সমূহ আয়ুস্মান রাজদত্ত স্ববির কর্তৃক ভাষিত ।

বিস্তৃতার্থ : এখানে “ভিক্ষু সিবধিকং গন্তান্তি” অর্থে- সংসারে দুঃখ হতে মুক্তির অভিপ্রায়ে অশুভ কর্মস্থান গ্রহণের নিমিত্তে আমক শ্মশানে গমন করে । “ভিক্ষুতি” -এখানে ভিক্ষু বলতে স্ববির নিজেকে ভিক্ষুবলে সম্বোধন করেছেন । “ইচ্ছন্তি”- স্ত্রীলোক বা নারী, শুদ্ধশোণিত দ্বারা সত্ত্বসত্ত্বান জন্ম বা প্রসব করে বলে এই অর্থেও স্ত্রী বা মাতৃগ্রাম উক্ত হয় । “উচ্ছিন্তি”- পরিত্যক্ত, নিঃসারিত, নিরপেক্ষ ভাবে পরিত্যক্ত । “খঙ্কন্তি”- কিমিহী ফুটন্তি”- দেহজাত কৃমি তাকে ভক্ষন করছে; “যত্রিহ একে জিগৃহন্তি মতং দিশ্বান পাপকন্তি”- কেহ কেহ মৃতদেহ দর্শনে পাপযুক্ত

বলে ঘৃণা করে; তাই অনেকে মৃতদর্শন করেন না। “কামরাগো পাতুরহুতি”- বিপরীত ভাবে মনোনিবেশ করা হেতু আমার কামরাগ উৎপন্ন হয়েছিল। “অঙ্কোব সবতী অহুস্তি”- যেই দেহের নবদ্বারে অসূচী স্রাবিত হয়, আমি সেই দেহের পরিণাম না ভেবে কামরাগে অন্ধতুল্য হয়ে পড়ি। তদ্বৈত উক্ত হয়েছে-

কামে রমিত প্রমত্ত যেইজন
ধর্ম-অধর্ম বুঝে না কদাচন
অঙ্কের মত করে আচরণ
তদ্বৈত রাগে তারে করে দহন।

হে ব্রাহ্মণ, কামাঙ্ক ব্যক্তি অন্ধতুল্য হয়, চক্ষুহীন হয়। সেই ক্রেশের বশবর্তী হয়, কামরাগে অন্ধ হয়ে স্মৃতি রহিত হয়। যা তার অনর্থের কারণ ঘটায়। -ইহাই অর্থ।

“ওরং ওদনপাকমুহাতি”- ভাত বা অন্ন পক্ক হতে যতক্ষণ সময় লাগে; অর্থাৎ সুপরিপক্ক একসের চাউল পাক হতে যতক্ষণ সময় ব্যয় হয়, তা হতেও অল্প সময়ের মধ্যে আমি সেই স্থান ত্যাগ করে চলে যায়। তৎপর আমি স্মৃতি সহকারে মনোনিবেশ করে এবং উপযুক্ত স্থানে উপবেশন করি। তখন আমার ধ্যানের প্রতি চিন্তের একাগ্রতা উৎপন্ন হয়- “ততো মে মনসীকারো যোনিসো উদপঙ্কজম্”। -ইহাই অর্থ। “আদীনবো পাতুরহু নিব্বিদা সমতিট্ঠথতি”- কামভোগের দোষ প্রাদুর্ভূত হল; নির্বাণ চিন্তা সুস্থিত হল। -ইহাই অর্থ।

[পঞ্চম গাথার ব্যাখ্যা পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে।]

রাজদত্ত স্থবির গাথা বর্ণনা সমাপ্ত



২। সুভূত হুবির গাথা বর্ণনা

“অযোগেতি” -এই গাথা সমূহ আয়ুত্মান সুভূত হুবির কর্তৃক ভাষিত।

কোথায় এর উৎপত্তি?

গাথা সমূহের উৎপত্তি কথা-

ইনি পূর্ব বুদ্ধগণের আশীর্বাদগ্রহণ করে কশ্যপ বুদ্ধের সময় বারাগসীতে মহাধনাঢ্যকূলে জন্ম গ্রহণ করেন। একদিন শাস্তার নিকট ধর্মশ্রবণ করে প্রসন্নচিত্তে শরণশীলে প্রতিষ্ঠিত হন। তিনি মাসে আটবার চারপ্রকার সুগন্ধ দ্রব্য দ্বারা বুদ্ধের গন্ধকুটীর মোহন করতেন। সেই পুণ্যফলে জন্মে জন্মে সুগন্ধ শরীর লাভ করেন। অতঃপর গৌতম বুদ্ধের সময়ে মগধরাজ্যে গৃহপতিকূলে জন্ম গ্রহণ করে “সুভূত” নামে পরিচিত হন। বয়ঃপ্রাপ্তে গৃহবাস ত্যাগ করে তির্থীয়দলে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন। সেখানে কোন সার না পেয়ে দেখলেন যে- “বুদ্ধের নিকটে উপতিষ্য”^{১৯}, কোলিত^{২০}, শেল ব্রাহ্মণাদি বহু অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ প্রব্রজিত হয়ে শ্রামণ্যসুখ উপভোগ করিতেছেন। তখন তিনিও বুদ্ধের ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা উৎপাদন করে প্রব্রজিত হয়ে বিদর্শন ভাবনা করে অর্হত্বফল লাভ করেন। এবং নিম্নোক্ত গাথা ভাষণ করেন-

ভদ্রকল্পে ব্রহ্মবন্ধু মহাযশবান,
কশ্যপবুদ্ধ হল ভূতি জগৎ প্রধান।
সর্বদেহ বিভূষিত মহাবত্রিশ লক্ষণে,

^{১৯}. উপতিষ্য : বুদ্ধের অগ্রশ্রাবক শারিপুত্রের পূর্বনাম। ইনি বুদ্ধের মহাপ্রাজ্ঞ শিষ্যগণের মধ্যে অগ্রণী ছিলেন। মঙ্কিম নিকায়ের- ধম্মদাযাদ, অনঙ্গণ, সম্মাদিটিঠ, মহাসীহনাদ, রথবিনীত, মহাথিখিপদোপম, মহাবেদল্প, সচ্চবিভঙ্গ সুত্তে, দীর্ঘনিকায়ের- সম্পসাদানিয়, সঙ্গীতি ও দসুত্তর সুত্তে, অঙ্গুত্তর নিকায়ের- সীহনাদ সুত্তে, সংযুক্ত নিকায়ের- পবারণা ও সুসিম সুত্তে, মহানিদেস এবং পটিসম্বিদামল্লো শারিপুত্রের মহাত্ম্য বর্ণিত হয়েছে।

^{২০}. কোলিত : বুদ্ধের অগ্রশ্রাবক ঋদ্ধিশ্রেষ্ঠ মহামৌদালায়ণের পূর্বনাম। ইনি বুদ্ধের অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন শিষ্যগণের মধ্যে অগ্রণী ছিলেন। মঙ্কিম নিকায়ের- অনুমান, চুল্লাতণহাসজ্জয় ও মারতজ্জনয় সুত্তে, সংযুক্ত নিকায়ের- পাসাদকম্পন সুত্তে ও ইন্ধিপাদ সংযুক্ত, অঙ্গুত্তর নিকায়ের- এতদঙ্গবল্লো, বিমান ও পেত বখুতে, নন্দোপনন্দ-দমন, যমকপাটিহারিয় এবং খেরস্স অভিনিক্খমণ প্রসঙ্গে মহামৌদালায়ণের মহাত্ম্য বর্ণিত হয়েছে।

বিভূষিত আরো ক্ষুদ্র অশীতি ব্যঞ্জে ।
 ব্যাম-প্রভা-বিভূষিত দেহ প্রকাকর,
 রশ্মিজাল^{১১১} বিকিরণে রহে নিরন্তর ।
 চন্দ্র-সূর্য ব্যাপে যেমন এই ধরাতল,
 স্বীয়ালোয় ব্যাপ্ত করে দানিয়ে কুশল ।
 সাগর-মেঘ যথা বিশাল প্রমাণ,
 সর্বগুণের আকর তিনি জগৎ প্রধান ।
 ধরণী সম শীল, সমাধি হিমালয় প্রমাণ,
 সাগর সম প্রজ্ঞা, অনাসক্ত ভূলোক প্রধান ।
 তদাকালে বারাণসীতে হয়ে জাত,
 মহাধনাঢ্য ছিনু আমি রাজ্য খ্যাত ।
 একদা মহৎপরিষদে বসে ধর্মরাজ,
 সিংহনাদে অমৃতবাণী কহে সভামাঝ ।
 বত্রিশ লক্ষণ যুক্ত- পূর্ণ নিশাকর,
 অনুব্যঞ্জন সম্পন্ন ফুটন্ত কমল কলেবর ।
 রশ্মিরাজি পরিকীর্ণ কনক মনোহর,
 শতরঙ্গে বিভূষিত উদিত দিবাকর ।
 গুণাকর জিনবর নির্ভীক প্রস্তুর গিরি যেমন,
 করুণাপূর্ণ হৃদয় তাঁর গুণেতে সাগর মতন ।
 কীর্তির সিনেরু^{১১২} তিনি গুণেতে আকাশ,
 বিমুক্ত চিত্ত তাঁর নরোত্তম ধর্মরাজ ।
 অপ্রলিপ্ত পদ্ব তিনি এই ভূলোকে,
 সুবাসে সকল জনে বিমোহিত করে ।
 স্বীয় জ্ঞান আর অপ্রমত্ত বলে,
 কত শোভা পান তিনি সদা সর্বকালে ।
 সর্ব ক্লেশরাশি করতঃ হনন,
 গুণগন্ধে বিভূষিত সদা সর্বক্ষণ ।

^{১১১}. রশ্মিজাল অর্থে ষড়রশ্মি বুঝায়; যথা- নীল, পীত, লোহিত, শ্বেত, মঞ্জিষ্ঠা ও প্রভাস্বর বর্ণ ।

^{১১২}. সিনেরু : একটি পর্বতের নাম বিশেষ; পালিতে সিনেরু পর্বতের বহুল প্রয়োগ দেখা যায়, কিন্তু সংস্কৃত ও বাঙ্গালা গ্রন্থে সুমেরু পর্বত দৃষ্ট হয় । বস্তুতঃ সিনেরু ও সুমেরু একার্থ বাচক । পালিগ্রন্থে ৮৪ হাজার যোজন ইহার উচ্চতা নির্ণীত হয়েছে ।

গুণাকর বীর তিনি রতনের সাগর,
 সর্বকালের জয়ী তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ নর ।
 সিদ্ধু যেমন বনরাজী করে নির্বন,
 তদনুরূপ প্রজ্ঞাত্রে ক্রেশরাজি করেছেন ছেদন ।
 সর্বজয়ী মহাযোদ্ধা মারসেনা করেন জয়,
 ভুলোকের রাজ তিনি সর্বে বোজ্জাঙ্গ রত্নময় ।
 মহাভিক্ষেক তিনি পাপব্যাধি করেন দূর,
 মহালক্ষণধর আয়ুর্বেদবেত্তা দৃষ্টিগণ করেন রোধ ।
 ভুলোকের প্রদ্যোত তিনি জ্ঞানে সর্বোত্তম,
 ধর্মকথা কহেন তিনি অতি অনুপম ।
 দানে হয় মহাভোগ্য শীলে সুগতি,
 ভাবনায় নির্বাণসুখ ইহাই সুকৃতি ।
 আদি-মধ্য-অন্তঃক্রমে করেন দেশন,
 শ্রবণে প্রীত হয় সকলে তখন ।
 শ্রবণ করে সুমধুর ধর্ম প্রসন্ন হই জিনশাসনে,
 তদ্বৎ সুগত শরণে গমন করিনু যাবৎজীবনে ।
 চারি প্রকার সুগন্ধি দ্রব্যে করে লেপন,
 মাসে আটবার শাস্তার কুটির করেছি মোচন ।
 সেই পুণ্যে জন্মে জন্মে করে পরিভ্রমণ,
 সুগন্ধি তনু আমি করেছি ধারণ ।
 শাস্তার উক্তিও ছিল সুগন্ধিতনু করব ধারণ,
 গুণগন্ধযুত হয়ে নির্বাণে করব গমণ ।
 মনুষ্যকুল চ্যুত হয়ে লভি তাবত্রিংস সুগতি,
 শ্রদ্ধাচিন্তে কুশল কর্মের এমনই সুকৃতি ।
 মহাধনাঢ্যকূলে অস্তিমে হইনু আমি জাত,
 গর্ভকালে মাতৃতনু হতে সুগন্ধি হত নির্গত ।
 ভূমিষ্ট হইনু যদা মাতৃকুক্ষি হতে,
 সর্বদিকে ব্যকুল করি সুগন্ধি বায়ুতে ।
 পুষ্পগন্ধ-দিব্যগন্ধ-ধূপাদি গন্ধ সমুদয়,
 মম গৃহে সমভাবে প্রভাহিত হয় ।
 কালক্রমে যৌবনে হয়ে উপনীত,

দৃষ্টহল শেলপরিষদ বুদ্ধের বিনীত ।
তৎকালে নরসিংহ মহাপরিষদে হয়ে পরিবৃত,
ভাষণ করেন অমৃতপদ চারি আর্যসত্য ।
এরূপ অমৃত বাণী করতঃ শ্রবণ,
গ্রহণ করি বুদ্ধকৃপায় প্রব্রজ্যা জীবন ।
শীল-সমাধি প্রজ্ঞা করে আচরণ,
সর্বভৃক্ষা হতে আমি বিমুক্ত এখন ।
অদ্য আমি যে গন্ধ করেছি ধারণ,
অন্যসব গন্ধ এরতুল্য হয়না কদাচন ।
এবে আমি ভৃক্ষাহীন ক্লেশ অবসানে,
সমাপন হয়েছে কৃত্য বুদ্ধের শাসনে ।

-[থের অপদান]

অতঃপর স্থবির পূর্বে তির্থীয়দলে প্রব্রজিত হয়ে বিবিধ দৈহিক দুঃখ
ও বুদ্ধশাসনের প্রব্রজিত হয়ে উত্তম ধ্যানসুখ প্রকাশ করতঃ নিম্নোক্ত গাথা
ভাষণ করেন-

৩২০ । অযোগে যুঞ্জমন্তানং পুরিসো কিচ্চমিচ্ছতো,
চরক্ষেণ নাধিগচ্ছেয্য, তস্মৈ দুব্ভগলক্খণং ।

৩২১ । অব্বুল্লহং অঘগতং বিজিতং
একক্ষেণ ওস্সজ্জ্য্য কলী'ব সিয়া,
সব্বানি পি চে ওস্সজ্জ্য্য অক্কো'ব
সিয়া সমবিসমস্স অদস্সনতো ।

৩২২ । যং হি কয়িরা তং হি বদে, যং ন কয়িরা ন তং বদে,
অকরোত্তং ভাসমানানং পরিজানন্তি পণ্ডিতা ।

৩২৩ । যথাপি রুচিরং পুপ্পং বগ্গবত্তং অগন্ধকং,
এবং সুভাসিতা বাচা অফলা হোতি অকুব্বতো ।

৩২৪ । যথাপি রুচিরং পুপ্পং বগ্গবত্তং সগন্ধকং,
এবং সুভাসিতা বাচা সফলা হোতি স্কুব্বতো'তি ।

বাংলা :

দেহ নির্যাতন করে যদি কোন জন,
করতে চায় উভয় কালের হিত সাধন ।
এরূপ আচরণ করলেও সতত,
কদাপি অভিলাষ হয়না অধিগত ।
তির্থীক প্রব্রজ্যা করতঃ ধারণ,
আমিও করেছি দেহ নির্যাতন ।
ইহা আমার দুর্ভাগ্য বা অপুণ্য লক্ষণ,
এপথে মুক্তিলাভ হয়না কদাচন ।
কামরাগাদি নিমূল না হয় যতকাল,
লোকে তারে করে উক্তি পাপী-ভ্রান্ত-মাতাল ।
বীর্য-স্মৃতি-সমাধি-প্রজ্ঞা করলে বর্জন,
দুঃখ ভোগ করে সদা যথা অন্ধজন ।
কার্যতঃ করলে তা করবে ভাষণ,
অকার্যতঃ বৃথা বাক্য ভাষ না কখন ।
কার্যতঃ শূন্য কিন্তু কথার বাহার,
পণ্ডিতগণ বুঝতে পারে জ্ঞান কত তার ।
সুন্দর ফুলের বর্ণ যদিও সুন্দর,
গন্ধহীন হলে তার কে করে আদর ।
তদ্রূপ বুদ্ধবাক্যানুযায়ী কার্য না করে যেজন,
নিশ্চয় নিষ্ফল তার বাক্য সুশোভন ।
সুন্দর ফুলের বর্ণ কতই সুন্দর,
গন্ধযুত হলে আরো হয় মনোহর ।
তদ্রূপ বুদ্ধবাক্যানুযায়ী কার্য করে যেজন,
মহাফলদায়ী তাঁর বাক্য সুশোভন । (৫ঃ২)

এই গাথা সমূহ আয়ুজ্ঞান সুভূত স্ববির কর্তৃক ভাষিত ।

বিস্তৃতার্থ : এখানে “অষোগেতি” অর্থে- অপ্রতিপাল্য ও অসেবিতব্য এই দুই অশুকে বুঝায় । অর্থাৎ আত্ম গ্রানিকর কার্য ও মৈথুন সেবন এ-দুই অশু জ্ঞাতব্য । “যুস্তুস্তি”- নিজকে নিযুক্ত করা বা অনুসরণ করা; “কিচ্চমিচ্ছকোতি”- ইহ-পরকালের হিতসাধনের অভিপ্রায়ে

কৃচ্ছসাধন করে, কঠোর দুঃখপ্রদ ব্রতাচরণ করে; “নাধিগচ্ছেয্যাতি”- অভিলষিত হিত-সুখ লাভে সক্ষম হয় না; অর্থাৎ আশানুরূপ হিত-সুখ লাভ করতে পারে না। আমি তির্থীক প্রব্রজ্যাকালে যে আত্মগানি উপভোগ করেছি তা আমার দুর্ভাগ্য বা অপুণ্য লক্ষণ- “তং মে দুব্ভগলক্ষণং”। - ইহাই অর্থ।

“অববুলহং অঘগতং বিজিতস্তি”- জনুপ্রদায়ী-দুঃখপ্রদায়ী কামারাগাদি নিমূলভাবে, নির্ছিন্নভাবে উৎপাটন না করলে; “একশ্চে ওসসজেয্যাতি”- মুক্তির মূলসোপান একমাত্র অপ্রমাদকে ত্যাগ করে; “কলীব সিয়া”- তা হলে সে ব্যক্তি পাপী বলে পরিগণিত হবে। “সব্বানি পি চে ওসসজেয্যাতি”- সর্ব বিমুক্তি পরিপাচক বীর্য-স্মৃতি-সমাধি-প্রজ্ঞা এই সমস্ত যদি পরিত্যাগ করে তাহলে উচ্চ-নীচ অদর্শকারী অন্ধের ন্যায় হতে হবে- “অন্ধোব সিয়া সমবিসসুস অদস্সনতো”। -ইহাই অর্থ

অতঃপর স্থবির অপর গাথা সমূহ ঔপম্যাতায় (উপমাচ্ছলে) ভাষণ করেন-

“রুচিরস্তি”- বর্ণ সম্পন্ন বা বর্ণযুক্ত বুঝায়; “অগন্ধকতি”- গন্ধরহিত বা গন্ধহীন বুঝায়। পালিতে ভদ্রক-গিরিকল্পিক, জয়, সুমনা প্রভৃতি পুষ্পকে বুঝায়। “এবং সুভাসিতা বাচতি”- সুভাষিত ত্রিপিটক বুদ্ধবচন যা বর্ণ-গন্ধ সম্পন্ন পুষ্প সদৃশ। সুশোভিত বর্ণসম্পন্ন পুষ্প সুগন্ধহীন হলে যেমন কেহ ধারণ করে না, সেরূপ সুভাষিত ত্রিপিটক বুদ্ধবচন কার্যত আচরণ না করলে বলাও নিষ্ফল হয়ে থাকে- “এবং সুভাসিতা বাচা অফলা হোতি অকুব্বতোতি”। -ইহাই অর্থ।

“সুগন্ধকস্তি”- সুগন্ধ সম্পন্ন বা সুগন্ধযুক্ত বুঝায়; যেমন সুমন-চম্পক-নীলুপ্পল পুষ্পাদি। সুশোভিত, বর্ণসম্পন্ন পুষ্প সুগন্ধযুক্ত হলে যেমন সকলে তা ধারণ করে সেইরূপ সুভাষিত ত্রিপিটক বুদ্ধবচন কার্যতঃ আচরণ করলে বলাও সফল হয়ে থাকে- “এবং সুভাসিতা বাচা সফলা হোতি”। “যথাকারী অথাবাদী চ ভবেয্যাতি”- যা কার্যত করবে তা ভাষণ করবে। -ইহাই অর্থ।

আয়ুস্মান সুভূত স্থবির গাথা বর্ণনা সমাপ্ত



৩। গিরিমানন্দ স্থবির গাথা বর্ণনা

“বসুসতি দেবোতি”- এই গাথা সমূহ আয়ুত্মান গিরিমানন্দ স্থবির কর্তৃক ভাষিত।
কোথায় এর উৎপত্তি?
গাথা সমূহের উৎপত্তি কথা-

ইনি পূর্ব বুদ্ধগণের আশীর্বাদ গ্রহণ করে সুমেধে বুদ্ধের^{১২০} সময় কুলগৃহে জন্মগ্রহণ করেন। বয়ঃপ্রাপ্তে সংসার ধর্মে আবদ্ধ হন। নিজের ভাৰ্যার ও পুত্রের মৃত্যুতে শোকাভিভূত হয়ে অরণ্যে চলে যান। অতঃপর ভগবান অরণ্যে গিয়ে ধর্মোপদেশে তার শোক নিবারণ করেন। তিনি প্রসন্নচিত্তে সুগন্ধপুষ্প দ্বারা বুদ্ধপূজা করে পঞ্চ প্রতিষ্ঠিতাকারে বন্দনা করতঃ কৃতাঞ্জলি পুটে স্তুতি করেন। সেই পুণ্যকর্মের ফলে দেব-মনুষ্যকুল সংসরণ করে গৌতম বুদ্ধের সময় রাজগৃহে বিম্বিসার^{১২৪} রাজার পুরোহিত পুত্ররূপে জন্ম গ্রহণ করে “গিরিমানন্দ” নামে পরিচিত হন। বয়ঃপ্রাপ্তে ভগবান রাজগৃহে আগমন করলে বুদ্ধ প্রভাব দর্শন হেতু প্রব্রজিত হলেন। কয়েক দিন গ্রাম্য বিহারে অবস্থান করে ভগবানকে বন্দনা করার জন্য রাজগৃহে গমন করেন। রাজা বিম্বিসার তার আগমণ সংবাদ শুনে তথায়

^{১২০}. সুমেধ বুদ্ধ : দ্বিপদোত্তম পদুমত্তর বুদ্ধের পরে ত্রিশ লক্ষ কল্প অতিক্রান্ত হলে সুমেধ বুদ্ধ জগতে উৎপন্ন হন। সুমেধ বুদ্ধের তিনটি শ্রাবক সম্মেলন হয়েছিল। সুদর্শন নগরে অনুষ্ঠিত প্রথম সম্মেলনে একশত কোটি ক্ষীণাসব ভিক্ষু উপস্থিত ছিলেন। দ্বিতীয় সম্মেলনে নব্বই কোটি ও তৃতীয় সম্মেলনে আশী কোটি শ্রাবকের সমাগম হয়েছিল। তখন আমাদের গৌতম বোধিসত্ত্ব উত্তর নামক মানবরূপে জন্মলাভ করে স্বীয় অশীতি কোটি পৌতা ধন ব্যয়ে বুদ্ধ প্রমুখ সজ্জকে মহাদান দিয়ে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন। সুমেধ বুদ্ধের জন্মস্থান ছিল সুদর্শন নামক নগর। সুদত্ত নামক রাজা পিতা, সুদত্তা নাম্নী মাতা, শরণ ও সর্বকাম নামক দুই অগ্রশ্রাবক, সাগর নামক উপস্থাপক এবং রমা ও সুরমা নাম্নী দুই অগ্রশ্রাবিকা ছিলেন। মহানীপ বৃক্ষ তাঁর বোধিতরু, শরীরের উচ্চতা অষ্টাশী হস্ত এবং পরমায়ু ছিল নব্বই সহস্র বৎসর। (জাতক নিদান)

^{১২৪}. বিম্বিসার : মগধরাজ বিম্বিসার ভারতের শ্রেষ্ঠ রাজা ছিলেন। তিনি বুদ্ধের সমসাময়িক এবং বুদ্ধের পাঁচ বৎসরের কনিষ্ঠ ছিলেন। প্রাচীন রাজগৃহ নগরে তাঁর রাজধানী ছিল। বুদ্ধ প্রথম গৃহত্যাগ করে রাজগৃহে আসলে বিম্বিসার বুদ্ধকে তাঁর রাজ্য বাস করতে অনুরোধ করেন। বুদ্ধ তাতে সম্মত না হলে বিম্বিসার তাঁকে (বুদ্ধকে) বুদ্ধজ্বলাভের পর তাঁর রাজ্যে আসবার জন্য নিমন্ত্রণ করেন। কথিত আছে বুদ্ধ তাঁর প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেছিলেন। মগধরাজ বিম্বিসার বুদ্ধের অন্যতম গৃহী শিষ্য ছিলেন এবং নব ধর্ম প্রচারে তাঁর সর্ব রাজশক্তি নিয়োগ করেছিলেন।

উপস্থিত হয়ে নিবেদন করলেন যে- “ভাস্তে, আপনি এখানে বাস করুন, আমি আপনার সেবা করব।” রাজা নিমন্ত্রণ করে চলে আসলেন বটে, কিন্তু তিনি তা ভুলে গেলেন। কাজেই স্থবির গৃহাভাবে মুক্তভাবে বাস করতেন। তাই দেবগণ স্থবিরের ভিজিবার উপদ্রব নিবারণার্থ বৃষ্টি বন্ধ করে দেন। এতে রাজা অনাবৃষ্টির কারণ অবগত হয়ে স্থবিরের জন্য কুটীর নির্মাণ করে দিলেন। স্থবির কুটীরে প্রবেশ করে থাকার সুযোগ প্রাপ্ত হলেন। এই সুযোগে ভাবনা করে অর্হত্বফল প্রাপ্ত হলেন এবং নিম্নোক্ত অপদান গাথা ভাষণ করেন-

মাতা-পিতা-ভ্রাতা-ভার্যা-প্রিয় পুত্রধন,
 একচিতায় সবারে করেছি দহন।
 দিনে দিনে সেই শোকে হয়ে ব্যথিত,
 কৃশ হয়ে মম দেহ হয় বিকৃত।
 অতঃপর শোকশল্য করতে উপশম,
 গহীন বনে আমি করেছি গমন।
 বনজ ফলাদি করতঃ আহার,
 বৃক্ষমূলে সদা করেছি বিহার।
 তৎস্থানে শোকতাপ করতে নিবারণ,
 লোকাগ্র সুমেধ বুদ্ধ করেন আগমণ।
 দূর হতে পদশব্দ শুনতঃ তাঁর,
 দর্শনে বিপুল হর্ষ পাইনু অপার।
 যথাস্থানে ভগবান করে উপবেশন,
 বন্দনাঙ্কণে স্মৃতি মম হল জাগরণ।
 লোকনায়ক সুমেধ বসিয়ে তখন,
 ধর্মকথায় শোকশল্য করেন উৎপাটন।
 অনর্থক শোকতাপ অনর্থক বিলাপ,
 যা হবার তাই হবে চিন্তার কি কাজ?
 পথিকের গমনকালে মেঘ করলে বর্ষণ,
 সভাও লয়ে পথিক করে আলয়েগমন।
 তদ্রূপ মাতা-পিতাও করেছে গমন,
 কেন এত শোক-তাপ কেন পরিদেবন?
 আগন্তুক অতিথি কাল না করে ক্ষেপন,

পুনঃরায় স্বীয় গৃহে করেন গমন ।
তদ্রূপ প্রিয়জনও করেছে গমন,
তার তরে কেন শোক কেন পরিদেবন?
সর্প যেমন পুরাতন খোলস করে বর্জন,
জন্ম-মৃত্যু স্রোতরূপ সংসারও তেমন ।
তদ্রূপ পরিজনও করেছে গমন,
তার তরে কেন শোক কেন পরিদেবন?
এরূপে শাস্তার বাণী করতঃ শ্রবণ,
শোকশল্য তদা মম হল উৎপাটন ।
অতঃপর বুদ্ধপদে সশ্রদ্ধ করতঃ প্রণাম,
সুগন্ধি পুষ্প তাঁরে করেছি প্রদান ।
লোকনায়ক বুদ্ধের গুণানুসরি,
পূজা করিনু তারে হয়ে কৃতাঞ্জলি ।
উত্তীর্ণ মহাবীর সর্বজ্ঞ লোকনায়ক,
সর্ব সত্ত্ব উত্তরণে তিনি জ্ঞান দায়ক ।
প্রদর্শন করান মার্গ জ্ঞানালো জেলে,
দেহ প্রভায় বিভূষিত সদা সর্বলোকে ।
অর্হৎ শ্রেষ্ঠ তিনি ষড়্ভাভিজ্ঞ ঋদ্ধিধর,
নভোচারী অগ্র তিনি প্রজ্ঞাবান গুণাকর ।
প্রতিপন্ন তিনি সদা শৈক্ষ্য ও মার্গবান শ্রাবকে,
সুরূপে প্রস্তুটিত পদ্ব যথা সরোবরে ।
মহাসমুদ্রের জলরাশি তুলনা যথা মহাভার,
তদ্রূপ চক্ষুস্মান তিনি অপ্রমেয় জ্ঞানান্ধার ।
নমি আমি লোকজিন চক্ষুস্মান মহাযশের,
একে একে নমিঃ আমি সর্বগুণ অনুসরে ।
এরূপে পুণ্য করতঃ চয়ন,
দেহান্তে হয় মম সুগতি গমন ।
সংসরণে দেবলোকে হয়ে চ্যুত,
ইইলোকে হই মাতৃকুক্ষি জাত ।
অতঃপর আগার ত্যজি প্রব্রজ্যা করতঃ ধারন,
মুক্তির তরে করি নির্জনে গমন ।

শ্রেষ্ঠ প্রণিপাত যোগ্য তিনি নিরাসক্ত মুণি,
 তাঁর আশ্রয়ে মেঘমুক্ত পূর্ণশশী হইনু আমি ।
 বিবেক সুখে এবে আমি করছি বিহার,
 সর্বাস্রব হত করে লভি প্রীতি অপার ।
 অদ্যাবধি ত্রিশসহস্র কল্প হয়নি দুর্গতি,
 শ্রদ্ধাভরে বুদ্ধ পূজার এমনই সুকৃতি ।
 অদ্য আমি তৃষ্ণাহীন ক্রেশ অবসানে,
 সমাপন হয়েছে কৃত্য বুদ্ধের শাসনে ।

-[থের অপদান]

অতঃপর স্থবির তাঁর অর্হত্ব প্রাপ্তিতে ইষ্ট-তুষ্ট ভাব প্রদর্শনের ন্যায়
 বৃষ্টি পড়তে লাগল । এতে স্থবির আরও অধিক বৃষ্টিপাতের জন্য
 দেবতাদিগকে নিয়োগ করার ইচ্ছায় নিম্নোক্ত গাথা সমূহ ভাষণ করলেন-

৩২৫-৩২৯ । বস্‌সতি দেবো যথা সুগীতং ছন্না মে কুটিকা সুখা নিবাতা,
 তস্‌সং বিহারামি বৃপসন্তো অথ চে পথযসি পবস্‌স দেব ।
 বস্‌সতি দেবো যথা সুগীতং ছন্না মে কুটিকা সুখা নিবাতা,
 তস্‌সং বিহারামি সন্তুচিন্তো অথ চে পথযসি পবস্‌স দেব ।
 বস্‌সতি দেবো- পে- বীতরাগো
 বস্‌সতি দেবো- পে- বীতদোসো
 বস্‌সতি দেবো- পে- বীতমোহো

বাংলা :

মেঘমালা যথা সুগর্জনে করছে বর্ষণ,
 আমার কুটীর সুরূপে আছে আচ্ছাদন ।
 তদহেতু চিন্ত ক্রেশ করে উপশম,
 বিবেক সুখে কুটীতে আছি ত এখন ।
 হে দেব! যদি ইচ্ছা কর, করহ বর্ষণ,
 আমি শান্তিচিন্তে কুটীতে আছি ত এখন ।
 হে দেব! যদি ইচ্ছা কর, করহ বর্ষণ,
 আমি বীতরাগে কুটীতে আছি ত এখন ।
 হে দেব! যদি ইচ্ছা কর, করহ বর্ষণ,
 আমি বীতদোষে কুটীতে আছি ত এখন ।

হে দেব! যদি ইচ্ছা কর, করহ বর্ষণ,
আমি বীতমোহে কুটীতে আছি ত এখন । (৫ঃ৩)

এই গাথা সমূহ আয়ুত্মান গিরিমানন্দ স্থবির কর্তৃক ভাষিত ।

বিস্তৃতার্থ : “যথাসুগীতিস্তি” অর্থে- সুন্দর গীতের ন্যায় মেঘের সুগর্জ্জন; মেঘ গর্জ্জনহীন ভাবে কেবল বারি বর্ষণ করলে যেমন শোভাপায় না অনুরূপ শুধু শুধু বর্ষণহীন ভাবে বজ্রনাদ করলে, অতি গর্জন করলে, বিদ্যুৎপাত করলেও শোভা পায় না । যথাভূত ভাবে বর্ষণ করলে, উভয়ের সমন্বয়ে বর্ষণ করলে শোভাপায়; তাই উক্ত হয়েছে- “বস্‌সতি দেবোযথাসুগীতিস্তি” । -ইহাই অর্থ ।

“অভিঞ্জনয় পঙ্কজ”^{১২৫} - বর্ষণকারী মেঘ স্তুতি কর, বর্ষণ কর; “সুগর্জ্জনের সাথে বর্ষণ কর”^{১২৬} । “তস্‌সং বিহরামাতি”- তেমন আমার কুটীর আচ্ছাদিত ও বায়ুহীন হওয়ায় আমি সুখেই চিত্ত উপশম করে সেই কুটীরে বাস করতেছি । হে মেঘ! যদি ইচ্ছা কর বর্ষণ কর ।

এভাবে স্থবির অনেক বার মেঘ-দেবপুত্রগণকে বারিবর্ষণ করার নিমিত্তে প্রীতি সম্ভাষণে অনুরোধ করেন । -ইহাই অর্থ ।

গিরিমানন্দ স্থবির গাথা বর্ণনা সমাপ্ত



^{১২৫}. চরিয়াপিটক ও জাতক দ্রষ্টব্য ।

^{১২৬}. অঙ্গুত্তর নিকায় ও প ৪ সূ দ্রষ্টব্য ।

৪ । সুমন স্থবির গাথা বর্ণনা

“যং পথযানোতি” -এই গাথা সমূহ আয়ুত্মান সুমন স্থবির কর্তৃক ভাষিত ।

কোথায় এর উৎপত্তি?

গাথা সমূহের উৎপত্তি কথা-

ইনি পূর্ব বুদ্ধগণের আশীর্বাদ চয়ন করে ৯৫ কল্প পূর্বে বুদ্ধশূন্য ধরায় কুলগৃহে জন্ম গ্রহণ করেন । একদিন একজন পচেক বুদ্ধকে পীড়িত দেখে শ্রদ্ধাচিন্তে হরিতকী ফল দান করেন । সেই পুণ্য প্রভাবে দেব-মনুষ্য কুল সংসরণ করে গৌতম বুদ্ধের সময় কোশলরাজ্যে ব্রাহ্মণকুলে জন্ম গ্রহণ করে “সুমন” নামে পরিচিত হন । অতি সুখের সহিত লালিত-পালিত হতে লাগলেন । তার মাতুল (মামা) প্রব্রজিত হয়ে অর্হত্বফল লাভ করতঃ অরণ্যে বাস করতেন । তৎপর সুমনও বয়ঃপ্রাপ্ত হলে তাকে প্রব্রজ্যা প্রদান করে চরিত নিয়মে কর্মস্থান প্রদান করেন । তিনি যোগবলে চারিধ্যান ও পঞ্চাভিজ্ঞ লাভ করেন । অতঃপর স্থবির বিদর্শন ভাবনা প্রণালী শিক্ষা প্রদান করেন । এতে তিনিও অচিরে অর্হত্বফল লাভ করেন এবং নিম্নোক্ত গাথা ভাষণ করেন-

হরিতকী-আমলকী-অম্ব-জম্ব-বহেরা,
কুল-ভল্লাতক^{১২৭}-বেল প্রভৃতি চয়ন হল সারা ।
তথায় দৃষ্ট হল রোগেপীড়িত নিঃসঙ্গ মুণি,
সদা নির্ভীক ধ্যানে উপবিষ্ট তিনি ।
অতঃপর শ্রদ্ধাভরে করতঃ প্রণাম,
হরিতকী ফল তারে করিনু দান ।
এরূপ মম ভৈষজ্য করত গ্রহণ,
সেবনে করেন তিনি রোগ নিবারণ ।

^{১২৭}. ভল্লাতক : বৃক্ষের নাম বিশেষ । জনশ্রুতি আছে কোন ব্যক্তির নাম করে এই বৃক্ষ কর্তন করলে সেই ব্যক্তির সর্বশরীরে ফোঁসকা ওঠে । উহার ফল চীনাবাদামের ন্যায়, খেলে জোলাপের কাজ করে এবং এই ফল দ্বারা ‘ভল্লাতক মোদক’ নামে এক প্রকার কবিরাজি মোদক তৈরী করা হয় । ভল্লাতক বৃক্ষ সাধারণত দুই রকমের দেখা যায় । এদের মধ্যে ইহা একপ্রকার । অন্যপ্রকার ভল্লাতকের গুণ এমম্বিধ নয় । (পালি-বাংলা অভিধান)

সর্বদা সুখী হও, হোক নিরোগ জীবন,
এরূপে আশীর্বাদবাণী বুদ্ধ করেন ভাষণ ।
অপরাজিত বীর তিনি এই ভুলোকে,
ধীর নভোচারী হংসরাজ যথা জলে ।
রোগগ্রস্ত হয়নি কভু অদ্যাবধি কাল ।
হরিতকী দানের এমনই মহাফল ।
ইহা মম শেষ জন্ম ক্ষীণ ভব সংসরণ,
ত্রিবিদ্যা অধিগতে শাসনে কৃত্য হল সমাপন ।
চুরানব্বই কল্পকাল হয়নি দুর্গতি,
ভৈষজ্য দানের এমনই সুকৃতি ।
অদ্য আমি তৃষ্ণাহীন ক্লেশ অবসানে,
সমাপন হয়েছে কৃত্য বুদ্ধের শাসনে ।

-[থের অপদান]

অতঃপর তিনি মাতুল স্থবিরের সেবার্থ উপস্থিত হলে স্থবির তাঁকে
মার্গফল সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করলে প্রত্যুত্তরে এই গাথা সমূহ ভাষণ করেন-

৩৩০ । যং পথযানো ধম্মেসু উপজ্জাযো অনুগ্গহী,
অমতং অভিকজ্ঞাতং কতং কত্তব্বকং ময়া ।

৩৩১ । অনুপত্তো সচ্ছিকতো সযং ধম্মো অনীতিহো,
বিসুদ্ধঞ্ঞাণো নিব্বজ্জো ব্যাকরোমি তবত্তিকে ।

৩৩২ । পুৰেষ নিবাসং জানামি, দিব্বচক্খু বিসোধিতং,
সদথো মে অনুপত্তো, কতং বুদ্ধস্স সাসনং ।

৩৩৪ । অগ্গমত্তস্স মে সিক্খা সুস্সুতা তব সাসনে,
সব্বে মে আসবা খীণা, নথিদানি পুনব্ভবো ।

৩৩৫ । অনুসাসি মং অরিয়বতা অনুকম্পি অনুগ্গহী,
অমোঘো তুয়্হমোবাদো অন্তেবাসিমিহ সিক্খিতো'হি ।

বাংলা :

শমথ-বিদর্শনে মম আকাজ্ঞা যত,
উপাধ্যায়ের অমৃতোপদেশে হল অধিগত ।
আমাদ্বারা সেই কার্য হল সম্পাদন,
প্রত্যক্ষ করেছি আমি অমৃত বচন ।
বিশুদ্ধ জ্ঞান এবে করতঃ লাভ,
আপনার সকাশে করব তা প্রকাশ ।
পূর্বজন্ম জ্ঞান সহ দিব্য চক্ষুস্মান,
অতঃপর অধিগত হয় মম অর্হত্ব জ্ঞান ।
আপনার শিক্ষাসহ ধর্ম করতঃ শ্রবণ,
শাস্ত্রার শাসনে কৃতকার্য এখন ।
সুবিশুদ্ধ শীলাদি ব্রত করতঃ পালন,
সর্ববিধ জন্ম বন্ধন করেছি ছেদন ।
এবে আমি শীলাদিতে হয়েছি শিক্ষিত,
তদ্ব্যক্ত আপনাদের উপদেশ হল অব্যর্থ । (৫৪৪)

এই গাথা সমূহ আয়ুস্মান সুমন স্থবির কর্তৃক ভাষিত ।

বিস্তৃতার্থ : এখানে “পঞ্চযানো ধম্মেসু উপল্লাযো অনুপ্পহি, অমতং অভিকঙ্কন্তুস্তি” অর্থে- শমথ বিদর্শন ধর্মের মধ্যে আমার যা আকাজ্ঞা ছিল, উপাধ্যায় সেই অমৃত বা নির্বাণ বিষয়ক উপদেশ দিয়ে আমাকে অনুগৃহীত করেছেন । “কতং কন্তব্বকং ময়াতি”- আমার দ্বারা সেই কার্য বা কর্তব্য সম্পাদিত হয়েছে । “অনুপ্পত্তো”- অধিগত করেছি, প্রাপ্ত হয়েছি; “সচ্ছিকতো”- চতুর্বিধ মার্গধর্ম বা চারিমার্গ জ্ঞান নিজের চোখে দেখেছি, সাক্ষাৎ করেছি । “সযং ধম্মো অনীতিহোতি”- আমি স্বয়ং নির্বিঘ্নে নির্বাণধর্ম, ফলধর্ম আর্যমার্গের দ্বারা প্রাপ্ত হয়েছি ও প্রত্যক্ষ করেছি । “বিসুদ্ধঞাণো নিব্বজ্জো”- বিশুদ্ধজ্ঞান লাভ করেছি ও আকাজ্ঞা শূন্য হয়েছি (সর্বক্লেশ বিশুদ্ধি জ্ঞান); “ব্যাকরোমি”- প্রকাশ করছি, ভাষণ করছি; “তবন্তিকেতি”- আপনার সমীপে । -ইহাই অর্থ ।

“সদত্তোতি”- অর্হত্ব; “সিক্খাতি”- শিক্ষা করে, নিজেকে সুশাসিত করে; অর্থাৎ অধিশীল শিক্ষা করে । “সুসুতাতি”- পরিয়ত্তি

বহুশ্রুতি^{১২৮} (বহুশ্রুত), পটিবেধ বহুশ্রুতি; অর্থাৎ সুন্দররূপে ধর্ম শ্রবণ করে। “সাসণেতি”- আপনার শাসনে অপ্রমত্ত ভাবে স্থিত আছি বা উপনীত হয়েছি। -ইহাই অর্থ।

“অরিয়বতাতি”- সুবিশুদ্ধ শীলাদি ব্রত দ্বারা; “অন্তেবাসিমিহ সিক্খতোতি”- অন্তবাসীকে যা শিক্ষা দেওয়া কর্তব্য আপনি আমাকে তা শিক্ষা দিয়েছেন বা শিষ্যের প্রতি আপনি যথার্থ শিক্ষা প্রদান করেছেন। তদ্বৎ আমি শীলাদিতে সুশিক্ষিত হয়েছি। -ইহাই অর্থ।

সমুন স্থবির গাথা বর্ণনা সমাপ্ত



^{১২৮}. বহুশ্রুতি (বহুশ্রুত) : আচার্য বুদ্ধঘোষের মতে- যাঁর দ্বারা নবান্ন শাস্ত্রের শাসন পঠিত, সংযুক্ত ও পূর্বাপরবশে সংগৃহীত হয়। (প : সূ)

৫। বড়ত স্ববির গাথা বর্ণনা

“সাধু হীতি” -এই গাথা সমূহ আয়ুত্মান বড়ত স্ববির কর্তৃক
ভাষিত।

কোথায় এর উৎপত্তি?

গাথা সমূহের উৎপত্তি কথা-

ইনি পূর্ব বুদ্ধগণের আশীর্বাদ গ্রহণ করে গৌতম বুদ্ধের সময়
ভারুকচ্ছ নগরে গৃহপতিকূলে জন্ম গ্রহণ করে “বড়ত” নামে পরিচিত হন।
অতঃপর তার মাতা সংসারের প্রতি বীততৃষ্ণা হয়ে পুত্রকে জ্ঞাতিবর্গের
হাতে অর্পণ করে ভিক্ষুণীদের নিকট প্রব্রজিত হন। পরে ভাবনাবলে অর্হত্ব
ফল লাভ করেন। অন্য সময়ে পুত্রও বয়ঃপ্রাপ্ত হয়ে দেবদত্ত স্ববিরের
নিকটে প্রব্রজিত হন। এতে তিনি বুদ্ধ-বচন শিক্ষা করে বহুশ্রুত ও
ধর্মকথিক রূপে খ্যাতি লাভ করেন। তিনি গ্রন্থধূরেই নিবিষ্ট থাকতেন।
একদিন দুইখানা মাত্র চীবর পরিধান করে মাতৃ দর্শনে ভিক্ষুণীদের আশ্রমে
উপনীত হন। অতঃপর তার মাতা পুত্রকে দেখে বললেন- “আপনি
একাকী দু’খানা মাত্র চীবর পরিধান করে এখানে কেন এসেছেন?”
এতে স্ববির মাতার নিগ্রহ বাক্যে ব্যথিত হন পরে বিহারে এসে সংবেগ
উৎপন্ন পূর্বক দিবা-বাসস্থানে বসে বিদর্শন ভাবনা করতঃ অর্হত্ব ফলে
প্রতিষ্ঠিত হন। তৎপর মাতার উপদেশ প্রকাশ করে গাথা ভাষণ করেন-

৩৩৬। সাধু হি কির মে মাতা পতোদং উপদংসযী,
যস্সাহং বচনং সুত্তা অনুসিট্টো জনেত্তিয়া।

৩৩৭। আরদ্ধ বিরিয়ো পহিতত্তো পত্তো সম্বোধিমুত্তমং,
অরহা দক্কিণেয়্যোমিহ তেবিজ্জো অমতদ্দসো।

৩৩৮। ছেত্তা নমুচিনো সেনং বিহরামি অনাসবো,
অজ্জত্তং বহিদ্ধা চ যে মে বিজ্জিৎসু আসবা।

৩৩৯। সকেসে অসেসা উচ্ছিন্ন ন চ উল্লজ্জরে পুন,
বিসারদা খো ভগিনি এতমথং অভাসযি।

৩৪০ । অপিহা নুন মযিপি বনথো তে ন বিজ্জতি,
পরিযন্তকতং দুক্খং অস্তিমোযং সমুস্সরো;
জাতি মরণ সংসারো নখি দানি পুনব্ভবো'তি ।

বাংলা :

প্রজ্ঞারূপশিরে মাতা প্রতোদে করতঃ প্রহার,
সুরূপে অনুশাসন করেন আমার ।
শ্রবণপূর্বক মাতার বচন দৃঢ়বীর্যবলে,
প্রতিষ্ঠিত হইনু আমি অর্হত্বফলে ।
এবে আমি অর্হত্ব দক্ষিণার যোগ্য,
ত্রিবিদ্যা অধিগতে হল নির্বাণ প্রত্যক্ষ ।
বিনাশ হল মারসেনা আস্রব হল ক্ষয়,
উচ্ছিন্ন হয়েছে আজি তৃষ্ণা সমুদয় ।
বিশারদা ভগিনি (মাতা) বলেন অতঃপর,
আমাতে-তোমাতে তৃষ্ণাশূন্য যা পুনঃভবকর ।
সমুদয় দুঃখের আজি হল অবসান,
পুনঃজন্মের হেতু আর নেই বিদ্যমান । (৫ঃ৫)

এই গাথা সমূহ আয়ুস্মান বড়চ স্থবির কর্তৃক ভাষিত ।

বিস্তৃতার্থ : এখানে “সাধু হি কির মাতা পতোদং
উপদংসযীতি” অর্থে- ভালই আমার মাতা দৃঢ়বীর্য উৎপন্ন করার অভিপ্রায়ে
প্রজ্ঞারূপশিরে প্রতোদ বা যষ্টিমূল দ্বারা বিদ্ধ করলেন; “যস্সাতি”- আমার
যশবান জননী; “সম্বোধিস্তি”- অর্হত্ব ফলপ্রাপ্ত হয়েছে । তদ্ব্যতীত উক্ত
হয়েছে- আমি মাতা দ্বারা অনুশাসিত হয়েছি, মাতার বাক্য শ্রবণ করে আমি
দৃঢ়বীর্য সহকারে ও নির্বাণপ্রবণ চিন্তে বাস করে পরম অর্হৎফল প্রাপ্ত
হয়েছি । -ইহাই অর্থ ।

অতঃপর “অরহা” গাথায় উক্ত হয়েছে- আমি ক্রেশহীন হয়েছে,
আমি অর্হৎ পুণ্যক্ষেত্র দাক্ষিণ্যেয় হয়েছে, পূর্ব নিবাস জ্ঞানাদি প্রাপ্ত হয়েছে,
ত্রিবিদ্যা লাভ করেছে, নির্বাণামৃত প্রত্যক্ষ করেছে । “নমুচিনো”- মারসেনা,

ক্লেশবাহিনীকে বোধিপক্ষীয় সেনাদ্বারা জয় করেছে। অনাসব হয়ে সুখে বাস করতেন। -ইহাই অর্থ।

অনাসব পূর্বক “অঙ্কুশধ্বংসা” গাথায় প্রকাশ করেন- আমার দেহের ভিতরে-বাহিরে যেই আসব সমূহ বিদ্যমান ছিল, সেই সমস্ত আসব উচ্ছিন্ন হয়েছে, পুনঃরায় উৎপন্ন হবে না। -ইহাই অর্থ।

অতঃপর স্থবির মাতার উপদেশে অর্হত্ব অধিগত হেতু মাতার গুণগান-প্রশংসা প্রকাশার্থে “বিসারদা” গাথাটি ভাষণ করেন- “বিসারদা খোতি”- সম্পূর্ণরূপে ক্লেশহীন, ভয়হীন (যিনি মার্গজ্ঞানে নিপুন)। মায়ের ও স্বীয় অর্হত্ব প্রাপ্তি হেতু উভয়ে শাস্তার ঔরসজাত পুত্র উপলব্ধি করে তিনি মাতাকে “ভগিনী” রূপে সম্বোধন করেছেন। “এবমত্থং অভাসযি”- এসম্বন্ধে আমাকে বললেন যে; “অপিহা নুন মযিপি”- এখন আমার ও আপনার নিকট; “বনথো তে ন বিজ্জতি”- অবিদ্যারূপ বন বিদ্যমান নেই। অর্থাৎ- মাতা ও পুত্র উভয়ের ভব সংসরণ ক্ষয় হয়েছে; অবিদ্যারূপী বন উচ্ছিন্ন হয়েছে, ধ্বংস হয়েছে। -ইহাই অর্থ।

এখন যাবতীয় দুঃখের অবসান হয়েছে, এই আমাদের অন্তিম জন্ম-মৃত্যু ও সংসার। আর পুনর্জন্ম হবে না।

শেষ গাথায় উক্ত হয়েছে- “পরিয়ন্তকততি”- ভবসংকীর্ণ বা সমাপ্ত হয়েছে। - ইহাই অর্থ।

বড়ট স্থবির গাথা বর্ণনা সমাপ্ত



৬। নদীকশ্যপ স্থবির গাথা বর্ণনা

“অথায় বত মেতি”- এই গাথা সমূহ আয়ুস্মান নদীকশ্যপ স্থবির কর্তৃক ভাষিত।

কোথায় এর উৎপত্তি?

গাথা সমূহের উৎপত্তি কথা-

ইনি পূর্ব বুদ্ধগণের আশীর্বাদ চয়ন করে পদুমুত্তর বুদ্ধের সময় কুলগৃহে জন্ম গ্রহণ করেন। একদিন শাস্তাকে পিণ্ডাচরণ করতে দেখে প্রসন্নচিত্তে নিজের রোপিত আম বাগান হতে মনোশিলাবর্ণ একটি অম্ব (আম) ফল দান করেন। সেই পুণ্য প্রভাবে দেব-মনুষ্যকুল পরিভ্রমণ করে গৌতম বুদ্ধের সময় মগধরাজ্যে ব্রাহ্মণকুলে উরুবিল কশ্যপের ভ্রাতারূপে জন্ম গ্রহণ করেন। অতঃপর বয়ঃপ্রাপ্তে গৃহবাস ত্যাগ করে তাপস প্রব্রজিত হলেন। তিনি নৈরঞ্জনানদী^{১২৯} তীরে আশ্রম নির্মাণ করে তিনশত তাপস শিষ্যের সাথে বাস করেন। নদীতীরে বাস ও কশ্যপ গোত্রের জন্ম বিধায়

১২৯. নৈরঞ্জন (নৈরঞ্জরা) : বুদ্ধের জীবনে পূর্ব ভারতের নৈরঞ্জন নদীটির বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। নৈরঞ্জন নামে পরিচিত এই নদীটিকে পালিতে ‘নৈরঞ্জরা’ বলে। এই নামের বিভিন্ন ব্যাখ্যা পাওয়া যায়- ক) এর জলরাশি মনোরম (নেলং জলং অসুসাত্তি = নেলঞ্জলা, ‘র’ স্থানে ‘ল’ হয়েছে), খ) এর জলরাশি নীলবর্ণের (নীল-জলায়া তি বৃন্তকে নৈরঞ্জরায়্যতি বৃন্তং), গ) এটি কেবল একটি নদীর নাম। এছাড়া এই নদীটির আরও কয়েকটি নাম রয়েছে- নিরঞ্জন, নিরঞ্জনী, নীরাজনা ইত্যাদি। চীনাদের কাছে এটি ‘Ni-lien-shen’ (নৈরঞ্জন), ‘Ni-len-shan’ ও ‘Ni-len-shan-na’ নামে পরিচিত। Shki-Ching-Chu- র মতে এই নদীর নাম ‘Ni-lien-chan’। গ্রীকদের কাছে এটি এরুহেনীসিস (Errhenysis) নামে পরিচিত [Sarkar, D., Geography of Ancient India in Buddhist Literature, p. 145]। নৈরঞ্জন নদীটিকে হাজারিবাগের বর্তমান নীলাঞ্জন নদীর সাথে সনাক্ত করা হয়, যা মোহনা বা মোহানির সাথে যুক্ত হয়ে ফল্গু নামে প্রবাহিত (Malalasedera, G.P., Dictionary of Pali Proper Names, op. cit. p.86)।

ধর্মপদ অট্টকথা (১ম খণ্ড, পৃঃ ৭১) ও বুদ্ধবংস অট্টকথা (পৃঃ ২৩৮) অনুযায়ী যখন গৌতম আত্মকৃচ্ছ সাধনের অসারতা অনুভব করলেন, তখন তিনি পঞ্চবর্গীয় ভিক্ষুকে ত্যাগ করে নৈরঞ্জন নদী তীরস্থ উরুবিলের দিকে যাত্রা করলেন। তাঁকে দেবতা ভেবে বোধিলাভের পূর্বে সূজাতা তাঁকে পায়সান্ন নিবেদন করেছিলেন। পায়সান্ন গ্রহণ করার আগে তিনি নৈরঞ্জন নদীর ‘সুপ্পতিট্ঠ’ ঘাটে স্নান করেছিলেন। এই নদীর নীচেই নাগরাজ কালের আবাসস্থল। এই নদীতীরস্থ এক শালবৃক্ষের নীচে গৌতম বোধিলাভের রাত্রির পূর্বের অপরাহ্ন অভিবাহিত করেছিলেন। বিনয়পিটকের (১ম খণ্ড, পৃঃ ১) মহাবঙ্গে রয়েছে যে বোধিলাভের পর উরুবিলায় এই নদীর তীরে অজপাল-নিগ্রোধ বৃক্ষের নীচে বুদ্ধ কিছুকাল বসবাস করেছিলেন। এখানেই মার তাঁকে উত্যক্ত করেন ও বোধিলাভের পরে ব্রহ্মা তাঁকে ‘ধর্ম’ প্রচারের জন্য অনুরোধ করেন।

তিনি নদীকশ্যপ নামে পরিচিত হন। ভগবান তাকে সপরিষদ ঋদ্ধিময়ী উপসম্পদা প্রদান করেন। পরে বুদ্ধের “আদিত্যপরিষায়” সূত্র শ্রবণ করে অর্হত্ত্ব ফলে প্রতিষ্ঠিত হলেন এবং নিম্নোক্ত গাথা ভাষণ করেন-

পদুমুত্তর ভগবান লোকোত্তম জিন,
 ভিক্ষার্থে নগরে করেন প্রদক্ষিণ।
 অগ্র অম্ব গ্রহণ পূর্বক করতঃ প্রণাম,
 দাক্ষিণেয় শাস্ত্রকে করিনু প্রদান।
 দ্বিপাদিন্দ্র লোকশ্রেষ্ঠ লোক মহাশয়,
 নিশ্চল সদা তিনি ত্যজি জয়পরাজয়।
 শতসহস্র কল্প কাল হয়নি দুর্গতি,
 শ্রদ্ধাচিন্তে অগ্রদানের এমনই সুকৃতি।
 অদ্য আমি তৃষ্ণাহীন ক্রেশ অবসানে,
 সমাপন হয়েছে কৃত্য বুদ্ধের শাসনে।

-[থের অপদান]

অতঃপর স্থবির অর্হত্ত্ব ফলে প্রতিষ্ঠিত হয়ে পূর্বের আচরিত মিথ্যাদৃষ্টির দোষ প্রকাশার্থে নিম্নোক্ত গাথা সমূহ ভাষণ করেন-

- ৩৪১। অথায় বত মে বুদ্ধো নদী নেরঞ্জয়ং অগা,
 যস্সাহং ধম্মং সুত্তান মিচ্ছাদিট্ঠিৎ বিবজ্জয়িং।
- ৩৪২। যজিং উচ্চাবচে যএৎঞ অগ্নি হত্তং জুহিং অহং,
 এসা সুদ্ধী”তি মএৎঞত্তো অন্ধভূতো পুথুজ্জনো।
- ৩৪৩। দিট্ঠিগহনপক্খত্তো পরামাসেন মোহিতো,
 অসুদ্ধিং মএৎঞসং সুদ্ধিং অন্ধভূতো অবিদ্দসা।
- ৩৪৪। মিচ্ছাদিট্ঠি পহীনা মে ভবা সবেব বিদালিতা,
 জুহামি দক্খিণেয়্যগ্নিং নমস্সামি তথাগতং।
- ৩৪৫। মোহা সবেব পহীনা মে, ভবতণ্হা পদালিতা,
 বিক্খীণো জাতি সংসারো, নথি দানি পুনব্ভবো”তি।

বাংলা :

মম হিতার্থে নৈরঞ্জনাতে বুদ্ধ করলে আগমন,
 ধর্মকথায় মিথ্যাদৃষ্টি করিনু পরিবর্জন ।
 সতত করিছিনু অগ্নিহোম আর যজ্ঞানুষ্ঠান,
 শুদ্ধির তরে প্রাকৃত হয়ে অবিদ্যায় করি অবস্থান ।
 মিথ্যাদৃষ্টির গহনে করতঃ গমন,
 অশুদ্ধিকে শুদ্ধি বলে করেছি গ্রহণ ।
 ধর্মকে অধর্ম করতঃ বিশ্বাস,
 যুক্তিকে অযুক্তি করেছিলাম আশ ।
 এবে মম মিথ্যাদৃষ্টি হয়েছে বিনাশ,
 কামাদি ভব তৃষ্ণা সবই হল হ্রাস ।
 তদ্ব্যতীত দাক্ষিণ্যেয়ান্নি সদৃশ করছি বুদ্ধ সেবা,
 সতত নমিঃ তাঁরে জগৎ শাস্তা যোবা ।
 সমস্ত মোহাদি ভবতৃষ্ণা করতঃ প্রদলিত,
 পুনঃভব হবে না আর সংসার হল সমাপ্ত । (৫ঃ৬)

বিস্তৃতার্থ : এখানে “অথায় বত মেতি” অর্থে- আমার হিতার্থে, আমার মঙ্গলার্থে; “বুদ্ধোতি”- সর্বজ্ঞ বুদ্ধ; “নদিং নৈরঞ্জরং অগাতি”- নৈরঞ্জনা নদীতীরে এসেছেন । এই নদীর তীরে আমার ভ্রাতা উরুবল কশ্যপের আশ্রমও অবস্থিত । “যস্সাহস্টি”- শব্দটি বুদ্ধগুণ প্রকাশার্থে উক্ত হয়েছে । “যস্সাতি”- যশবান বুদ্ধ, কীর্তিমান বুদ্ধ; “ধম্মং সুত্তান্নাতি”- চারি আর্যসত্য ধর্মশ্রবণ পূর্বক অনুসরণ করে উপলব্ধি করেছি বা জ্ঞাত হয়েছে । “মিচ্ছাদিট্ঠং বিবজ্জযিস্টি”- জ্ঞান শুদ্ধি হয়ে মিথ্যাদৃষ্টি পরিত্যাগ বা পরিবর্জন করেছে । -ইহাই অর্থ ।

মিথ্যাদৃষ্টি পরিত্যাগ করে পূর্বনীতি প্রকাশার্থে “যজ্জি” গাথাটি ব্যক্ত করেন; “যজ্জিং উচ্চাচেযেৎগোতি”- আমি সোমযাগ, বাজপেয়াদি পূজা করতাম, যজ্ঞানুষ্ঠান করতাম, নানাবিধ যজ্ঞপূজা করতাম । “অগ্নিহন্তং জুহিং অহস্টি”- জ্ঞান লাভের অভিপ্রায়ে অগ্নিহোম পরিচর্যা করতাম । “এসা সুদ্ধীতি মৎগোত্তোতি”- এরূপে যজ্ঞক্রিয়া, অগ্নিপরিচর্যায় শুদ্ধি হওয়ার অভিপ্রায়ে; “এবং মে সংসারসুদ্ধি হোতী”- আমার সংসার শুদ্ধি সাধন হবে এরূপ ইচ্ছা পোষন করতাম । “অন্ধভূতো পুতুজ্জনোতি”-

পৃথগ্জনাবস্থায় অবিদ্যাক্ষ হয়ে বনগহন ও পর্বত গহনের ন্যায় দূরতীক্রম্য মিথ্যাদৃষ্টি^{১০০} গহণে ধাবিত হই-“দিটিষ্ঠগহণপক্খন্দো”। “পরমাসেনাতি”- ধর্মভাব অতিক্রম করে-“ইহা একমাত্র সত্য” এরূপ ভ্রান্তমত পোষণ করে; (ইহা মিথ্যাদৃষ্টির নামান্তর) “মোহিতোতি”- মোহিত হওত, মোহে পতিত হই। “অসুদ্ধিং মঞ্জসং সুদ্ধিস্তি”- অশুদ্ধি মার্গকে শুদ্ধিমার্গ বলে গ্রহণ করেছি। তার কারণ “অন্ধভূতো অবিদসু”- অবিদ্যা অন্ধে আবদ্ধ হওত, অবিদ্যাক্ষ হয়ে ধর্মকে অধর্ম-যুক্তিকে অযুক্তি মনে করি। -ইহাই অর্থ।

“মিচ্ছাদিটিষ্ঠ পহীনা মেতি”- শাস্তার চারিসত্যগর্ভ ধর্ম শ্রবণ করে আর্যমার্গে প্রতিষ্ঠিত হওত সম্যকদৃষ্টিমান^{১০১} হয়ে আমার মিথ্যাদৃষ্টি বিধ্বংশ হয়েছে, সমুচ্ছিন্ন হয়েছে। “ভবতি”- সমস্ত কামভবাদি আর্যমার্গ দ্বারা বিদলিত হয়েছে, বিধ্বংসিত হয়েছে- “বিদালিতা”। “জুহামি দক্খিণেয়্যান্নিস্তি”- দাক্ষিণেয় অগ্নি সদৃশ, সদেবলোকে শ্রেষ্ঠ দানের ক্ষেত্র পাপমল দহনকারী সেই সম্যক্ সম্বুদ্ধকে পূজা করতেছি, সেবা করতেছি। পূর্বে আমি অগ্নিকে দধি-নবনীত-মধু-ঘি প্রভৃতি দ্বারা পূজা করতাম, সেই পূর্বের অগ্নিদেবকে নমস্কারের ন্যায় বর্তমানে আমি উত্তম দানক্ষেত্র তথাগতকে^{১০২} নমস্কার করতেছি- “নমস্সামি তথাগতস্তি”। -ইহাই অর্থ।

^{১০০}. মিথ্যাদৃষ্টি : অঙ্গুত্তর নিকায়ের একক নিপাতে মিথ্যাদৃষ্টির মহাদোষ নির্দেশ করে ভগবান উক্তি করেছেন- “নাহং ভিক্ষবে অঞ্জসং একং ধম্মম্পি সমনুপস্সামি যং এবং মহাসাবজ্জং, যথিদং ভিক্ষবে মিচ্ছাদিটিষ্ঠি। মিচ্ছাদিটিষ্ঠি পরমানি ভিক্ষবে বজ্জনীতি।”- ভিক্ষুগণ! মিথ্যাদৃষ্টির মত মহাদোষযুক্ত আমি একটি ধর্মও দেখছি না। অনিষ্ট কারক সমস্ত ধর্মের মধ্যে মিথ্যাদৃষ্টিই প্রধান।

^{১০১}. সম্যক্ দৃষ্টি : সম্যক্ দৃষ্টি অর্থে যা শোভন ও প্রশস্ত দৃষ্টি। সম্যক্ দৃষ্টি দ্বিবিধ : লৌকিক ও লোকান্তর। লৌকিক সম্যক্ দৃষ্টি একপ্রকার জ্ঞান যা সত্যানুযায়ী এবং যদ্বারা কেহ জানতে পারে ‘কর্মই স্বকীয় বা আপন’। আর্যমার্গফল-সংযুক্ত প্রজ্ঞাই লোকান্তর সম্যক্ দৃষ্টি। পৃথগ্জনের পক্ষে কর্মফলে বিশ্বাসই সম্যক্ দৃষ্টি। বুদ্ধশাসনের বাহিরে যারা সম্যক্ দর্শী তাঁরা কর্মবাদী হলেও আত্মবাদী (প : সু)। আমাদের মতে, সম্যক্ দৃষ্টি সমগ্রদৃষ্টি এবং মিথ্যাদৃষ্টি একান্তদৃষ্টি (উদান, জটকবঙ্গ দ্রঃ)। শুধু দুঃখ কি জানলাম, অপর ত্রিসত্য জানলাম না, ইহা মিথ্যাদৃষ্টি। দুঃখ কি জানলাম, দুঃখ-সমুদয় কি জানলাম, কিন্তু অপর দুই সত্য জানলাম না, ইহাও মিথ্যাদৃষ্টি। সত্যের চতুরঙ্গ সমগ্র ও যথার্থভাবে না জানলে সম্যক্ দৃষ্টি হয় না। (মধ্যম নিকায়ের সম্যক্ দৃষ্টি সূত্র)।

^{১০২}. তথাগত : সুগত, তথাগত ইত্যাদি সম্যক্ সম্বুদ্ধেরই বিভিন্ন আখ্যা। পরিনির্বাণ সূত্রের অর্থকথা মতে- অষ্টকারণে ভগবান বুদ্ধ তথাগত নামে অভিহিত হন। ‘তথা আগতো তি তথাগতো, তথা গতো তি তথাগতো, তথদম্মে যথাবতো অভিসম্বুদ্ধো তি তথাগতো, তথদস্সিতায় তথাগতো, তথাবাদিতায় তথাগতো, তথাকারিতায় তথাগতো, অভিববনট্টেন তথাগতো। বিশদ ব্যাখ্যা পরিনির্বাণ ও অর্থকথায় দ্রষ্টব্য।

“মোহ সবে পহীনা মেতি”- আমার সমস্ত মোহ প্রহীণ হয়েছে, বিধবংশ হয়েছে; তদ্বৈত ভবতৃষ্ণা প্রদলিত হয়েছে- “ভবতৃষ্ণা পদলিতা”। “বিক্খীনো জাতিসংসারো নখি দানি পুনব্ভবোতি”- জন্মরূপ সংসার ক্ষয়প্রাপ্ত হয়েছে এখন আর পুনর্জন্ম হবে না। -ইহাই অর্থ।

নদীকশ্যপ স্তবির গাথা বর্ণনা সমাপ্ত



৭। গয়াকশ্যপ স্থবির গাথা বর্ণনা

“পাতো মঙ্কম্বিকন্তি” -এই গাথা সমূহ আয়ুত্মান গয়াকশ্যপ স্থবির কর্তৃক ভাষিত।

কোথায় এর উৎপত্তি?

গাথা সমূহের উৎপত্তি কথা-

ইনি পূর্ব বুদ্ধগণের আশীর্বাদ প্রাপ্ত হয়ে ৩১ (একত্রিশ) কল্প পূর্বে শিখী বুদ্ধের সময় কুলগৃহে জন্ম গ্রহণ করেন। বয়ঃপ্রাপ্তে গৃহবাস ত্যাগ করে তাপস প্রব্রজ্যা গ্রহণ পূর্বক অরণ্যাশ্রমে বাস করেন। বনজাত ফলমূলাহারে জীবন ধারণ করতেন। তখন ভগবান একাকী তার আশ্রমের সমীপস্থ রাস্তা দিয়ে গমন করতে ছিলেন। অতঃপর তিনি ভগবানকে দেখে প্রসন্ন চিত্তে বন্দনা পূর্বক সময়ের দিকে লক্ষ্য করে মনোহর কুলফল প্রদান করেন। সেই পুণ্যকর্মের প্রভাবে দেব-মনুষ্যকুল পরিভ্রমণ করে গৌতম বুদ্ধের সময় ব্রাহ্মণ কুলে জন্ম গ্রহণ করেন। বয়ঃপ্রাপ্তে গৃহবাস ত্যাগ করে তাপস প্রব্রজ্যায় প্রব্রজিত হন ও দুইশত শিষ্যের সাথে গয়াতে বাস করতেন। গয়াবাস ও কশ্যপগোত্রে জন্ম বিধায় তিনি “গয়াকশ্যপ” নামে পরিচিত হন। তিনি সপরিষদ ভগবানের নিকটে ঋদ্ধিময়ী উপসম্পদা লাভ করে “আদিত্যপরিষায়” সূত্র শ্রবণ পূর্বক অর্হত্ত্ব ফলে প্রতিষ্ঠিত হন এবং নিম্নোক্ত গাথা ভাষণ করেন-

পশুচর্ম-বন্ধচীর করতঃ ধারণ,
খারি^{১০০}পূর্ণ কুলফল করেছি চয়ন।
তৎকালে একচর শিখীবুদ্ধ করলে গমন,
পুলকিত হইনু তাঁরে করতঃ দর্শন।
অতঃপর প্রসাদ চিত্তে করতঃ প্রণাম,
উভয় হস্তে কুলফল করেছি প্রদান।
সেই হতে একত্রিশ কল্প হয়নি দুর্গতি,

^{১০০}. খারি : খারি বুদ্ধযুগে কোশল রাজ্যের প্রকাণ্ডতম পরিমাপক বিশেষ। চার প্রস্থে এক আল্‌হক, চার আল্‌হকে এক দ্রোণ, চার দ্রোণে এক মাতৃকা এবং চার মাতৃকায় এক খারি। (সারথপকাসিনী সংযুক্ত নিকায় অট্টকথা- ব্রহ্মসংযুক্ত, পঠম বঙ্গে দসমসুত্ত বগ্ননা)

শ্রদ্ধাচিহ্নে কুল দানের এমনই সুকৃতি ।
অদ্য আমি তৃষ্ণাহীন ক্রেশ অবসানে,
সমাপন হয়েছে কৃত্য বুদ্ধের শাসনে ।

-[থের অপদান]

অতঃপর স্থবির পূর্বকৃত গঙ্গাস্নানাদি স্মরণ করে নিম্নোক্ত গাথা
সমূহ ভাষণ করেন-

- ৩৪৫ । পাতো মজ্জন্তিকং সাযং তিক্খত্ত্বং দিবসস্সহং,
ওতরিং উদকং সোতং গয়ায গয়ফল্লুয়া ।
- ৩৪৬ । যং ময়া পকতং পাপং পুবে অঞএসু জাতীসু,
তং দানি ওপবাহেমি এবং দিটিঠ পুরে অহুং ।
- ৩৪৭ । সুত্তা সুভাসিতং বাচং ধম্মথসহিতং পদং,
তথং যথাবতং অথং যোনিসো পচ্চবেক্খিসং ।
- ৩৪৮ । নিগ্হাসব্বপাপোমিহ নিম্মলো পযতো সুচি,
সুদ্ধো সুদ্ধস্স দাযাদো পুত্তো বুদ্ধস্স ওরসো ।
- ৩৪৯ । ওগয়হঙ্গিকং সোতং সব্বং পাপং পবাহয়িং,
তিসেসা বিজ্জা অজ্জগমিং, কতং বুদ্ধস্স সাসনন্তি ।

বাংলা :

পূর্বাহ্নে-মধ্যাহ্নে-সায়াহ্নে এ তিনবার,
ফাল্গুনী নক্ষত্রে শুদ্ধিরতরে জলস্রোতে করিনু বিহার ।
পূর্ব-পূর্ব জন্মে যে পাপরাশি করেছি চয়ন,
গয়াতীর্থে জলস্রোতে তার করব নিবারণ ।
এরূপ মিথ্যা দৃষ্টি করতাম পোষণ,
শাস্তার সাক্ষাতে তা করি পরিমার্জন ।
বুদ্ধের ধর্মার্থপদ সুভাষিত বাক্য করতঃ শ্রবণ,
জ্ঞানচক্ষু দ্বারা পরমার্থ সত্যকে করেছি দর্শন ।
আর্যমার্গ জলে পাপ করে প্রক্ষালন,

কামরাগ ময়লা ত্যজি পরিশুদ্ধ এখন ।
 কায়-বাক্য-মনাচরণে শুদ্ধিতা করতঃ লাভ,
 বুদ্ধের ঔরসপুত্র এবে লোকোত্তর ধর্মের দায়াদ ।
 আর্যমার্গ স্রোতে আমি হয়ে পতিত,
 সর্বপ্রকার পাপমল করেছি ধৌত ।
 এবে আমি তৃষ্ণাহীন ক্লেশ অবসানে,
 সমাপন হয়েছে কৃত্য বুদ্ধের শাসনে । (৫ঃ৭)

উক্ত গাথা সমূহ আয়ুত্মান গয়াকশ্যপ স্থবির কর্তৃক ভাষিত ।

বিস্তৃতার্থ : এখানে প্রথম গাথায় সংক্ষেপার্থে উক্ত হয়েছে-
 “পাতো” অর্থে- পূর্বাহ্নে, সূর্যোদয়কালে, “মঙ্কুমিহকং”- মধ্যাহ্ন অর্থাৎ
 দিনের মধ্যম ভাগে, দুপুর বেলায়, “সায়ং”- সায়াহ্নে, সন্ধ্যাবেলায় ।
 “দিবস্‌সতীক্‌খত্ত্বং”- দিনে তিনবার আমি জলে স্নান করতাম । পাপস্রোত
 প্রবাহিত করার অভিপ্রায়ে জলস্রোতে নামতাম । জনশ্রুতি আছে যে- সেই
 সময়ে জনসঙ্ঘ বৎসর বৎসর ফাল্গুন মাসের উত্তর ফাল্গুনী নক্ষত্রে গয়াতে
 তীর্থাভিষেক উৎসব করত । তাই উহা গয়াফাল্গুনী উৎসব নামে প্রসিদ্ধ
 ছিল । তদ্ব্যতীত উক্ত হয়েছে- “গয়ায় গয়ফল্লয়া”- আমি গয়া ফাল্গুনীতে
 পাপ ধৌতকরণার্থে আগমন করি । -ইহাই অর্থ ।

অতঃপর স্থবির পূর্বে আচরিত ভ্রান্ত দৃষ্টি প্রকাশার্থে উক্তি
 করেছেন- “যং ময়া পুবে ইতো অঞ্‌ঞাসু জাতীসু, তং দানীধ
 পবাহেমি এবং দিটিঠ পুরে অহং”- আমি পূর্ব-পূর্ব জন্মে যে পাপ করেছি,
 সেই পাপ এই গয়াতীর্থে প্রবাহিত করব, প্রক্ষালন করব এরূপ বিপরীত
 দৃষ্টি আমার বুদ্ধের ধর্ম শ্রবণের পূর্বে ছিল । -ইহাই অর্থ ।

“ধম্মথসহিতং পদন্তি”- ইহা বিভক্তিতে সম্বোধন নির্দেশ করে ।
 ধর্মার্থের জন্য, মঙ্গলের জন্য যা আদিত-মধ্যে-অন্তে কল্যাণ সাধন করে ।
 বুদ্ধের ধর্মার্থপদ সংযুক্ত সুভাষিত বাক্য শ্রবণ করে জ্ঞানচক্ষুদ্বারা পরমার্থ
 সত্যকে দর্শন করেছি । -ইহাই অর্থ ।

“নিণ্‌হাতসব্বপাপোমুহীতি”- আমি আর্যমার্গরূপ জলে সমস্ত
 পাপ বিক্ষালন করেছি, কামরাগরূপ ময়লাদি ত্যাগ করে “নিম্মলো”-
 নির্মল হয়েছি, পরিশুদ্ধ হয়েছি । আমি কায়-বাক্য-মনাচরণে শুদ্ধি লাভ করে

“পয়তো সুচি সুদ্ধো”- শুদ্ধি লাভ করতঃ “সুদ্ধো সুদ্ধস্স দায়াতো পুত্তো বুদ্ধস্স ওরসো”- শুদ্ধবুদ্ধের ঔরসজাত পুত্ররূপে লোকোত্তর ধর্মের দায়াদ বা উত্তরাধিকারী হয়েছি । -ইহাই অর্থ ।

শেষ গাথায় স্থবির পরমার্থ স্নান প্রকাশার্থে “ওগয়্হা” গাথা ভাষণ করেন । “ওগয়্হাতি”- পতিত হয়ে, অবগাহন করে, স্নান করে; “অট্ঠঙ্গিকং সোতন্তি”- সম্যক্‌দৃষ্টি-আদি আর্য অষ্টমার্গরূপ স্রোতে; “সব্বপাপং পবাহয়ন্তি”- সমস্ত পাপকে প্রক্ষালন করেছি, পরিবর্জন করেছি, ধৌত করেছি । “তিস্সেসা বিজ্জা অজ্জগমিৎ কতং বুদ্ধস্স সাসনন্তি”- আমি ত্রিবিধ বিদ্যা লাভ করেছি ও বুদ্ধের শাসনের কৃত্যকার্য হয়েছি । -ইহাই অর্থ ।

গয়্যাকশ্যপ স্থবির গাথা বর্ণনা সমাপ্ত



৮। বক্কলি ছবির গাথা বর্ণনা

“বাতরোগাভিনীতোতি”-এই গাথা সমূহ আয়ুত্মান বক্কলি ছবির কর্তৃক ভাষিত।

কোথায় এর উৎপত্তি?

গাথা সমূহের উৎপত্তি কথা-

ইনি পূর্ব বুদ্ধগণের আশীর্বাদ গ্রহণ করে পদুমুণ্ডর বুদ্ধের সময়ে হংসবতী নগরে কুলগৃহে জন্ম গ্রহণ করেন। বয়ঃপ্রাপ্তে উপাসকদের সাথে বিহারে গমন পূর্বক সভার একপ্রান্তে দাঁড়িয়ে ধর্মশ্রবণ করেন। ঐ সময় ভগবান উপস্থিত ভিক্ষুদের মধ্যে একজন ভিক্ষুকে শ্রদ্ধাশীলদের শ্রেষ্ঠস্থানে নিয়োগ করেন। তিনিও সেই পদ প্রার্থনা করে সাতদিন পর্যন্ত মহাদান দিলেন। ভগবান তার প্রার্থনা পূর্ণ হবে বলে প্রকাশ করেন। পরে দেব-মনুষ্যকুল সংসরণ কালে কুশল কর্মের প্রভাবে ভগবান গৌতম বুদ্ধের সময়ে শ্রাবস্তীতে ব্রাহ্মণকুলে জন্ম গ্রহণ করেন “বক্কলি” নামে পরিচিত হন। তিনি ত্রিবেদ শিক্ষা করেন ও ব্রাহ্মণবিদ্যায় দক্ষতা লাভ করেন। তিনি ভগবানের সৌন্দর্যে মোহিত হয়ে তৃপ্তিলাভ করতে পারতেন না। তাই ভগবানের সঙ্গে সঙ্গেই অবস্থান করতেন। গৃহবাসে থাকলে নিত্য বুদ্ধ দর্শনের অন্তরায় হবে ভেবে ভগবানের নিকট প্রব্রজিত হন। কেবল ভোজনের সময় ব্যতীত যেখানে থেকে বুদ্ধ দর্শন করা যায় সেখানে থেকে সমস্ত কার্য পরিত্যাগ করে ভগবানের দিকে তাকিয়ে থাকতেন। ভগবান তার জ্ঞান পরিপক্ককাল অপেক্ষা করে বহুদিন রূপদর্শনে ব্যাপ্ত থাকলেও কিছুই বলেন নি। একদিন বললেন- “হে বক্কলি, এই পূতিকায়া দর্শনে তোমার প্রয়োজন কি? হে বক্কলি, যে ধর্মকে দেখে সে আমাকে দেখে। যে আমাকে দেখে সে ধর্মকে দেখে থাকে। তুমি ধর্মকে না দেখে শুধু আমাকে দেখে থাকলে ধর্মকে দেখতে পাবে না।” ভগবান এইরূপ উপদেশ দিলেও তিনি বুদ্ধ-দর্শন না করে অন্যত্র যেতে ইচ্ছা করতেন না। ভগবান ভাবলেন- “এই ভিক্ষু সংবেগ প্রাপ্ত না হলে বুঝতে পারবেনা।” অতঃপর একদিন বর্ষাবাসারম্ভ দিনে শাস্তা বললেন- “হে বক্কলি, তুমি অন্যত্র চলে যাও।” এই বলে ভগবান হস্তপ্রসারণ করলেন। তিনি ভগবান দ্বারা নিবারিত হয়ে সম্মুখে থাকতে আর সমর্থ হলেন না। ভাবলেন-

“আমার জীবন ধারণে আর কি প্রয়োজন, যেহেতু আমি বুদ্ধ দর্শন করতে পারব না” তখন গৃধকূট^{১৩৪} পর্বতের এক প্রপাতে গিয়ে উঠলেন। ভগবান তার এই সংবাদ পরিজ্ঞাত হয়ে ভাবলেন- “আমি এই ভিক্ষুকে এখন আশ্বাস প্রদান না করলে সে মার্গফলের হেতু ধ্বংশ করে ফেলবে।” তখন ভগবান তাকে দেখা দেওয়ার অভিপ্রায়ে একটি রশ্মি বিসর্জন করে বললেন-

সুখকর দৃষ্টি ধর্মের যার অনুক্ষণ,
বুদ্ধ ধর্মে নিত্য সুখ লভে সেই জন।
সেই ভিক্ষু সুনিশ্চয় যাবে নিবার্ণে,
জরা-মৃত্যু-পাপ-তাপ নেই যেখানে
-[ধর্মপদ]

ভগবান এই গাথাটি ভাষণ পূর্বক “আস বঙ্কলি” বলে হস্ত প্রসারণ করলেন। স্থবির ভাবলেন- “ভগবান আমাকে দেখতে পেয়েছেন।” তাই “আস” বচনটিও আমি পেয়েছি। তখন অপ্রতিভ ভাবে কোন দিকে যাবেন লক্ষ্য স্থির করতে না পেরে ভগবানের দিকেই আকাশ মার্গে ধাবিত হলেন। তিনি প্রথম পদবিক্ষেপে পর্বতে স্থিত হয়ে ভগবানের কথিত গাথা চিন্তা করলেন। তৎপর আকাশেই প্রীতি বিলোড়ন করে প্রতিসম্ভিদা সহ অর্হত্বফল প্রাপ্ত হলেন। একদিন স্থবির বাতব্যাধি আক্রান্ত হলে ভগবান গাথাযোগে অবস্থা জিজ্ঞাসা করলেন-

৩৫০। বাতরোগাভিনীতো ত্বং বিহরং কাননে বনে,
পবিট্ঠগোচরে লুখে কথং ভিক্ষু করিস্সসি?

বাংলা :

হে ভিক্ষু, বাতরোগাক্রান্ত হয়ে ভৈষজ্য না করে সেবন,
মহা-অরণ্যের কঠিন ভূমিতে কি প্রকারে কাল করবে যাপন?

^{১৩৪}. গৃধকূট : গৃধ বা শকুনেরা এই পর্বতের কূটে বাস করত বলে কিংবা গৃধ সদৃশ এই পর্বতের কূট এইজন্য গৃধকূট।

অতঃপর তিনি প্রত্যুত্তরে নিম্নোক্ত গাথা ভাষণ করেন-

- ৩৫১ । পীতিসুখেন বিপুলেন ফরমানো সমুসসযং,
লুখম্পি অভিসম্ভোস্তো বিহরিস্সামি কাননে ।
- ৩৫২ । ভাবেস্তো সতিপট্টানে ইন্দ্রিয়ানি বলানি চ,
বোদ্ধুঙ্গানি চ ভাবেস্তো বিহরিস্সামি কাননে ।
- ৩৫৩ । আরদ্ধ বিরিয়ো পহিতত্তো নিচ্চং দল্হপরক্কমো,
সমগ্গে সহিতে দিস্সা বিহরিস্সামি কাননে ।
- ৩৫৪ । অনুস্সরত্তো সমুদ্ধং অগ্গং দত্তং সমাহিতং,
অতন্দিতো রত্তিং দিবং বিহরিস্সামি কাননে'তি ।

বাংলা :

বিপুল প্রীতিসুখে দেহকে করতঃ ব্যাপন,
দুঃখকে সহ্য করে কাননে করব কালযাপন ।
স্মৃতিপ্রতিষ্ঠা-পঞ্চেন্দ্রিয় পঞ্চবলে এখন,
বোধ্যঙ্গ ভাবনায় বনে করিব যাপন ।
হব আমি আরদ্ধবীর্য পরায়ন,
আমার চিত্ত এখন নির্বাণ প্রবণ ।
নিত্য দৃঢ়পরাক্রমশালী মৈত্রীগুণ করিয়ে চিস্তন,
সদা কাননে বাস করিব এখন ।
শীলবান ব্রহ্মচারীগণের গুণ করিয়া দর্শন,
সদা কাননে জীবন করিব যাপন ।
শ্রেষ্ঠ-দাস্ত-সমাহিত সমুদ্ধে করিয়া স্মরণ,
কাননে দিবা-রাত্রি অনালস্যে করিব যাপন । (৫ঃ৮)

উক্ত গাথা সমূহ আয়ুত্মান বক্কলি স্থবির কর্তৃক ভাষিত

বিস্তৃতার্থ : এখানে “বাতরোগাভিনীতোতি” অর্থে- বাতরোগে
ভীষণ ভাবে আক্রান্ত হয়ে; “ত্বস্তি”- তুমি; এখানে স্থবিরকে সম্বোধন করা

হয়েছে। “বিহরন্তি”- ইর্যাপথ অবলম্বনে বাস করা বুঝায়। “কাকনে বনেতি”- তরুবীথি কানন, মহা অরণ্যে; “পবিদ্ধগোচরেতি”- কঠিন ভূমি, কষ্টদায়ক প্রতিকূল স্থানে বাতরোগ উপশমের উপযুক্ত ভৈষজ্যাদির অভাবে কঠিন ভূমিতে- “লুখে”। “কথং ভিক্ষু করিস্সমীতি”- হে ভিক্ষু কি প্রকারে বাস করবে? ভগবান জিজ্ঞাস করেন।

স্থবির উক্ত গাথা শ্রবণপূর্বক নিরামিষ, প্রীতি ও সৌম্যনস্য সুখে বিহার বাস প্রকাশার্থে- “পীতিসুখেনাতি” গাথা ভাষণ করেন। এখানে “পীতিসুখেনাতি”- হর্ষোচ্ছ্বাসজনিত প্রীতিতে, আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে, প্রীতিসুখে; “বিপুলেনা”- বিপুলভাবে। -ইহাই অর্থ।

“ফরমানো সমুসসযন্তি”- প্রীতিসুখে সমস্ত শরীরকে নিরন্তর ব্যাণ্ড করে; “লুখম্পি অভিসম্বোত্তোতি”- অরণ্যবাস কালে দুঃখে-কষ্টে জীবন যাপন সহ্য করতঃ; “বিহরিস্সামি কাননেতি”- ধ্যান সুখে, বিদর্শন সুখে অরণ্যবাস করব। কাননে বাস করব। -ইহাই অর্থ।

এরূপ কায়সুখ প্রদর্শনার্থে ধর্মপদে উক্ত হয়েছে-

স্কন্ধের উদয় ব্যয় যে কোন আকারে,
যবে শুদ্ধ স্মৃতি মাঝে আনয়ন করে।
তখন তাঁর সেই অন্তরেতে জাগে,
সে প্রীতি প্রমোদ যাহা অমৃতজ্ঞ ভোগে।

-[ধর্মপদ]

“ভাবেন্তো সতিপট্টানেতি”- কায়ানুদর্শনাদি চারি স্মৃতিপ্রস্থান সম্পূর্ণভাবে ভাবিত করে, বৃদ্ধি করে; “ইন্দ্রিয়ানীতি”- মার্গ প্রতিপল্লে শ্রদ্ধাদি পঞ্চেন্দ্রিয়ে; “বলানীতি”- শ্রদ্ধাদি পঞ্চবলে; “বোদ্ধজ্ঞানীতি”- স্মৃতি সম্বোধ্যঙ্গাদি সপ্ত বোধ্যঙ্গে। এখানে সম্যকপ্রধান, ঋদ্ধিপাদ ও মার্গাঙ্গাদি এই বিষয়সমূহ গ্রহণ করা হয়। “বিহারিস্সামীতি”- বোধিপক্ষীয়ধর্ম^{১৩৫} সহ মার্গসুখে, ফলসুখে, নির্বাণ সুখে বাস করব। - ইহাই অর্থ।

^{১৩৫} বোধিপক্ষীয় ধর্ম : বোধিজ্ঞান লাভের পক্ষে যে সকল চিন্তা চৈতন্যের উৎকর্ষসাধন অপরিহার্য সেগুলিই বোধিপক্ষীয় ধর্ম নামে অভিহিত হয়। তা সপ্তত্রিংশ; যথা- ক) চতুর্বিধ স্মৃত্যপস্থান- কায়ানুদর্শন, বেদনানুদর্শন, চিত্তানুদর্শন ও ধর্মানুদর্শন। খ) চতুর্বিধ সম্যক প্রধান

“আরদ্ধবীরিয়েতি”- চতুর্বিধ সম্যক প্রধান সহ আরদ্ধবীর্য পরায়ণ হয়ে; “পহিতত্তেতি”- নির্বাণ প্রবণ চিত্তে; “নিচ্চং দল্লহপরক্কমেতি”- সর্বদা দৃঢ়পরাক্রমশালী অশিখিল বীর্যপরায়ণে এবং বিবাদ রহিত মৈত্রী ভাবাপন্ন হয়ে, শীলবান ব্রহ্মচারীগণের গুণদর্শন করে বাস করব, কল্যাণমিত্র সম্পত্তি দর্শন করব । -ইহাই অর্থ ।

“অনুসসরন্তো সম্বুদ্ধন্তি”- শ্রেষ্ঠ, দাণ্ড, সমাহিত সর্বজ্ঞ, সম্যক সম্বুদ্ধকে অনুসরণ করে রাত-দিন সর্বদা; “ইতিপি সো ভগবা অরহ”- এরূপ অনুসরণ করে বাস করব; এরূপে বুদ্ধানুস্মৃতি ভাবনা পূর্বক কর্মস্থান পূরিপূর্ণ করব এবং কাননে সুখে অবস্থান করব । -ইহাই অর্থ ।

তৎপর স্থবির আকাশে প্রীতি বিলোড়ন পূর্বক প্রতীক্ষিতা সহ অর্হত্ব প্রাপ্তে নিম্নোক্ত গাথা ভাষণ করেন-

শতসহস্র কল্পপূর্বে উদিলেন নায়কবর,
অতুল্য-অমিত-অমৃত নামে পদুমুত্তর ।
সদ্যপদ্বরূপ বদন তাঁর পদ্বরূপ গঠন,
ধরার বৃকে পদ্বের ন্যায় হতেন সুশোভন ।
সুগঠিত পদ্ব যথা রূপে মনোহর,
স্বীয় রূপে-গন্ধে ব্যাপ্ত করেন পদুমুত্তর ।
লোকাগ্র বীর তিনি অন্ধের নয়নমণি,
করুণার সগার তিনি গুণাকর মুণি ।
স্বয়ং মহাবীর তিনি ব্রহ্মাসুর পূজ্য,
দেব-মনুষ্যের গুরুসদা ভুলোকে জিনশ্রেষ্ঠ ।
সুগন্ধে-সুস্বরে তিনি অমৃত দেশক,
সকল পরিষদে তিনি মৈত্রীর স্নাতক ।

(প্রচেষ্টা)- উৎপন্ন পাপচিন্তের দূরীকরণের জন্য প্রচেষ্টা, অন্যুৎপন্ন পাপচিন্তের অন্যুৎপত্তির জন্য প্রচেষ্টা, অন্যুৎপন্ন কুশলচিন্তের উৎপত্তির জন্য প্রচেষ্টা ও উৎপন্ন কুশলচিন্ত বৃদ্ধির জন্য প্রচেষ্টা । গ) চতুর্বিধ ঋদ্ধিপাদ (ঋদ্ধিলাভের উপায়)- ছন্দ, বীর্য, চিন্ত ও মীমাংসা । ঘ) পঞ্চ ইন্দ্রিয়-শ্রদ্ধা, বীর্য, স্মৃতি, সমাধি ও প্রজ্ঞা । ঙ) পঞ্চবল- শ্রদ্ধা, বীর্য, স্মৃতি, সমাধি ও প্রজ্ঞা । চ) সপ্ত বোধাঙ্গ- স্মৃতি, ধর্ম, বিচার, বীর্য, প্রীতি, প্রশান্তি, সমাধি ও উপেক্ষা । ছ) অষ্ট মার্গাঙ্গ- সম্যক দৃষ্টি, সম্যক সঙ্কল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক আজীব, সম্যক ব্যায়াম (প্রচেষ্টা), সম্যক স্মৃতি ও সম্যক সমাধি । কিন্তু চিন্ত চৈতন্যিক হিসাবে বোধিপক্ষীয় ধর্মের সংখ্যা চৌদ্দ । এই চৌদ্দটির মধ্যে- বীর্য, স্মৃতি, সমাধি, শ্রদ্ধা ও প্রজ্ঞাকে যথাক্রমে ৯,৮,৪,২,৫, বার গ্রহণ করাতে উহারা সপ্তত্রিংশ সংখ্যক হয়েছে ।

শ্রদ্ধাথ সুমতি বুদ্ধ দর্শন কামী,
 শ্রদ্ধায় অদ্বিতীয় ভিক্ষু বঙ্কলি ।
 হংসবতী নগরে ব্রাহ্মণ গোত্রে হবে জাত,
 এরূপ বাক্য শ্রবণে হই মহাপ্রীত ।
 সশিষ্যে তথাগত করে নিমন্ত্রণ,
 সপ্তাহকাল উত্তমাহার দানিনু তখন ।
 গুণসাগরকে নতশিরে করতঃ প্রণাম,
 প্রীতিতে নিমজ্জিত হই এবাক্য করতঃ শ্রবণ ।
 জ্ঞাত হইনু রত্নদ্রয়ে দেখি অতুল্যম মুণি,
 “ভিক্ষু শ্রদ্ধায় অথ” পূজেছিনু তাঁরে এবাক্য শুনি ।
 এরূপ উক্ত করেন অনাবরণ দর্শন মহাবীর,
 এই বাক্য উত্থাপন করেন পরিষদে মহাধীর ।
 দৃষ্ট হয় মহামানব প্রীত-শুদ্ধ-নিবাসে,
 জননেতা-মনোহরা পূজ্যর্হ এরূপ ভাষে ।
 অনাগতে উৎপন্ন হলে গৌতম মহামুণি,
 শ্রাবকে শ্রদ্ধায় অথ হবে তখনি ।
 দেব-মনুষ্যে ভূতি হবে সর্বসম্প্রাপ ত্যজি,
 সর্বভোগ্য পরিপূণ্যে হবে সদা সুখী ।
 শতসহস্র কল্পব্যাপী করে সংসরণ,
 গৌতম নামে বুদ্ধের হবে আগমন ।
 তাঁর ধর্মের ঔরসজাত হবে উত্তরসূরি,
 শাস্তার শ্রাবকে শ্রদ্ধাথ হবে নামে বঙ্কলি ।
 কালক্রমে তথায় হলে মনুষ্য দেহের চ্যুতি,
 সেই পুণ্যে লভি আমি তাবত্রিংশ গতি ।
 সর্বদা সুখী হতাম সংসরণ কালে,
 অতঃপর জাত হই শ্রাবস্তীর কূলে ।
 নবনীত কোমল দেহ রূপে সদ্যকমল জাত,
 মন্দ-উত্তানশর্যায় হাতাম পিসাচভয় তর্জিত ।
 অতঃপর মহর্ষির পাদমূলে করতঃ শয়ন,
 প্রতিষ্ঠিত হইনু আমি নাথ শরণ ।
 সেই হতে আমি সদা হয়ে রক্ষিত,
 সর্ব বৈরী ত্যজি হয়েছি বর্জিত ।
 মুহূর্তকালও শাস্তাবিনা হতাম উৎকণ্ঠিত,
 তৎহেতু সপ্তবর্ষে হয়েছি প্রব্রজিত ।

সর্বপারমী সম্ভূত নীল নয়নবর,
 সর্বশুভকীর্ণ দর্শনে অতৃপ্ত অন্তর ।
 বুদ্ধরূপরতি জ্বাতপূর্বক আমায় উপদেশে করেন জ্বাত,
 হে বক্কলি, রূপদর্শনের কি প্রয়োজন যা বালনন্দিত ।
 ধর্মকে দেখে যেজন আমাকেও দেখে সেইজন,
 ধর্মকে না দেখলে আমাকে দেখে না কদাচন ।
 অনন্তাদীনবো দেহ বিষবৃক্ষ যথা,
 রোগালয় এদেহ দুঃখের বাসা ।
 রূপস্কন্ধের উদয়-ব্যয় করহ দর্শন,
 উপক্ৰেশ দর্শনে কর সুখে গমন ।
 হিতৈষীর এই উপদেশে করতঃ অনুসরণ,
 ধ্যানের তরে গৃধ্রকূট পর্বতে করি আরোহন ।
 উৎসাহিত করেন বুদ্ধ হয়ে পর্বতে স্থিত,
 বক্কলি জিন বাক্য শ্রবণে হলেন মহাপ্রীত ।
 বহুশতমনুষ্য প্রমাণ শেলপর্বত হতে হইনু ধাবিত,
 বুদ্ধের প্রভায় সুখে হই পৃথিবী স্থিত ।
 পুনঃবার দেশনা করেন স্কন্ধের উদয়-ব্যয়,
 তদেতু ধর্মজ্বাত হয়ে অর্হত্ব অধিগত হয় ।
 অতঃপর মহাপরিষদে হলে গমন,
 মহামতি “শ্রদ্ধায়াগ্র” উপাধি দানিলেন তখন ।
 সেইহতে শতসহস্র কল্পকাল হয়নি দুর্গতি,
 শ্রদ্ধাচিন্তে বুদ্ধ পূজার এমনই সুকৃতি ।
 অদ্য আমি তৃষ্ণাহীন ক্ৰেশ অবসানে,
 সমাপন হয়েছে কৃত্য বুদ্ধের শাসনে ।

-[থের অপদান]

এরূপে স্থবির অর্হত্ব প্রাপ্তিতে উক্ত গাথা সমূহ ভাষণ করেন ।
 তৎপর শাস্তা ভিক্ষুসঙ্ঘের মধ্যে উপস্থিত হয়ে স্থবিরকে “শ্রদ্ধায় অগ্র”
 উপাধিতে ভূষিত করেন ।

বক্কলি স্থবির গাথা বর্ণনা সমাপ্ত



৯। বিজিতসেন স্থবির গাথা বর্ণনা

“ওলগ্গেস্সামীতি” -এই গাথা সমূহ আয়ুত্থান বিজিতসেন স্থবির কর্তৃক ভাষিত।

কোথায় এর উৎপত্তি?

গাথা সমূহের উৎপত্তি কথা-

ইনি পূর্ব বুদ্ধগণের আশীর্বাদ গ্রহণ করে অর্থদর্শী বুদ্ধের সময় কুলগৃহে জন্ম গ্রহণ করেন। বয়ঃপ্রাপ্তে গৃহবাস ত্যাগ করে ঋষি প্রব্রজ্যায় প্রব্রজিত হয়ে সর্বদা অরণ্যে বাস করতেন। একদিন ভগবানকে আকাশ পথে গমন করত দেখে প্রসন্নচিত্তে কৃতাজ্জলিপুটে দাঁড়িয়ে থাকেন। ভগবান তার অভিপ্রায় পরিজ্ঞাত হয়ে আকাশ হতে অবতরণ করেন। অতঃপর তিনি ভগবানকে মনোহর মধুরফল প্রদান করলে ভগবান তার প্রতি অনুকম্পা করে ফল গ্রহণ করেন। সেই পুণ্যফলে দেব-মনুষ্য কুল পরিভ্রমণ কালে গৌতম বুদ্ধের সময় কোশলরাজ্যে হস্ত্যাচার্যকুলে জন্ম গ্রহণ করে “বিজিতসেন” নামে পরিচিত হন। সেন ও উপসেন নামে তার দুই মাতুল ছিল। তারা ভগবানের ধর্মশ্রবণ করে প্রব্রজিত হয়ে অর্হত্ব ফলে প্রতিষ্ঠিত হন। এদিকে বিজিতসেনও হস্তীবিদ্যায় নৈপুণ্যতা লাভ করেন। অতঃপর গৃহবাসে উৎকণ্ঠিত হয়ে একদিন ভগবানের যমকপ্রতিহার্য ঋদ্ধি দর্শনে মাতুল স্থবিরগণের নিকট প্রব্রজিত হন। পরে তাঁদের উপদেশে ভাবনায়রত হলেও চিন্তা নানা নিমিত্তে ধাবিত হতে লাগল। তখন নিজের চিন্তকে উপদেশ দেওয়ার এই গাথা সমূহ ভাষণ করেন-

৩৫৫। ওলগেস্সামি তে চিন্তা আণিদ্ধারেব হথিনং,
ন তং পাপে নিয়োজেস্সং কামজাল সন্নীরজ।

৩৫৬। ত্বং ওলগো ন গচ্ছসি দ্বারবিবরং গজো”ব অলভন্তো,
ন চ চিন্তকলি পুনশ্চুনং পসহং পাপরতো চরিস্সসি।

৩৫৭। যথা কুঞ্জরং অদন্তং নবগ্নহং অঙ্কুসগ্নহো,
বলবা আবত্তেতি অকামং, এবং আবত্তয়িস্সং তং।

৩৫৮ । যথা বরহয়দমকুসলো সারথি পবরো দমেতি আজ্ঞঃপ্রঃ,
এবং দমযিস্‌সং তং পতিট্ঠিতো পঞ্চসু বলেসু ।

৩৫৯ । সতিযা তং নিবন্ধিস্‌সং পযতন্তো বো দমেস্‌সামি,
বিরিয়ধুর নিগ্গহীতো নযিতো দূরং গমিস্‌সসে চিন্তা'তি ।

বাংলা :

হে চিন্ত!

ক্ষুদ্রদ্বার দিয়ে যেমন হস্তী না করে গমন,

তদ্রূপ তোমাকেও রুধিব এখন ।

লোভাদি পাপধর্মে এদেহ কামজাল ভূত,

কদাচিৎ কোথায়ও তোমার করব না নিযুক্ত ।

তোমায় স্মৃতি-প্রজ্ঞারূপ অঙ্কুশে করতঃ প্রহার,

রুদ্ধ হস্তীর ন্যায় যথেষ্টা যেতে পারবে না আর ।

হে চিন্তকলি!

পুনঃ পুনঃ দুঃসাহসে তুমি কদাচন,

করতে পারবে না কভু পাপে গমন ।

মাহুত যথা নবধূতাদান্ত কঙ্কর করে নিবৃত্ত,

তদ্রূপ আমিও তোমায় দূশ্চরিত হতে করব নিবৃত্ত ।

যেমন সুদক্ষ সারথি অশ্বকে করে দমন,

তদ্রূপ শৃঙ্খাদি পঞ্চবলে তোমায় রুধিব এখন ।

হে চিন্তকলি!

স্মৃতিরূপ স্তম্ভে করতঃ বন্ধন,

অতি প্রযত্নে তোমায় করব দমন ।

সু-যুগেবন্ধিত অশ্ব দূরে না করে গমন,

হে চিন্ত!

তদ্রূপ বীর্যদূরে নিগ্রহ হলে বিচরণ করবে কেমন? (৫ঃ৯)

বিস্তৃতার্থ : এখানে “ওলঙ্ঘনসামীতি” অর্থে- আমি সংবর করব, আমি নিবারণ করব; “তেতি”- তাকে; উপযোগার্থে ইহা কর্তা বচন । যেমন- তারা গমন করে বা সেই ভাষণ করে । “হস্তিনন্তি”- হস্তীপাল বা হস্তীদল; “চিন্তাতি”- স্বীয় চিন্তকে সম্বোধনার্থে উক্ত হয়েছে; চিন্তকে

নিবারণার্থে উক্ত হয়েছে; “আগিদ্বারেব হস্তিনস্তি”- প্রাচীর বেষ্টিত নগরের ক্ষুদ্রদ্বার দিয়ে হস্তী গমনে সক্ষম নয়, নগরের বাহিরে গমনেচ্ছুক হস্তীকে যেমন নিবারণ করে। “আগিদ্বার”- অর্থে বাঁধা বুঝায়। অনুরূপ ভাবে তাড়নাক্ষুশ দ্বারা তোমায় নিবারণ করব; “পাপেতি”- পুনর্জন্মদায়ী রূপ অবিদ্যা দি পাপধর্মে; “তং ন নিষোজ্জেসং”- তোমাকে নিযুক্ত করব না; “কামজালাতি”- কামজালভূত; মৎস্য যেমন জালাবদ্ধ হয় অনুরূপ ভাবে কামাঙ্ক চিত্ত মারের জালে পতিত হয়; আবদ্ধ হয়; যা সত্ত্বগুণের অনর্থসাধন করে। “সরীরজাতি”- শরীরের আবির্ভূত হয়, উৎপন্ন হয়, জাত হয়; পঞ্চক্ষন্দের মধ্যে চিত্ত রূপাবদ্ধ জ্ঞাতার্থে- “সরীরজস্তি”। “ত্বং ওলগ্নো ন গচ্ছসীতি”- তুমি স্মৃতি প্রজ্ঞারূপ তাড়না অক্ষুশদ্বারা নিবারিত হয়েছে, তদ্বৎ যথেষ্ট গমন করতে পারবে না; “যথা কি?”- কিসের ন্যায়? দ্বারাবদ্ধ হস্তী যেমন নগরে বা যথেষ্ট গমন করতে পারে না তাদৃশ। “চিন্তকলীতি”- হে চিন্তকলি, হে যাদুকরী মন; “পুনশ্চনস্তি”- পুনঃ পুনঃ বা অপরাপর; “পসঙ্ক্কাতি”- দুঃসাহসের সাথে, পূর্বের ন্যায় এখন যথেষ্ট বিচরণ করতে পারবে না- “ন চরিস্সসি”। -ইহাই অর্থ।

“অদন্তস্তি”- অদমিত, হস্তীশিক্ষায় অশিক্ষিত; “নবগ্নহস্তি”- নবধৃত, নূতন-বন্ধিত; “অক্ষুসগ্নহোতি”- মাহত বা হস্তী শিক্ষক; “বলবাতি”- কায় বলে এবং জ্ঞান বলে বলবান; “আবত্তেতি”- অনিচ্ছাসত্ত্বেও নিষেধ করে নিবৃত্ত করে; “আবত্তয়িস্মস্তি”- প্রাজ্ঞ হস্তী আচার্যের ন্যায় হে চিন্তকলি! আমিও তোমাকে দুঃচরিত হতে নিবৃত্ত করব। -ইহাই অর্থ।

“বরহযদমকুসলোতি”- উত্তম ভাবে অশ্বদমনের কৌশলী, বরাশ্ব দমনে সুদক্ষ; অর্থাৎ সুদক্ষ সারথিপ্রবর দেশ-কালানুরূপ ভাবে আক্ষুশ দ্বারা অশ্বকে দমন করে, বিনীত করে, নিবারণ করে; “পরিটিষ্ঠতো পঞ্চসু বলেসুতি”- শ্রদ্ধাদি পঞ্চবলে প্রতিষ্ঠিত হয়ে আমিও তোমাকে দমন করব। -ইহাই অর্থ।

“সতিয়া তং নিবন্ধিস্মস্তি”- স্মৃতিরূপ রজ্জুদ্বারা কর্মস্থানরূপ শুভ্রে চিন্তকলি তোমাকে বদ্ধ করব; “পযুতো তে দমেস্সামীতি”- প্রযত্ন সহকারে তোমাকে দমন করব, সংক্লেষ বিশোধন করব। “বীরিয়ধুরনিগ্নহিতোতি”- হে চিত্ত, যেমন সুদক্ষ সারথিদ্বারা যুগে যোজিত

অশ্ব নিগ্রহ প্রাপ্ত হলে দূরে যেতে পারে না; তেমন তুমিও বীর্যধূরে নিগ্রহ প্রাপ্ত হয়ে কর্মস্থান হতে দূরে গমন করতে পারবে না । -ইহাই অর্থ ।

অতঃপর স্থবির এই গাথা সমূহ দ্বারা চিন্তকে নিগ্রহ করে অর্হত্ব ফলে প্রতিষ্ঠিত হয়ে গাথা ভাষণ করেন-

সুবর্ণশ্রী সমুদ্ধ বত্রিশ লক্ষণধর,
গমেন আকাশ মার্গে যথা ফুল্লিত শালপুষ্প মনোহর ।
বুদ্ধশ্রেষ্ঠ ত্ৰণপ্রজ্ঞাপ্ত আসন করলে গ্রহণ,
তাঁর অনুকম্পায় ভিক্ষা দিতে ইচ্ছুক হইনু তখন ।
অনুকম্পক করুণাকর অর্থদর্শী মহাশয়,
মম সংকল্প পূরণে আশ্রমে এসেছেন নিশ্চয় ।
উপবেশ করেন শাস্তা করতঃ অবতরণ,
চয়নপূর্বক ভল্লাতক তাঁরে করেছিনু দান ।
অতঃপর মম অর্পিত ফল করেন আহার,
তদেতু শ্রদ্ধাচিন্তে বুদ্ধপদে করি নমস্কার ।
সেই হতে আটার কল্প হয়নি দুর্গতি,
শ্রদ্ধাচিন্তে ফলদানের এমনই সুকৃতি ।
অদ্য আমি তৃষ্ণাহীন ক্লেশ অবসানে,
সমাপন হয়েছে কৃত্য বুদ্ধের শাসনে ।

-[থের অপদান]

অর্হত্ব পূর্বক এই গাথা সমূহ আয়ুত্মান বিজিতসেন স্থবির কর্তৃক ভাষিত ।

বিজিতসেন স্থবির গাথা বর্ণনা সমাপ্ত



১০। যশদত্ত স্থবির গাথা বর্ণনা

“উপারম্ভচিন্তোতি”- এই গাথা সমূহ আয়ুস্মান যশদত্ত স্থবির কর্তৃক ভাষিত ।

কোথায় এর উৎপত্তি?

গাথা সমূহের উৎপত্তি কথা-

ইনি পূর্ব বুদ্ধগণের আশীর্বাদ গ্রহণ করে ভগবান পদুমুত্তর বুদ্ধের সময় ব্রাহ্মণকূলে জন্ম গ্রহণ করেন । পরে ব্রাহ্মণবিদ্যায় সুনিপুন হয়ে কামভোগ পরিত্যাগ করে ঋষিপ্রব্রজ্যা গ্রহণ পূর্বক অরণ্যে বাস করতেন । একদিন শাস্ত্রকে দর্শন করে প্রসন্নচিত্তে স্তুতি করেন । সেই পুণ্যকর্মের প্রভাবে দেব-মনুষ্য কুল সংসরণ করে গৌতম বুদ্ধের সময় মল্লরাজ্যে মল্লরাজকূলে জন্ম গ্রহণ করেন । অতঃপর বয়ঃপ্রাপ্তে তক্ষশিলায় গমন করে যাবতীয় শিল্প শিক্ষায় নৈপুণ্যতা অর্জন করেন । একদিন সভিয় নামক পরিব্রাজকের সাথে বিচরণ করতে করতে শ্রাবস্তীতে উপস্থিত হন । সভিয় পরিব্রাজক ভগবানকে প্রশ্ন জিজ্ঞেস করলে ভগবান যখন উহার প্রত্যুত্তর প্রদান করতে ছিলেন, তখন বুদ্ধ-বাক্যে তার দোষারোপ করার চিন্তা উৎপন্ন হয় । অতঃপর ভগবান তাদের চিন্তাচোরকে অবগত হয়ে “সভিয়সুত্ত”^{১৩৬} দেশনা করেন । পরে গাথাযোগে উপদেশ প্রদান করেন-

৩৬০ । উপারম্ভচিন্তো দুস্মেধো সুগাতি জিনসাসনং,
আরকা হোতি সদ্ধম্মা নভসো পঠবী যথা ।

৩৬১ । উপারম্ভচিন্তো দুস্মেধো সুগাতি জিনসাসনং,
পরিহাযতি সদ্ধম্মা কালপকেখব চন্দিমা ।

৩৬২ । উপারম্ভচিন্তো দুস্মেধো সুগাতি জিনসাসনং,
পরিসুসসতি সদ্ধম্মে মছেছা অঙ্গোদকে যথা ।

৩৬৩ । উপারম্ভচিন্তো দুস্মেধো সুগাতি জিনসাসনং,
ন বিরুহতি সদ্ধম্মে খেত্তে বীজং’ব পুতিকং ।

৩৬৪ । যো চ তুটেঠন চিত্তেন সুগাতি জিনসাসনং,
খেপেত্ত্বা আসবে সবে সচ্ছিকত্ত্বা অকুপ্পতং;
পঞ্চুয্য পরমং সন্তিং পরিনিব্বাতি অনাসবো^{৩৭}তি ।

বাংলা :

যদি কোন হীন বুদ্ধি জন,
দোষারোপন চিত্তে শুনে বুদ্ধ বচন;
পৃথিবী হতে আকাশ যেমন সদা দূরে রয়,
মার্গফলাদি ও সদ্ধর্ম হতে সেজন দূরে নিশ্চয় ।

যদি কোন হীন-বাল জন,
দোষযুক্ত মনে শুনে বুদ্ধ বচন;
কৃষ্ণপক্ষের চন্দ্র যেমন ক্রমে হয় ক্ষয়,
শ্রদ্ধাদি ও সদ্ধর্ম ক্ষয় তার হবে নিশ্চয় ।

যদি কোন দুর্মেধ নির্বোধ জন,
কলুষ চিত্তে শুনে শাস্তার বচন;
জলশূন্য স্থানে মৎস্য যেমন শুষ্ক হয়ে যায়,
কুশল ধর্মের অভাবে তিনিও তাই ।

যদি কোন হীন বুদ্ধি জন,
দোষারোপন চিত্তে শুনে বুদ্ধ বচন;
ক্ষেত্রে উগ্ধ পৃতিবীজ গজায় না যেমন,
অদ্রুপ সদ্ধর্মে শ্রীবুদ্ধি তার হয় না কখন ।

তুট্টচিত্তে যেনা করে বুদ্ধ বাক্য শ্রবণ;
অহঁত্বফল সাক্ষাতে তিনি নির্বাণে করে গমন । (৫ঃ১০)

উক্ত গাথা সমূহ আয়ুত্থান যশদত্ত স্থবির কর্তৃক ভাষিত ।

বিস্তৃতার্থ : এখানে “উপারম্ভচিত্তোতি” অর্থে- উগ্রাবস্থায়, উগ্রচিত্তে, দোষারোপণের অভিপ্রায়ে; “দুস্মেধোতি”- বাল, দুর্মেধ, নিম্প্রাজ্ঞ ব্যক্তি; “আরকা হোতি সদ্ধম্মাতি”- পৃথিবী হতে আকাশ যেমন দূরে অবস্থান করে তেমনি সেইও ধর্ম-বিনয় অজ্ঞাত হেতু মার্গফলাদি সদ্ধর্ম হতে দূরে অবস্থান করে থাকে^{৩৭} । “পরিহাযতি সদ্ধম্মতি”- শ্রদ্ধাদি নবলোকান্তর ধর্ম সম্পূর্ণ ভাবে হ্রাস হয়ে থাকে, ক্ষয় প্রাপ্ত হয়ে থাকে ।

“পরিসুসসীতি”- কায়-চিত্ত প্রীতি-আনন্দের অভাবে; কুশল ধর্মের অভাবে অপরিপুষ্ট হয়ে থাকে; “ন বিরূহীতি”- সদ্ধর্মে শ্রীবৃদ্ধি লাভ করতে পারে না; “পুতিকণ্ঠি”- গোময় লেপনাদির অভাবে পুতি, পঁচা হয়ে যায়; অর্থাৎ উণ্ড পুতিবীজের ন্যায়; “তুট্টেঠন চিস্তেনাতি”- তুট্টচিস্তে-ইষ্টচিস্তে মনোযোগে হর্ষোৎফুল হয়ে; “খেপেত্বাতি”- উচ্ছিন্ন করে, সমুচ্ছিন্ন করে, ত্যাগ করে; “অকুপ্পতন্তি”- অর্হত্ব লাভ করে থাকে; “পপ্পয়াতি”- সাক্ষাৎ করে, অধিগত করে, প্রাপ্ত হয়; “পরমং সন্তিস্তি”- পরম শান্তি বা অনুপাদিশেষ নির্বাণ প্রাপ্ত হন। অতঃপর অনাসব হয়ে পরিনির্বাণ লাভ করেন- “পরিণিব্বতিনাসবোতি”। -ইহাই অর্থ।

তৎপর প্রব্রজিত হয়ে অর্হত্ব ফল লাভ করেন এবং সেই বুদ্ধ ভাষিত গাথায় পুনঃরাবৃত্তি করে গাথা ভাষণ করেন-

কর্ণিকারবৎ সমুজ্জ্বল দীপাধার প্রভাময়,
কাঞ্চনবৎ পদুমুত্তর নরোত্তম গমনে দৃষ্ট হয়।
কমণ্ডলু স্থাপন পূর্বক বাঙ্কচীর করিনু ধারণ,
চর্মাবৃত করতঃ স্কন্ধ শাস্তাকে করি দর্শন।
ধ্বংস করেন তমাস্কতা মোহ করেন ছিন্ন,
জ্ঞানলোক প্রদর্শক মহামুণি যিনি প্লাবনোত্তীর্ণ।
সর্বোত্তম মহামুণি রশ্মিতে ভুলোক করেন ব্যপ্ত,
জ্ঞানে অতুল্য তিনি সুমার্গ করেন প্রজ্ঞাপ্ত।
জ্ঞানে সর্বজ্ঞ তিনি বুদ্ধ নামে খ্যাত,
নমিঃ আমি মহাবীর হয়ে শ্রদ্ধাচিহ্ন।
সেই হতে শতসহস্র কল্প হয়নি দুর্গতি,
জ্ঞানপূর্বক বন্দনার এমনই সুকৃতি।
অদ্য আমি তৃষ্ণাহীন ক্রেশ অবসানে,
সমাপ্ত হয়েছে কৃত্য বুদ্ধের শাসনে।

-[থের অপদান]

এই অপদান গাথা সমূহ আয়ুত্মান যশদত্ত স্থবির অর্হত্ব পূর্বক ভাষণ করেন।

যশদত্ত স্থবির গাথা বর্ণনা সমাপ্ত



১১। সোণ কুটিকণ্ণ স্থবির গাথা বর্ণনা

“উপসম্পদা চ মে লদ্ধাতি” -এই গাথা সমূহ আয়ুত্মান সোণ কুটিকণ্ণ স্থবির কর্তৃক ভাষিত।

কোথায় এর উৎপত্তি?

গাথা সমূহের উৎপত্তি কথা-

ইনি পদুমুত্তর ভগবানের সময় বিভবসম্পন্ন শ্রেষ্ঠী হয়ে হংসবতী নগরে জন্ম গ্রহণ করেন। একদিন শতসহস্র ক্ষীণাসব পরিবেষ্টিত শাস্ত্রাকে মহতী বুদ্ধলীলা প্রভাবে গ্রামে প্রবেশ করতে দেখে প্রসন্নচিত্তে কৃতাঞ্জলিপুটে দাঁড়িয়ে থাকেন। অপরাহ্নে উপাসকদের সাথে বিহারে গমন করে ভগবানের নিকট ধর্মশ্রবণ করেন। তখন ভগবান এক ভিক্ষুকে মিষ্টভাষীদের প্রধান স্থানে নিয়োগ করেন। তিনিও সেই পদ লাভের অভিপ্রায়ে প্রার্থনা করে মহাদান প্রবর্তন করেন। ভগবান তার প্রার্থনা বিনা অন্তরায়ে পূর্ণ হবে দেখে বলেন- “তুমি অনাগতে ভগবান গৌতম বুদ্ধের শাসনে মিষ্টভাষীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করতে পারবে।” অতঃপর যাবজ্জীবন পুণ্যকর্ম করে ভগবান বিপশ্বী বুদ্ধের সময় প্রব্রজ্যা গ্রহণ করে সদাচর ব্রতপালন করতঃ একজন ভিক্ষুকে চীবর সেলাই করে দান করেন। পুনঃ বুদ্ধশূন্য ধরায় বারাণসীতে অম্ববায় (তাঁতী) কুলে জন্ম গ্রহণ করতঃ একজন পচেক সম্মুদ্রের জীর্ণ চীবর সেলাই করে দেন। এরূপে সংসরণে পুণ্যাতি কুশল সম্পাদন করে গৌতম বুদ্ধের সময় অবন্তীরাজ্যে^{১৩৮} কুরর ঘরে মহাধনাঢ্য শ্রেষ্ঠীর পুত্ররূপে জন্ম গ্রহণ করে “সোণতিষ্য” নামে

^{১৩৮} অবন্তীরাজ্য : অঙ্গুত্তর নিকায়েক্ত ষোড়শ মহাজনপদের মধ্যে অবন্তীরাজ্য অন্যতম। দীপবংশের মতে- উজ্জয়িনী অবন্তীর রাজধানী ছিল। রাজা অচ্যুতগামী কর্তৃক ইহা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। অশোকের শিলালিপি (Minor Rock Edit, No-2) -তে উজ্জয়িনীর উল্লেখ আছে। মোটামুটিভাবে মালওয়া নিসার ও মধ্যপ্রদেশের নিকটবর্তী অঞ্চলকে অবন্তীর বর্তমান অবস্থান নির্ণয় করা হয়। অধ্যাপক ভাণ্ডারকারের মতে প্রাচীন অবন্তী উত্তর ও দক্ষিণাপথ এই দুইভাগে বিভক্ত ছিল। অবন্তীর উত্তরাংশের রাজধানী ছিল উজ্জয়িনী এবং অবন্তী দক্ষিণাপথের রাজধানী ছিল মাহিসসতী বা মাহিস্মতী। কিন্তু, মহাভারতের মতে অবন্তী ও মাহিষমতী দুইটি ভিন্ন রাষ্ট্র ছিল। এক সময়ে অবন্তী বৌদ্ধধর্মের একটি গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্ররূপে পরিণত হয়। বুদ্ধের অন্যতম শিষ্য মহাকাভ্যায়নের জন্মভূমিও ছিল অবন্তী। তিনি অবন্তীর রাজা চণ্ডপ্রদ্যোতকে বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত করেছিলেন।

পরিচিত হন। কোটি মূল্যের কর্ণাভরণ ধারণ করেতেন বলে কোটিকর্ণ বা কুটিকর্ণ নামেই পরিচিত হন। তখন আয়ুত্মান মহাকচায়ণ স্থবির কুররঘরের সমীপস্থ পর্বতে বাস করতেন। এতে তাঁর নিকট ধর্মশ্রবণ করে শরণ-শীলে প্রতিষ্ঠিত হন ও চীবর-খাদ্যাদি দানে তাঁকে সেবা করেন। কিছুদিন পরে গুহাবাসে বীতভৃষ্ণ হয়ে কচায়ণ স্থবিরের নিকটে প্রব্রজিত হন। অতঃপর স্থবির অতিকষ্টে দশজন ভিক্ষু একত্রিত করে উপসম্পদা প্রদান করেন। তিনি কিছুদিন স্থবিরের সঙ্গে বাস করে তাঁর অনুমতিতে বুদ্ধ দর্শনে গমন করেন। যখন শ্রাবস্তীতে উপস্থিত হন। তখন ভগবানের গন্ধকুটিতে এক সঙ্গে বাস করেন। প্রত্যুষকালে ভগবান তাঁর মুখে গাথা শ্রবণ করে সাধুবাদ প্রদান করে উপদেশ প্রদানে বললেন- “দুঃখ দর্শন কর, পৃথিবীর আদীনব দর্শন কর”^{১৯}।” পরে তিনি বিদর্শন ভাবনা বৃদ্ধি করে গন্ধকুটিতেই অর্হত্ব ফল লাভ করেন^{২০} এবং নিম্নোক্ত গাথা ভাষণ করেন-

পদুমুত্তর ভগবান নগরে আগমণ কালে,
পরিবেষ্টিত হয়েছিলেন শতসহস্র শ্রাবকে।
নগরে প্রবেশে অমঙ্গলাদি হল উপশম,
রত্নত্রয়ের গুণলীলা নির্ঘোষ হল তখন।
সদা ভেরী আর বীণা নাদে হত মুখরিত,
বুদ্ধের প্রভাবে নগরস্থবাসী হল পুলকিত।
প্রতিহার্য দৃষ্টপূর্বক প্রসাদ মনে,
নমস্কার করিনু পদুমুত্তর ভগবানে।
অহো বুদ্ধ অহো ধর্ম গুণের আকর,
মমাজ্ঞানতা দূরভিত হউক নিরন্তর।
সেইহতে শতসহস্র কল্পকাল হয়নি দুর্গতি,
শ্রদ্ধাচিন্তে বুদ্ধসজ্জার এমনই সুকৃতি।
অদ্য আমি ভৃষ্ণাহীন ক্লেশ অবসানে,
সমাপন হয়েছে কৃত্য বুদ্ধের শাসনে।

-[থের অপদান]

^{১৯}. (উগ; মহাব)

^{২০}. অঙ্গুত্তর নিকায় অর্থকথায় উল্লেখ আছে- উপসম্পদা লাভ করে উপাধ্যায়ের নিকট কর্মস্থান গ্রহণ করে বিদর্শন ভাবনাবলে অর্হত্বফল লাভ করেন।

তৎপর উপাধ্যায় স্থবিরের নির্দেশ মতে বলতে লাগলেন যে-
 “ভান্তে, প্রত্যন্ত রাজ্যে পাঁচজন ভিক্ষুদ্বারা উপসম্পদা কার্য সম্পাদন
 করা হউক, নিত্য স্নানের অনুমতি প্রদান করা হউক, চর্মাস্ত্ররণ
 ব্যবহারের আদেশ করা হউক, অসুখে ও অসুবিধা স্থানে জুতাপায়ে
 দেওয়ার ব্যবস্থা করা হউক ও চীবরের পাপ (আপত্তি) সম্বন্ধে বিবেচনা
 করা হউক।” ভগবানের নিকট এই পাঁচটি বিষয়ের আদেশ গ্রহণ করে
 পুনঃরায় উপাধ্যায়ের নিকট গমন করলেন।^{১৪১} তিনি অন্য সময়
 বিমুক্তিসুখে বিহারকালে স্বীয় অর্হত্বপ্রাপ্তি দর্শন করে প্রীতি দায়িনী গাথা
 ভাষণ করেন^{১৪২}-

৩৬৫ । উপসম্পদা চ মে লদ্ধা, বিমুক্তো চ’মিহ অনাসবো,
 সো চ মে ভগবা দিট্ঠো, বিহারে চ সহাবসিং ।

৩৬৬ । বহুদেব রত্তিং ভগবা অব্বেভাকাসে’তিনামঘি,
 বিহারকুসলো সথা বিহারং পাবিসী তদা ।

৩৬৭ । সস্থুরিত্ত্বান সজ্জাটিং সেয্যাং কপ্পেসি গোতমো,
 সীহো সেল গুহাযং”ব পহীণভযভেরবো ।

৩৬৮ । ততো কল্যাণবাক্করণো সম্মাসম্মুদ্বসাবকো,
 সোণো অভাসি সদ্ধম্মং বুদ্ধসেট্ঠস্স সম্মুখা ।

৩৬৯ । পঞ্চকথঙ্কে পরিঞঞায় ভাবয়িত্ত্বান অঞ্জসং,
 পঞ্জস্য পরমং সত্তিং পরিনিব্বাযিস্সত্যনাসবো’তি ।

বাংলা :

মম উপসম্পদা কার্য করে সম্পাদন,
 বিমুক্ত ও অনাসব হয়েছি এখন ।
 এবে আমার ভগবান হল দর্শন,
 বুদ্ধের সঙ্গে একবিহারে করেছি যাপন ।
 রাত্রির প্রথম-মধ্যম যাম আকাশতলে করতঃ যাপন,

^{১৪১}. এস্থলে সংক্ষেপে আলোচনা করা হল । উদান অর্থকথায় বিস্তারিত দ্রষ্টব্য ।

^{১৪২}. থেরগাথায় উল্লেখ আছে- আনন্দ স্থবিরের সাথে প্রীতিদায়িনী গাথা ভাষণ করেন ।

আর্য্যচরণে সুদক্ষ শাস্তা বিহারে প্রবেশিলেন তখন ।
 শৈল্যগুহায় নির্ভীক সিংহ যথা করে শয়ন,
 গৌতমও চারিগুণ সজ্জাটিতে শয্যা করেন গ্রহণ ।
 অতঃপর বিছানা হতে হওতঃ জাগরণ,
 সোণকে আদেশ করেন করতে গাথা ভাষণ ।
 মিষ্ট-মধুরভাষী সমুদ্বের শ্রাবক সোণ,
 বুদ্ধশ্রেষ্ঠের সম্মুখে গাথা করেন ভাষণ ।
 পঞ্চস্কন্ধকে ত্রিবিধ পরিজ্ঞানে হয়ে জ্ঞাত,
 অনাসবে পরিনির্বাণ করে অধিগত । (৫৪১১)

উক্ত গাথা সমূহ আয়ুস্মান সোণ কোটিকল্প স্থবির কর্তৃক ভাষিত ।

বিস্তৃতার্থ :- এখানে “উপসম্পদা চ মে লদ্ধাতি” অর্থে -
 অতিকষ্টে দশজন ভিক্ষু একত্রিত করে আমি উপসম্পদা লাভ করি । তদ্ব্যতীত
 স্থবির প্রত্যন্ত রাজ্যে পাঁচজন বিনয়ধর ভিক্ষু দ্বারা উপসম্পদা কার্য
 সম্পাদনের অনুমতি বা আদেশ শাস্তার নিকট প্রাপ্ত হন । “চ” শব্দটি
 সমুচ্চয় অর্থে; “বিমুত্তো চমিহ অনাসবোতি”- আর্য্যমার্গ দ্বারা আমি
 সর্বক্লেশবস্ত্র ধ্বংস করে বিমুক্ত ও অনাসব হই । “সো চ মে ভগবা
 দিটেষ্ঠাতি”- আমি অবন্তীরাজ্য হতে শ্রাবস্তী গমন করে আমার সেই
 ভগবান দর্শন করি । “বিহারে চ সহাবসিস্তি”- আমি শাস্তাকে দর্শন পূর্বক
 গন্ধকুটিরে শাস্তার বিচক্ষণতা দেখার জন্য শাস্তার সঙ্গে এক বিহারে বাস
 করি; বিহার সমীপে বাস করি । -ইহাই অর্থ ।

“বহুদেব রত্তিস্তি”- রাত্রির প্রথম যামে ভিক্ষুদেরকে ধর্মদেশনা
 পূর্বক কর্মস্থান প্রদান করতঃ মধ্যম যামে দেব-ব্রহ্মাদের সন্দেহ নিরসনার্থে
 ভগবান মুক্ত আকাশতলে অতিবাহিত করেন । “বিহারকুসলোতি”- দিব্য-
 ব্রহ্ম-আনেঞ্জ এবং আর্য্য বিহারের মধ্যে; আর্য্যবিহার । “বিহারং
 পাবিসীতি”- নিরবিচ্ছিন্ন চংক্রমণ জনিত শ্রান্তি (শ্রম) বিনোদনার্থে
 গন্ধকুটিরে প্রবেশ করেন । “সহুরিত্বান সজ্জাটিং সেয্যং কল্পেসীতি”-
 চারিগুণ সজ্জাটি পেতে সিংহ শয্যায় শয়ন করেন; “গোতমা”- গৌতম
 গোত্রের ভগবান । “সীহো সেলগুহাযংবাতি”- শৈলগুহায় ভয়-ভৈরবহীন

সিংহ যেমন শয়ন করে তেমন ভগবান গৌতম চিন্তিত্রাস না হয়ে নির্ভীকে ক্রেশভয় অবসান করে শয়্যায় শয়ন করেন । -ইহাই অর্থ ।

“ততোতি”- তৎপর বিছানা হতে উঠে আদেশ করলেন- হে ভিক্ষু, গাথা ভাষণ কর ।^{১৪০} “কল্যাণবাক্করণোতি”- সুন্দর বাক্য, গুণলক্ষণযুক্ত বাক্য, মিষ্ট-মধুর অর্থযুক্ত বাক্য; “সোণো অভাসি সদ্ধম্মন্তি”- ষোড়শ-অষ্টবর্গীয় সূত্রসমূহ মিষ্ট-মধুরভাষী সোণ কুটিকণ্ণ বুদ্ধশ্রেষ্ঠের সম্মুখে সদ্ধর্মগাথা ভাষণ করেন । “পঞ্চক্কঙ্কো পরিঞ্ণায়াতি”- পঞ্চক্কঙ্কে ত্রিবিধ পরিজ্ঞান দ্বারা জ্ঞাত হয়ে আর্যাস্টাঙ্গিক মার্গ ভাবনাবলে পরম শান্তি নির্বাণ “পল্লব্য্য”- প্রাপ্ত হয়ে; এখন “পরিণিব্বিস্সতি”- অনুপাদিশেষ নির্বাণ লাভ করব বা পরিণিব্বাণ প্রাপ্ত হব । -ইহাই অর্থ ।

সোণ কুটিকণ্ণ ছবির গাথা বর্ণনা সমাপ্ত



১২। কোশিয় স্থবির গাথা বর্ণনা

“যো এব গরুণন্তি” -এই গাথা সমূহ আয়ুত্মান কোশিয় স্থবির কর্তৃক ভাষিত।

কোথায় এর উৎপত্তি?

গাথা সমূহের উৎপত্তি কথা-

ইনি পূর্ব বুদ্ধগণের আশীর্বাদ গ্রহণ করে বিপক্ষী বুদ্ধের সময় কুলগৃহে জন্ম গ্রহণ করেন। একদিন শাস্ত্রকে দেখে প্রসন্নচিত্তে ইক্ষুদান করেন। সেই পুণ্য প্রভাবে দেব-মনুষ্যকুল পরিভ্রমণ করে গৌতম বুদ্ধের সময় মগধরাজ্যে ব্রাহ্মণকুলে জন্ম গ্রহণ করে “কোশিয়” নামে পরিচিত হন। তিনি বয়ঃপ্রাপ্তে সর্বদা ধর্মসেনাপতির নিকটে গমন করে ধর্মশ্রবণ করতেন। অতঃপর তাঁরই উপদেশে অচিরে অর্হত্বফল লাভ করেন এবং নিম্নোক্ত গাথা ভাষণ করেন-

বঙ্কুমতি নগরে দ্বারপাল কুলে হলে জাত,
দৃষ্ট হল বিরজবুদ্ধ যিনি ধর্মে খ্যাত।
বুদ্ধশ্রেষ্ঠ বিপক্ষীকে করতঃ প্রণাম,
প্রসাদ চিত্তে ইক্ষুখণ্ড করিনু প্রদান।
সেই হতে একানব্বই কল্প হয়নি দুর্গতি,
শ্রদ্ধাচিত্তে ইক্ষুদানের এমনই সুকৃতি।
এবে আমি তুষাঙ্গী ক্রেশ অবসানে,
সমাপন হয়েছে কৃত্য বুদ্ধের শাসনে।

-[থের অপদান]

অতঃপর স্থবির অর্হত্বপূর্বক গুরু-উপদেশ সুপরিশুদ্ধ ভাবে অনুশীলনের তাৎপর্য প্রকাশার্থে নিম্নোক্ত গাথা সমূহ ভাষণ করেন-

৩৭০। যো বে গরুণং বচনং ধীরো
বসে চ তমিহ জনয়েথ পেমং,
সো ভত্তিমা নাম চ হোতি পণ্ডিতো
এত্ত্বা চ ধম্মেসু বিসেসি অস্স।

৩৭১ । যং আপদা উল্লতিতা উলারা
লক্খম্ভযন্তে পটিসজ্জযন্তং,
সো থামবা নাম চ হোতি পণ্ডিতো
এত্ত্বা চ ধম্মেসু বিসেসি অস্স ।

৩৭২ । যো বে সমুদো'ব ঠিতো অনেজো
গম্ভীরপএঃঞা নিপুণথদস্সী,
অসংহারিয়ো নাম চ হোতি পণ্ডিতো
এত্ত্বা চ ধম্মেসু বিসেসি অস্স ।

৩৭৩ । বহ্হস্সুতো ধম্মধরো চ হোতি
ধম্মস্স হোতি অনুধম্মচারী,
সো তাদিসো নাম চ হোতি পণ্ডিতো
এত্ত্বা চ ধম্মেসু বিসেসি অস্স ।

৩৭৪ । অথঞ্চ যো জানাতি ভাসিতস্স
অথঞ্চ এত্ত্বান তথা করোতি,
অথন্তরো নাম সহোতি পণ্ডিতো
এত্ত্বা চ ধম্মেসু বিসেসি অস্সা"তি ।

বাংলা :

ধীর ব্যক্তি রক্ষা করে গুরুর অনুশাসন,
যথা ধর্মাচরণে করে গৌরব উৎপাদন ।
সেই ধীর ভক্তজন পণ্ডিত নামে কথিত হন ।
লৌকিক লোকোত্তর ধর্মে হয়ে তিনি জ্ঞাত,
ত্রিবিদ্যা ষড়ভিজ্ঞ-প্রতিসম্ভিদা করে অধিগত ।

ক্ষুধা-পিপাসাদি প্রকাশ্য উপদ্রব,
কামরাগাদি প্রবলভাবে প্রচ্ছন্ন যদি করে সব ।
যাকে কিছুতেই কদাচন চালিত করতে পারেনা কখন ।
তিনি পণ্ডিত নামে সদা কথিত হন,

ত্রিবিদ্যাди বিশেষ ভাবে করেন অর্জন ।

সমুদ্রের ন্যায় স্থিত প্রকৃতি যার,
নিপুনার্থদর্শীকে দেবমায়াদি করবে কিবা আর ।
সেই ধীর প্রাজ্ঞ জন পণ্ডিত নামেই খ্যাত হন ।
ত্রিবিদ্যাди বিশেষ ভাবে করেন অর্জন,
বহুশ্রুত ধর্মধর নামেই ভূষিত হন ।

নবলোকোত্তর ধর্মগীত করেন পালন,
গুরুসদৃশ সদা তিনি করে আচরণ ।
সেই ধীর প্রাজ্ঞ জন ত্রিবিদ্যাди করেন অর্জন ।
সমুদ্র ভাষিত ত্রিপিটকার্থ যিনি হন জ্ঞাত,
যথার্থ ভাবে হন তিনি তার অনুগত ।

সে অর্থকারণ শীলাদি করতঃ আশ্রয়,
ত্রিবিদ্যা প্রাপ্ত হয়ে পণ্ডিত নামে খ্যাত হয় । (৫ঃ১২)

উক্ত গাথা সমূহ আয়ুস্মান কোশিয় স্থবির কর্তৃক ভাষিত ।

বিস্তৃতার্থ : এখানে “যোতি” অর্থে- ক্ষত্রিয়াদি চারিপরিষদের মধ্যে যে কোন ব্যক্তি; “বেতি”- শিক্ষিত, দক্ষ, বহুদর্শী; “গবুনন্তি”- শীলাদি ও গুরুগুণযুক্ত পণ্ডিত; “বচনং যোতি”- অনুশাসন বাক্য রক্ষা করে যথাধর্ম আচরণ করে । -ইহাই অর্থ ।

“ধীরোতি”- ধীর, জ্ঞানী, প্রজ্ঞাসম্পন্ন; “বসে চ তম্হি জনযেথ পেমন্তি”- এরূপ গুরুবাক্যকে যথাযুক্ত অনুসরণ করে, প্রতিপালন করে জাতিদুঃখ হতে মুক্ত হওয়া সম্ভব; তৎপ্রতি প্রেম বা গৌরব উৎপন্ন করা উচিত; “গরুণং বচনং যোতি”- এই পদদ্বয় দ্বারা বাক্যার্থ জ্ঞাত বা প্রকাশ করা হয়েছে; “সোতি”- সেই ধীর ব্যক্তি যথাযুক্ত অনুশীলন করেন হেতু ভক্ত নামেও কথিত হয়; জীবনাশ্তে তা অতিক্রম করেন না হেতু পণ্ডিত নামেও কথিত হয় । “এত্বা চ ধম্মেসু বিসেসি অস্সোতি”- এরূপে অনুশীলনকারী চারি আর্যসত্য জ্ঞাত হেতু লৌকিক-লোকোত্তর ধর্মে

ত্রিবিদ্যা, ষড়ভিঙ্গ ও প্রতিসম্ভিদা বিশেষ ভাবে লাভ করে থাকে । -ইহাই অর্থ ।

“যন্তি”- যে ব্যক্তিকে ক্ষুধা-পিপাসাদি প্রকাশ্য উপদ্রবও কামরাগাদি প্রচ্ছন্ন উপদ্রব প্রবলভাবে; “উপ্ততিত”- উৎপন্ন হলেও কিছুতে চালিত করতে পারে না; “কস্মা?”- কেন? “পটিসঙ্খ্যন্তনিত”- সতর্কতার সহিত, জ্ঞানপূর্বক অবস্থান হেতু; “সোতি”- সেই চিত্তের একগ্রন্থাবলে শক্তি সম্পন্ন পণ্ডিত নামে কথিত হয় ও ত্রিবিদ্যাদি বিশেষ ভাবে লাভ করে থাকে । -ইহাই অর্থ ।

“সমুদ্রোব ঠিতোতি”- সমুদ্রের ন্যায় স্থির; যেমন- চুরাশীসহস্র যোজন গভীর সিনেরু পর্বত সমীপে মহাসমুদ্র অষ্টদিকে দৃঢ় অকম্পিত হয়ে অবস্থান করে অনুরূপভাবে ক্লেশবাদ, তির্থীয়বাদে অকম্পিত, গম্ভীরপ্রাজ্ঞ, নিপুনার্থদর্শী ব্যক্তিকে দেবপুত্রমার বা দেবমায়াদি কিছুতেই বিচলিত করতে পারে না । তদ্বদু সেই ব্যক্তি পণ্ডিত নামে খ্যাত হন ও ত্রিবিদ্যাদি বিশেষ ভাবে লাভ করে থাকে । -ইহাই অর্থ ।

“বহুসুতোতি”- পরিয়ন্তিধর্ম, সূত্র-গেয়াদিতে বহুশ্রুত বলে বহুশ্রুত; যথার্থ ভাবে ধর্মকে ধারণ করে বলে ধর্মধর নামেও কথিত হয়- “ধম্মধরো চ হোতি” । “ধম্মসু হোতি অনুধম্মচরোতি”- সূত্রাদি পরিয়ন্তিধর্মে অর্থজ্ঞ-ধর্মজ্ঞ-নবলোকোত্তর ধর্মের প্রত্যকটি গীত (বাক্য) পালন করে, চারি-পরিশুদ্ধশীল- ধূতান্ধশীল- অশুভ কর্মস্থানাদি ভেদে চরিতানুসারে অনুশীলন করে । সেই গুরুর অনুরূপ আচরণ করে থাকে অর্থাৎ গুরু সদৃশ হয়; তাদৃশ ব্যক্তি ধর্মধর-বহুশ্রুত ও পণ্ডিত নামে খ্যাত হন এবং সেই পণ্ডিত ত্রিবিদ্যাদি বিশেষ ভাবে লাভ করে থাকে । “অথঞ্চ সো জানাতি ভাসিতসুসাতি”- যে ব্যক্তি সম্যক্ সম্বুদ্ধ ভাষিত ত্রিপিটকের অর্থ জানে; যথা- ইহাকে শীল বলা হয়, ইহাকে সমাধি বলা হয় এবং ইহাকে প্রজ্ঞাবলা হয়; এইরূপে যথার্থ ভাবে জ্ঞাত আছেন এবং তৎ অনুরূপ আচরণ করে, সেই অর্থকারণ শীলাদিকে আশ্রয় করে হেতু পণ্ডিত নামে কথিত হয় ও ত্রিবিদ্যাদি বিশেষ ভাবে লাভ করে থাকে । -ইহাই অর্থ ।

এখানে প্রথম গাথায় “যো বে গব্বনন্তি”- শ্রদ্ধা উপনিশ্র; দ্বিতীয় গাথায় “যং আপদাতি”- বীর্য উপনিশ্রয়; তৃতীয় গাথায় “যো বে সমুদ্রোব ঠিতোতি”- সমাধি উপনিশ্রয়; চতুর্থ গাথায় “বহুসুতোতি”- শ্রুত

উপনিশ্রয়; এবং পঞ্চম গাথায় “অথঞ্চ যো জানাতীতি”- প্রজ্ঞা
উপনিশ্রয়ের কথা বিশদ ভাবে ব্যাখ্যা ও আলোকপাত করা হয়েছে।

কোশিয় স্থবির গাথা বর্ণনা সমাপ্ত

পঞ্চক নিপাতে নির্বাণগত কোশিয়সহ স্থবির বারজন,
সিংহনাদে ৬৫টি গাথা করেছেন কীর্তন।

পঞ্চক নিপাত সমাপ্ত



অ

অঙ্গণিক ভারদ্বাজ- ১,৩,৬
 অগ্নিপূজা- ৪
 অগ্নিশালা- ৪৮
 অজ্জুক- ৫১
 অজুন-১৩
 অচিরবতী- ৩৭,৩৮ ।
 অর্থদর্শী বুদ্ধ- ৩৪,১৪৯,১৫২ ।
 অধিশীল- ১৩
 অনুরুদ্ধ- ৪৬,৬৯
 অনুত্তর- ৪৮
 অনুপ্রিয় আম্রবন- ৪৬
 অনুমোদর্শী বুদ্ধ- ১১,১৪,১৫
 অনোমো ক্ষত্রিয়- ১৪
 অলাবু- ১৩
 অভিভূত স্থবির- ৫৬,৫৮
 অমর তপস্যা- ৪
 অমলকি- ১২
 অম্বপুষ্প- ৭০
 অবন্তীরাজ্য- ১৫৬
 অসংখ্যকল্প- ১৫
 অসংজ্ঞী- ৬১
 অশ্বপৃষ্ঠ- ৪৪
 অশীতি অনুব্যঞ্জন- ৮৭
 অষ্টনিরয়- ৬০
 অষ্টসমাপত্তি- ৮
 অষ্টাঙ্গিক মার্গ- ৬

আ

আদিত্যপরিষায় সূত্র- ১৩৪
 আনন্দ স্থবির- ২৭,৯০
 আনেঞ্জ সমাপত্তি- ৩৯
 আমলকী- ১২৬
 আরাম- ৪৮

আরামরক্ষক-৩৭
 আলক- ১৩
 আশাবতী লতা- ৫০
 আয়ু- ৫২
 আহুতি- ৪৮

উ

উকট্ট-৩
 উত্তরকুরু- ৭২
 উত্তরপাল স্থবির- ৫৩
 উপতিষ্য- ১১৫
 উপসম্পদা- ১১০
 উপসেন- ১৪৯
 উপালি স্থবির- ৪৬,৪৯ ।
 উরুবেল কশ্যপ- ১৩৩
 উষ্ট্র- ৬০

ই

ইক্ষু-১৬১

ক

কদলীবৃক্ষ-১৩
 কপিথবৃক্ষ- ১৩
 কপিলসূত্র- ৩৮
 করুরাজ্য- ৪
 কল্প-১,৩,৭,৮,৯,১১,১২,১৪,১৫,১৯,
 ২২, ২৬, ৩০,৩৩,৩৪,৩৮, ৪৭,৪৯, ৫৩,
 ৫৭, ৬৩,৬৪,৬৬,৭০, ৭৮,৮৪, ৮৬, ৯৩,
 ৯৪,৯৭,১০৩,১০৪,১০৮,১১১,১১২,১২৪
 ,১২৬,১২৭,১৩৪,১৩৮,১৪৬,১৪৭,১৪৮,
 ১৫২,১৫৫,১৫৮,১৬১ ।
 কমণ্ডলু- ১৫৫
 কশ্যপবুদ্ধ- ৭,৮,১২,৩৭,৭২,৮১, ১১৫ ।

ককুসন্ধ বুদ্ধ- ৭২, ৭৪, ৭৭ ।

করবিক পাখি- ৭৭

কুণ্ডিয়নগর- ৪

কুমারকণ্যপ- ৫১

কুমীন-৯৫

কুলফল- ১৩৮

কিম্বিল- ৬৯

কিকীপক্ষী- ৯৪

কোলিত- ১১৫

কোসম- ১৩

কোশলরাজ্য-২১, ৩০, ৩৪, ১০০, ১০৮,

১২৬, ১৪৯ ।

কোশিয় স্থবির- ১৬১

কৌশ্বধী- ১২

খ

খারি- ১৩৮

খুজ্জশোভিত স্থবির- ২৫

গ

গণিকা- ১১১

গরুড়পক্ষী- ৫০

গয়াফাল্লুনী- ৮৫, ৮৮, ১৪০ ।

গয়াকণ্যপ স্থবির- ১৩৮

গৌতম বুদ্ধ- ৩, ৮, ১২, ১৫, ১৮, ২১,

২৫, ৩০, ৩৪, ৪২, ৪৬, ৪৭, ৪৯, ৫৩, ৫৯,

৬৪, ৬৬, ৭৩, ৮১, ৮৫, ৯০, ৯৩, ৯৪, ৯৭, ১

০০, ১০৪, ১০৮, ১১১, ১১৫, ১২১, ১২৬, ১

৩০, ১৩৩, ১৩৮, ১৪২, ১৪৭, ১৪৯, ১৫৩,

১৫৬, ১৫৯, ১৬০, ১৬১ ।

গিরিমানন্দ স্থবির- ১২১

গৌতম স্থবির- ৫৯

গৃধ্রকূট- ১৪৩

চ

চন্দন স্থবির- ৯৭

চন্দ্রভাগা নদী- ৯০

চক্রবর্তীরাজা-৩, ১৪, ২২, ৪৯, ৬৬, ৯০, ৯৩, ৯৪

চম্পকপুষ্প- ৫৯

চামরী- ৯৪

জ

জম্বুদীপ- ১৪

জম্বুরীবৃক্ষ- ১৩

জম্বুক স্থবির- ৮১

জেতবন- ৩৮, ১০০,

ড

ডুমুরফল- ৭, ৮

ত

তথাগত- ১৩৬, ১৪৭ ।

তক্ষশিলা- ১৫৩

তিষ্যবুদ্ধ- ৩০

ত্রিবিদ্যা-৫, ৬, ১০, ৬৮, ৭১, ৮৩, ৮৪, ৯৫,

৯৮, ১০৯, ১১৩, ১২৭, ১৩১, ১৬২, ১৬৩, ১৬৪

তৃণপুষ্পরোগ- ১২

দ

দেবদত্ত- ৭৪

ধ

ধনীয়স্থবির- ১৮

ধাতুবিভঙ্গ- ১৮

ধার্মিক স্থবির- ১০০

ন

নদীকশ্যপ- ১৩৩
নন্দক স্থবির- ৭৭
নাগসমাল স্থবির- ৬৬
নিগুণ্ডী- ১৩
নিগ্রোধ- ১৩
নিমবৃক্ষ- ১৩
নির্বাণরতি স্বর্গ- ৬৯
নৈরঞ্জনা নদী- ১৩৩

প

পঞ্চাঙ্গ- ৩
পঞ্চনীবরণ- ৭১,
পচয় স্থবির- ৭
পচ্চেক বুদ্ধ- ৭৭, ৯০, ৯৭, ১০৪, ১১১,
১২৬, ১৫৬ ।
পদুমুত্তর বুদ্ধ- ১২, ২১, ২২, ২৫, ৪৬, ৪৭,
৪৮, ৬৩, ৬৪, ৬৬, ৬৯, ৭৭, ৭৮, ৯৩, ১৩৩,
১৩৫, ১৪২, ১৪৬, ১৫৩, ১৫৬, ১৫৭ ।
পরিব্রাজক- ৩, ৪৭, ৭৩, ৮১, ৮২, ১৫২ ।
পাটলিপুত্র নগর- ২৫
পুঙ্কসাতি পুত্র- ১৮
পুণ্ডরিক- ১৩
পিলঙ্কিপুস্প- ৬৮
প্রিয়ঙ্গু- ১৩

ফ

ফারুশবৃক্ষ- ১৩

ব

বক্কলি স্থবির- ১৪২
বক্কুলস্থবির- ১১
বগুঁমাদা নদী- ৩৮
বদরফল- ১৩
বন্ধুমতিনগর- ১২
বত্রিশ মহালক্ষণ- ৮৭
বড্ড স্থবির- ১৩০
বলাকাপক্ষী- ৫০, ৬০, ৬১, ১০৪, ১০৫, ১০৬
বসিসক স্থবির- ৩৪
বহেরা- ১২৬
বারণস্থবির- ৩০
বারাণসী- ১২, ৬৪, ১১৫, ১১৬, ১৫৬ ।
বুদ্ধেরশাস্ত্র- ৪
বিজিতসেন স্থবির- ১৪৯
বিনতানদী- ৮
বিপক্ষী বুদ্ধ- ৭, ৩৭, ১০৮ ।
বিমল স্থবির- ৬৪
বিম্বিসার- ১২১
বিষ্ঠাকণ্ড নিরয়- ৮১
বেটিপুর নগর- ৫৬
বেলফল- ১৩
বেশ্বভুবুদ্ধ- ৫৬, ৫৭,
বোধিসত্ত্ব- ৩০
বৈশারদ্যা- ৮৯

ভ

ভগু স্থবির- ৬৯
ভদ্রকল্প- ৭
ভল্লাতক- ১২৬, ১৫২
ভারুকচ্ছ- ৫১, ১৩০

নির্ঘণ্ট

ম

মগধরাজ্য- ৪২
মণ্ডপবৃক্ষ- ১৩
মল্লরাজ্য- ১৫৩
মাতঙ্গপুত্র স্থবির- ২১
মার- ২৮, ২৮, ৪১, ৪৩, ৫০, ৫৪, ৫৭, ৭৮,
৭৯, ৮০, ৮৮, ৮৯, ৯৫, ৯৬, ১১৭, ১৩১।
ময়ুর- ৭৭, ৮৫।
মহানামবৃক্ষ- ১৩
মহাযমুনা নদী- ১২
মুদিত স্থবির- ১০৮

য

যশদত্ত স্থবির- ১৫৩
যশোজ স্থবির- ৩৭

র

রাজগৃহ- ৭৩, ১১১, ১২১।
রাজদত্ত স্থবির- ১১১
রাহুল স্থবির- ৯৩
রোহিনী নগর- ৮

ল

লাবুজফল- ৩৮

শ

শাক্যরাজকুল- ৬৬
শ্রাবস্তী নগর- ৩৭, ৬৩, ৭৭, ৭৮, ৯৭, ১০৪,
১১১, ১৪২, ১৫৩, ১৫৭, ১৫৯।
শিখীবুদ্ধ- ১, ১৮, ৫৮, ৫৯, ৮৫, ১০০, ১০২,
১৩৮।
শোভিত পর্বত- ১৩

ষ

ষড়াভিজ্ঞ- ৪, ৯, ১৫, ২১, ২৩, ২৫, ২৬, ৩৪,
৩৮, ৪২, ৫৮, ৫৯, ৭২, ১২৩, ১৬২, ১৬৩।
ষোড়শ উৎসদ নিরয়- ৬০

স

স্ত্যানমিদ্ধ- ৬৯
সপ্পক স্থবির- ১০৪
সভিয় স্থবির- ৭২
সপ্তপর্ণি গুহা- ২৭
সলল- ১৩
সম্যক্ দৃষ্টি- ১৩৬
সম্ভবক নাগরাজ- ১০৪
সম্ভূত স্থবির- ৯০
সান্টিমন্তিয় স্থবির- ৪২
সুমনপুষ্প- ৬৪
সুমন স্থবির- ১২৬
সুমেধ বুদ্ধ- ১২১
সুভূত স্থবির- ১১৫
সিদ্ধার্থ বুদ্ধ- ৪২
সিদ্ধুবার বৃক্ষ- ১৩
সেন- ১৪৯
সেনক স্থবির- ৮৫
সোনকুটিকল্প স্থবির- ১৫৬

হ

হরিতকী- ১২৬, ১২৭
হংসবতী নগর- ১২, ৪৬, ৪৭, ৭৭, ১৪২,
১৪৭, ১৫৬।
হারিত স্থবির- ৬৩
হিমালয়- ৩, ৩৭, ১১৬।

সহায়ক গ্রন্থাবলী

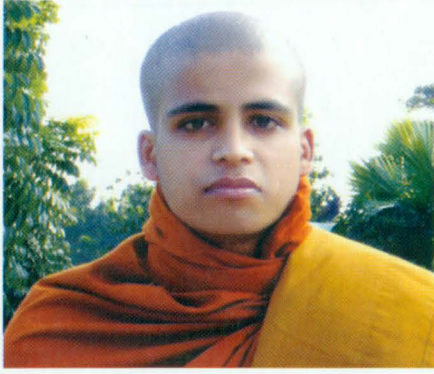
১. থেরগাথা- শ্রীমৎ প্রজ্ঞালোক মহাস্থবির ।
২. মধ্যম নিকায়- ড. বেণীমাধব বড়ুয়া ।
৩. মহাপরিনির্বাণ সূত্র- রাজগুরু শ্রীমৎ ধর্মরত্ন স্থবির ।
৪. বিনয় পিটকে মহাবর্গ- শ্রীমৎ প্রজ্ঞানন্দ স্থবির ।
৫. বিনয় পিটকে পারাজিকা- শ্রীমৎ বুদ্ধবংশ ভিক্ষু ।
৬. জাতক নিদান- শ্রীমৎ ধর্মপাল ভিক্ষু ।
৭. জাতক- ঈশানচন্দ্র ঘোষ ।
৮. বুদ্ধবংশ- শ্রীমৎ ধর্মতিলক স্থবির ।
৯. ধর্মপদ- শ্রীমৎ ধর্মাধার মহাস্থবির ।
১০. ধর্মপদ অর্থকথা- শ্রীমৎ জিনবংশ মহাস্থবির
১১. ধর্মপদ অর্থকথা- শ্রী গিরিশচন্দ্র বরুয়া ।
১২. সংযুক্ত নিকায় ১ম ও ২য় খণ্ড- শীলানন্দ ব্রহ্মচারী ।
১৩. বিশুদ্ধিমাগ- শ্রমণপূর্ণানন্দ, বংশদীপ, বিশুদ্ধানন্দ, বুদ্ধরক্ষিত ও প্রভাতচন্দ্র ।
১৪. বিমুক্তিমাগ- শ্রীমৎ বিবেকানন্দ ভিক্ষু
১৫. শাসনবংশ- শ্রীমৎ ধর্মাধার মহাস্থবির ।
১৬. সারসংগ্রহ- শ্রীমৎ ধর্মতিলক স্থবির ।
১৭. হস্তসার- ধর্মরাজ বড়ুয়া ।
১৮. সদ্ধর্ম রত্নাকর- শ্রীমৎ ধর্মতিলক স্থবির ।
১৯. পালি-বাংলা অভিধান- শ্রীমৎ শান্তরক্ষিত মহাথের ।
২০. পালি সাহিত্যের ইতিহাস- ড. রবীন্দ্র বিজয় বড়ুয়া ।
২১. সজ্ঞশক্তি পত্রিকা- রেঙ্গুণ বৌদ্ধমিশন হতে মুদ্রিত ।
২২. ত্রিপিটক ও এর অট্টকথা- Chattha Sangayana CD-Rom Version
3Published by Vipassana Research Institute, Dhammagiri
Igatpuri, Maharashtra.

প্রজ্ঞাবংশ একাডেমী

কর্তৃক প্রকাশিত বই-এর নামের তালিকা :

- ১। বুদ্ধের জীবন, ধর্ম ও ইতিহাস
- ২। ভিক্ষু প্রাতিমোক্খ (পালি ও বাংলা)
- ৩। মহাবর্গ পরিক্রমা (বিনয় পিটকীয় খণ্ড)
- ৪। বিদর্শন ভাবনায় প্রজ্ঞাধুর ও কর্ম নির্দেশ
- ৫। পরমার্থ শীল ধুতান্ন অনুশীলন ও গৃহী কর্তব্য
- ৬। পরমার্থিক জীবন চর্যা (পালি ও বাংলা পদ্যে)
- ৭। মহাসতিপট্টান সূত্র অট্টকথা (পালি ও বাংলা)
- ৮। হস্তরত্ন সতিপট্টান (পালি ও বাংলা পদ্যানুবাদ)
- ৯। Maha Satipatthana Sutta
(English Translation with analysis)
- ১০। ভিক্ষুনী বিভঙ্গ (পালি ও বাংলা)
- ১১। ভিক্ষুনী পাতিমোক্খ (পালি ও বাংলা)
- ১২। সম্যক দৃষ্টি সূত্র ও অট্টকথা (পালি ও বাংলা)
- ১৩। অগ্নিস্কন্ধপমো সূত্র (পালি ও বাংলা)
- ১৪। বোধিপ্রিয় শিশু শিক্ষা - ১ম ও ২য় ভাগ
- ১৫। প্রবন্ধ সমগ্র (১ম খণ্ড)
- ১৬। পরিবার পাঠো (বিনয় পিটক ১ম ও ২য় খণ্ড বঙ্গানুবাদ)
- ১৭। জীবন (আত্ম চরিত মূলক রচনা অপ্রকাশিত)
- ১৮। বৌদ্ধিক চিন্তায় আদর্শ সমাজ
- ১৯। বনভন্তের জীবনালেখ্য [English Translation]
- ২০। বুদ্ধের ধ্যান পদ্ধতি ও বনভন্তের বাণী
- ২১। বুদ্ধ গুণাবলী গাথা
- ২২। পারাজিকা (বিনয় পিটক)
- ২৩। ভিক্ষু-শ্রামণ ও গৃহী কর্তব্য
- ২৪। সচিব ধর্মপদ (খুদ্ধক নিকায়)
- ২৫। হস্তসহায়
- ২৬। বিদর্শন ভাবনা অভ্যাস
- ২৭। ইতিহাস ও ঐতিহ্যের সন্ধানে রাং-উ রাংকুট
- ২৮। অভিধর্ম পিটকে ধর্মসঙ্গনী





অনুবাদক পরিচিতি

অত্র গ্রন্থের অনুবাদক শাস্তার শাসনে নবাগত বৌদ্ধ সমাজ গগনে গৌরবোজ্জ্বল নক্ষত্র শ্রীমৎ শাসনজ্যোতি ভিক্ষু ১৯৮৬ সালে চট্টগ্রাম জেলাস্থ মিরসরাই থানার অন্তর্গত শিক্ষায় সংস্কৃতিতে অগ্রগণ্য, বহুজ্ঞানী গুণীর জন্মস্থান ঐতিহ্যবাহী দমদমা গ্রামের বড়বাড়ীতে জন্ম গ্রহণ করেন।

ধর্মপ্রাণ উপাসক বাবু প্রীতিলাল বড়ুয়া এবং পুণ্যশীলা রত্নগর্ভা উপাসিকা শ্রীমতি রিতারাণী বড়ুয়ার তিন পুত্র এক কন্যার মধ্যে তিনি ছিলেন দ্বিতীয়। তিনি ২০০৫ সালে প্রয়াত বিদর্শনাচার্য ভদন্ত প্রজ্ঞাজ্যোতি মহাথেরোর নিকট প্রব্রজিত হয়ে ২০০৭ সালে আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন বৌদ্ধ পণ্ডিত ভদন্ত প্রজ্ঞাবংশ মহাথেরোর উপাধ্যায়ত্বে উপসম্পদা গ্রহণ করেন। ইতিপূর্বে তিনি ‘সচিত্র ধর্মপদ’ গ্রন্থটি জনসমাজে উপহার দিয়ে সকলের কাছে সমাদৃত হয়েছেন। বর্তমানে এই “থেরগাথা অটঠকথা” গ্রন্থের অনুবাদেও তাঁর অনন্য কীর্তি ও দূরদর্শিতার পরিচয় বহন করে। অনাগতেও তাঁর এরূপ প্রয়াস অব্যাহত থাকুক এই কামনায় আমরা পুণ্য নিবেদন করছি।

Writer's Credentials

The Writer is a new comer in the field of Buddhist literature. He comes from a respectful Buddhist family of Barabari at Damdama a well established prosperous village. P.S. Mirsari in the district of chittagong. VEN. SHASANA JYOTI BHIKKHU is a bright star of his race. He was born in 1986. He is the second son of the pious devotee Mr. Pritilal Barua & Mrs. Ritarany Barua. He is an young energetic man of uncommon genius. He ordained in 2005 under Ven. Prohajyoti Mahathera a well-known & internationally reputed meditation teacher. Further he again got his Upasampada in 2007 under internationally reputed Buddhist scholar Ven. Progabangsha Mahathera as Spiritual preceptor. His resent publication ‘SACHITRA DHMMAPADA (Treasury of truth Illustrated Dhammapada)’ is honoured by the public. Now he is going to publish another book ‘KUDDAK NIKAYE THERO GATHA ATTAKATHA’ we think he will be able to keep his previous glory. We want more books from him in near futures, which enrich the Buddhist literature.